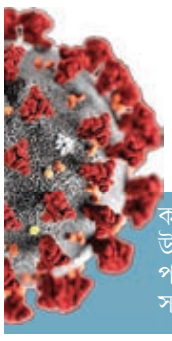

করোনার এ সংকটেও প্রথম আলো উত্তর আমেরিকা আছে আপনাদের পাশে। সবাই সুস্থ ও নিরাপদ থাকুন। সংক্রমণরোধে নিয়মকানুন মেনে চলুন।

প্রথম আলো

Prothom Alo North America

30 December 2021, Thursday, 5th Year, Issue 250 40 Pages

প্রবাসে প্রতিশ্রুতিশীল বাঙালিদের প্রতিনিধি
পৃষ্ঠা: ১৫

৩০ ডিসেম্বর ২০২১, ১৫ পৌষ ১৪২৮, ২৬ জমাদিউল আউয়াল ১৪৪৩, বৃহস্পতিবার, বর্ষ ৫, সংখ্যা ২৫০, পৃষ্ঠা: ৪০

ওমিক্রনে রাজনৈতিক মূল্য দেবেন বাইডেন?

ইব্রাহীম চৌধুরী

আমেরিকায় ওমিক্রন ছড়িয়ে পড়ছে দ্রুত। পরিস্থিতি দ্রুত বদলাচ্ছে। হাসপাতালগুলো উপচে উঠেছে। টেস্টিং সেন্টারে দীর্ঘ লাইন পড়েছে। কর্মী সঙ্কটে ব্যবসা বাণিজ্য থমকে দাঁড়াচ্ছে। সরকারী অফিসেও সংক্রমণের কারণে কর্মী উপস্থিতি প্রতিদিন কমছে। স্বাভাবিক কাজকর্ম থমকে দাঁড়িয়েছে। বৈরী আবহাওয়া আর সংক্রমণের কারণে প্রতিদিন হাজার হাজার ফ্লাইট বাতিল হচ্ছে। দিনে গড়ে দুই লাখ লোকজনকে সংক্রমিত পাওয়া যাচ্ছে। অচিরেই সংক্রমণের সংখ্যা দিনে দশ লাখে পৌঁছবে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে। বহুমুখী সমস্যায় পড়া মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনের জন্য কোভিড-১৯ এখন শুধু মহামারি নয়,

এরপর পৃষ্ঠা ৩১ কলাম ৪

- জানুয়ারি মাস আমেরিকার জন্য খুবই নাজুক হয়ে উঠবে।
- ৪৭ শতাংশ লোকজনই মহামারি সামাল দেয়ার জন্য প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনের কার্যক্রমকে আর অনুমোদন প্রদান করছে না।

অভিবাসীদের জন্য নিরাশার আরেকটি বছর

রওশন হক

অভিবাসনের দেশ আমেরিকায় আরেকটি বছর শেষ হচ্ছে অভিবাসন নিয়ে কোনো কার্যকর পরিবর্তন ছাড়াই। গত চার দশকের বেশি সময় থেকে বলা হচ্ছে অভিবাসন ব্যবস্থার সংস্কার করা হবে। প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন বছরের শুরুতে ক্ষমতা গ্রহণ করে বলেছেন, মানবিক অভিবাসন ব্যবস্থা গড়ে তোলা হবে। কিছুই হয়নি।

আমেরিকার ভেঙ্গে পড়া অভিবাসন ব্যবস্থা যে তিমিরে ছিল, সে তিমিরেই ঘুরপাক খাচ্ছে। সুন্দর ও স্বপ্নের জীবনের প্রত্যাশায় আমেরিকায় আসা লোকজনের স্বপ্নভঙ্গের পাল্লা ভারি হচ্ছে। রাজনীতির দড়ি টানাটানিতে আমেরিকায় অভিবাসী প্রত্যাশীদের হতাশার মধ্যেই শেষ হচ্ছে ২০২১ সাল। ২০১৬ সালের নির্বাচনের

এরপর পৃষ্ঠা ৩১ কলাম ৪

করোনায় বড়দিন ৩১ ডিসেম্বর নিউইয়র্কের টাইম স্কোয়ার লোকে লোকারণ্য হয়ে উঠবে। তবে ওমিক্রন সংক্রমণের কারণে বেশ কিছু নিষেধাজ্ঞা দেয়া হয়েছে এবারের অনুষ্ঠান ঘিরে। কিন্তু ২৫ ডিসেম্বর বিকেলে ক্রিসমাস দিনটিতে ভিড় ছিল টাইম স্কয়ারে। ছবিটি তুলেছেন প্রথম আলো উত্তর আমেরিকার আলোকচিত্রী সৈয়দ মাসুদুল কবির

২০২২ সালে নিউইয়র্কে স্বাগতম নতুন নগরপিতা

রহমান মাহবুব

এরিক অ্যাডামস

দিগন্তে নতুন বছরের হাতছানি। বিশ্বের কোলাহলতম মহানগরী নিউইয়র্কের নগরপিতা হিসেবে ১ জানুয়ারি থেকেই দায়িত্ব গ্রহণ করছেন এরিক অ্যাডামস। মধ্যরাতে টাইমস্কোয়ারে নিউইয়র্ক নগরের ১১০তম মেয়র হিসেবে তিনি শপথ গ্রহণ করবেন।

৩১ ডিসেম্বর নববর্ষের বল পড়া অনুষ্ঠানের পরই টাইম স্কয়ারে লাখো মানুষের সামনে বাইবেলে হাত রেখে শপথ গ্রহণ করবেন অ্যাডামস।

জনবৈচিত্র্যের জন্য বৈশিষ্ট্যময় নগরের দ্বিতীয় কৃষ্ণাঙ্গ মেয়র হিসেবে এরিক অ্যাডামস দায়িত্ব গ্রহণ করছেন

এরপর পৃষ্ঠা ৩১ কলাম ১

নিউইয়র্কে কোভিড-১৯ সংক্রমণ আশঙ্কাজনক

উত্তর আমেরিকা অফিস

নিউইয়র্কে শিশুদের মধ্যে কোভিড-১৯ সংক্রমণ বাড়ছে। বাড়ছে হাসপাতালে ভর্তির সংখ্যা। সব বয়সীদের মধ্যে সংক্রমণ বেড়ে যাওয়ায় পরিস্থিতি আরও নাজুক হয়ে উঠতে পারে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে। নিউইয়র্ক রাজ্যজুড়ে স্বাস্থ্য সতর্কতা বিরাজ করছে।

এ নিয়ে রাজ্য গভর্নর জরুরি অবস্থা জারি করেছেন। হাসপাতালগুলো

এরপর পৃষ্ঠা ৩১ কলাম ৪

ব্যবসায়িদের স্বার্থ নিয়ে গঠিত জেবিবিএ কথা রাখেনি

মনজুরুল হক

জ্যাকসন হাইটস বিজনেস এসোসিয়েশন (জেবিবিএ) ব্যবসায়িদের স্বার্থ সংরক্ষন করার প্রয়াসে গঠিত হলেও এ পর্যন্ত ব্যবসায়িদের তেমন কোন স্বার্থ রক্ষা করেনি। জেবিবিএর সদস্য হুমায়ন খান নামে এক ব্যবসায়ি নিহত হওয়ার পর তাঁর জন্য উত্তোলনকৃত অর্থও তার পরিবার পায়নি বলে সাধারণ সভায় অভিযোগ করেছেন জেবিবিএর সদস্য সোলায়মান আলি। তিনি ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেন ৬ বছর পরও উত্তোলনকৃত অর্থ ভুক্তভোগির পরিবার পায়নি। তাহলে কার স্বার্থে জেবিবিএ কাজ করছে? এমন প্রশ্ন রেখেছেন তিনি।

এরপর পৃষ্ঠা ৩১ কলাম ১

৩১টি আর্জেন্ট কেয়ার সাময়িক বন্ধ

এইচ বি রিতা

ওমিক্রন সংক্রমণের কারণে নিউইয়র্ক এবং নিউজার্সি রাজ্যে সিটিএমডি নামের প্রতিষ্ঠান তাদের বেশ কিছু স্থাপনা সাময়িকভাবে বন্ধ করে দিয়েছে। আর্জেন্ট কেয়ার নামের এসব স্বাস্থ্যসেবাকেন্দ্র হাসপাতালের বিকল্প হিসেবে লোকজন ব্যবহার করে আসছিল।

২৮ ডিসেম্বর মঙ্গলবার ১২টি আর্জেন্ট কেয়ার বন্ধ ঘোষণার মধ্য দিয়ে নিউইয়র্ক

এরপর পৃষ্ঠা ৩১ কলাম ৩

Queens Social Adult Day Care Center Inc

কুইন্স সোসাল এডাল্ট ডে-কেয়ার সেন্টার ইন্ক

কুইন্স সোসাল এডাল্ট ডে-কেয়ার সেন্টার ইন্ক একটি ডে-কেয়ার সার্ভিস সেন্টার। আমরা লিঙ্গ, জাতি অথবা ধর্ম বৈষম্যহীনভাবে সবধরণের গ্রাহক সেবা প্রদান করি। আমরা দুরারোগে অসুস্থ্য এবং প্রতিবন্ধী গ্রাহকদের, প্রবীণ ব্যক্তিদের নিরাপদ এবং উপযুক্ত ডে-কেয়ার সার্ভিস প্রদান করে থাকি। আমরা নিশ্চিত করি যেন গ্রহক মানসম্পন্ন সেবা আমাদের সেন্টার থেকে পেতে পারেন যাতে করে তাকে কোন নার্সিং হোমে যেতে না হয়। মেট্রোপলিটন এলাকায় আমাদের অভিজ্ঞ কর্মীরা সর্বাত্মক ডে-কেয়ার সেবা প্রদান করে থাকেন।

ব্যক্তিগত পরিচর্যা

আমাদের প্রাথমিক লক্ষ্য গ্রাহককে সাহায্য করা। আমরা গ্রাহকের ব্যক্তিগত চাহিদা সম্পর্কে পরিপূর্ণ পরিচর্যার পরিকল্পনা তৈরী করি। পরিচর্যা পরিকল্পনাসমূহ হচ্ছেঃ

- নাস্তা ও দুপুরের খাবার পরিবেশন (হালাল)
- ফিল্ডট্রিপস্ (পিকআপ এন্ড ড্রপস্)
- ডায়াবেটিক প্রতিরোধক কার্যক্রম
- নিম্নলিখিত সেবাসমূহে আবেদনে সহায়তা
  (মেডিকেইড, মেডিকেয়ার, ফুড স্ট্যাম্প, এসএসআই, উইক, অক্ষমতা আয়, চাইল্ড সাপোর্ট, নগদ সহায়তা, ভাড়া, এইচইএপি)
- চুলকাটা ও প্রসাধনী সহায়তা
- ওজু ও নামাজের ব্যবস্থা
- টেলিভিশন, ইন্টারনেট ও কম্পিউটার
- ইংরেজী ও কম্পিউটার ক্লাস
- সংগীত চর্চ্চা ও শোনার ব্যবস্থা

শিক্ষা কার্যক্রম

- কম্পিউটার ও প্রযুক্তি দক্ষতা প্রশিক্ষণ
- গ্রন্থাগার

শারিরীক স্বাস্থ্য কার্যক্রম

- ইয়োগা, তাইচি, ব্যয়াম ও জিমের ব্যবস্থা
- ফিজিক্যাল থেরাপী

মানসিক স্বাস্থ্য পরামর্শ

- রিলাক্সেশন স্কিল ট্রেনিং
- পরামর্শ এবং সহায়তা গ্রুপ
- মানসিক স্ট্রেস ম্যানেজমেন্ট

বিনোদনমূলক কার্যক্রম

- পিকনিক
- যাদুঘর ভ্রমণ
- সমদ্র সৈকতে পার্টি
- নৌ-ভ্রমণ ও মৎস শিকার

আধ্যাত্মিক কার্যক্রম

- শান্ত সময়
- ধ্যান

অবসর কার্যক্রম

- কেরাম বোর্ড
- লুডু
- দাবা
- ধাঁধা
- অধ্যায়ন

We speak Spanish, Urdu, Hindi & Arabic

আমরা ৭ দিনই খোলা
সকাল ৯টা থেকে রাত ৯টা

For details information please contact

ENGINEER MAHFUZUL HAQUE

MS in Telecom (Pace University, NY), US Coast Guard Licensed Captain

148-41 Hillside Ave, Jamaica, NY 11435

718-647-4444, 646-591-6782 | info@qsadcc.com | www.qsadcc.com

জ্যামাইকার সাটফিন বুলেভার্ডে এই প্রথম বাংলাদেশি ডাক্তার

আমরা ইমিগ্রেশনের জন্য মেডিকেল করি

মোহাম্মদ এ. ওয়াহিদ, এমডি
বোর্ড সার্টিফাইড মেডিসিন বিশেষজ্ঞ

আমাদের সেবাসমূহ

- যত্নসহকারে পূর্ণাঙ্গ স্বাস্থ্যসেবা দেওয়া হয়
- প্রাইমারি কেয়ার/ইন্টারনাল মেডিসিন
- রক্ত, প্রস্রাব, ইকেজি, সনোগ্রাম, এলার্জি পরীক্ষার ব্যবস্থা আছে
- হজ ও ওমরাহ যাত্রীদের জন্য ফ্লু/ভ্যাকসিন
- জব, স্কুল, টিএলসি সম্পর্কিত শারীরিক পরীক্ষা (ফিজিক্যাল এক্সাম)
- হেলথ ইনসুয়রেন্স ছাড়া রোগীদের বিশেষভাবে চিকিৎসার ব্যবস্থা আছে
- ফ্রি ব্লাড প্রেসার ও ডায়াবেটিস পরীক্ষার ব্যবস্থা আছে
- স্কুল ফর্ম পূরণ, WIC ফর্ম, PAP Smear পরীক্ষা, ড্রাগ টেস্ট করা হয়
- স্কুল–কলেজের জন্য প্রয়োজনীয় টিকা দেওয়া হয়।
- প্রেগন্যান্সি টেস্ট করা হয়।
- অন্য সব ধরনের চিকিৎসা অত্যন্ত যত্নসহকারে করা হয় এবং পরামর্শ দেওয়া হয়।
- আমরা প্রায় সব ধরনের ইনসুরেন্স গ্রহণ করে থাকি।
  আমাদের অফিস প্রায় ৭ দিনই খোলা।

আপনি জানেন কি?

- **বাংলাদেশি ও ভারতীয় অভিবাসীদের হৃদরোগের আশঙ্কা অন্যান্য আমেরিকানদের চেয়ে বেশি।**
- আপনার কোলেস্টেরল, ব্লাড প্রেসার, ডায়াবেটিস, হার্টের অসুখ, থাইরয়েড, এ্যাজমা (হাঁপানি), বাতের ব্যথা, চর্মরোগ, এলার্জি, যৌন রোগসহ যাবতীয় মেডিকেল সমস্যার জন্য পরীক্ষা এবং চিকিৎসা করিয়ে নিন।
- নিয়মিত শারীরিক পরীক্ষা ও বয়স অনুযায়ী নির্ধারিত SCREEN করিয়ে ভবিষ্যৎ রোগের আশঙ্কা সম্পর্কে জেনে নিন।

রুবিনা আক্তার, এমডি
বোর্ড সার্টিফাইড মেডিসিন বিশেষজ্ঞ

WAHID MEDICAL PLLC
147-28, Hillside Avenue, Jamaica, NY-11435
Tel: 718-487-3671, Fax: 718-487-3715

Gehi & Associates
ATTORNEYS AT LAW
www.gehilaw.com

Grand Opening
আমরা এখন Jackson Height
ফ্রি কনসালটেশন

74-09 37th Ave, Suite 205, Jackson Heights, NY 11372 — TEL: 718-263-5999
104-05 Liberty Ave, Ozone Park, NY-11417 — TEL: 718-577-0711
173-29, Jamaica Ave, Jamaica, NY-11432 — TEL 718-764-6911

*ইমিগ্রেশন *ব্যাংক্র্যাপসি *ক্রেডিট কার্ড মেটার *ডিভোর্স *সিটিজেনশিপ *চাইল্ড কাসটডি
*চাইল্ড সাপোর্ট অর্ডার অব প্রোটেকশন *সব ধরনের ভিসা ও ফিয়ানসি ভিসা প্রসেসিং

- Do you want apply for a green card?
- Are you being deported?
- Are you having credit card problems?
- Are you unable to pay your debts?
- Has your bank account been sealed?
- Are you getting harrassed by creditors?

WE ARE OPEN 7 DAYS a week

আমরা বাংলায় কথা বলি

IF YOU ANSWERED YES, WE CAN HELP YOU TO RESOLVE YOUR DEBT, IMMIGRATION, BANKRUPTCY AND CREDIT CARD MATTERS.

ON MANY OCCASIONS, OUR CLIENTS DEBTS WERE CLEARED WITHOUT PAYING ANYTING TO THEIR CREDITORS, PRIOR RESULTS DO NOT GUARANRTEE FUTURE OUTVCOME

Raja Kumar

CALL: 718-263-5999

*তুলনামূলকভাবে কম ফি *সন্ধ্যা এবং সাপ্তাহান্তে এপয়েন্টমেন্টের সুযোগ

ACE INSTITUTE OF TECHNOLOGY
এইস্ ইন্‌স্টিটিউট অফ টেকনোলজি

২০১৯ সাল বাঙালীদের জন্য দারুন সুখবর!

Where it's all about excellence in education
নিউইয়র্ক ষ্টেট শিক্ষা অধিদপ্তর কর্তৃক লাইসেন্সপ্রাপ্ত
Licensed by New York State Department of Education.
কাউন্সিল অব অকুপেশনাল এডুকেশন (সিওই) কর্তৃক এক্রেডিয়েশনপ্রাপ্ত

BECOME A
MEDICAL ASSISTANT
- EKG Technician & Phlebotomy Technician
- Medical Insurance, Billing & Records

Diagnostic Medical Sonographer

BECOME A
COMPUTER NETWORK ADMINISTRATOR
- PC Technician (A+ Cert.)
- Networking Concepts (N+ Cert.)
- Network Security (Security+ Cert.)
- Computer Networking (MCITP/MCTS)

Web & Graphic Design

সুবিধাজনক ক্লাশসূচি
প্রভাতী ক্লাশ
সকাল ৯টা থেকে দুপুর ২টা
সন্ধ্যাকালীন ক্লাশ
বিকাল ৬টা থেকে রাত ৯টা

সাপ্তাহিক ছুটির দিনেও ক্লাশের সুযোগ রয়েছে।
আনুষাঙ্গিক সুবিধা সমূহ
Financial Aid available for select program to those who qualify.

বিস্তারিত জানতে ভিজিট করুন:
www.acecareer.edu | info@acecareer.edu

যোগাযোগ: MANHATTAN 212-695-9700, QUEENS 718-575-3223

40-38. 75th Street, Elmhurst, NY 11373

HAPPY NEW YEAR

2022

সবাইকে ইংরেজি নববর্ষের শুভেচ্ছা

পুরাতন বছরের দুঃখ-গ্লানি মুছে নতুন বছর
বয়ে আনুক সবার জীবনে অনাবিল
সুখ, শান্তি ও সমৃদ্ধি

Mohammed A Azad
CEO, Liberty Renovation

সিলেট রেজিস্টারি মাঠে আয়োজিত নাগরিক সংবর্ধনায় উপস্থিত লোকজনের একাংশ। বুধবার বেলা তিনটায়। ছবি: সংগৃহীত

প্রধানমন্ত্রী সিলেটের উন্নয়নের ব্যাপারে খুব সদয়

ঢাকা ডেস্ক

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সিলেটের প্রতি খুব সদয়। তাই সিলেটের উন্নয়নে বরাদ্দ দিতে তিনি দ্বিধা করেন না। না চাইতেও প্রধানমন্ত্রীর কাছ থেকে সিলেট অনেক কিছু পাচ্ছে বলে মন্তব্য করেছেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. এ কে আব্দুল মোমেন। গত বুধবার বিকেলে সিলেট সিটি করপোরেশনের (সিসিক) উদ্যোগের তাঁকে দেওয়া নাগরিক সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে তিনি এ কথা বলেন।

সফল পররাষ্ট্রমন্ত্রী হিসেবে বিদেশের বুকে বাংলাদেশের গৌরব সমুন্নত রাখা, সিলেট-ঢাকা মহাসড়ক ৬ লেনে উন্নীতকরণ প্রকল্প অনুমোদন ও সিলেটের উন্নয়নের বিশেষ অবদান রাখায় পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. এ কে আব্দুল মোমেনকে নাগরিক সংবর্ধনা দেয় সিসিক। সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন সিসিক মেয়র আরিফুল হক চৌধুরী।

অনুষ্ঠানে পররাষ্ট্রমন্ত্রী মোমেন বলেন, সিলেট নগরীর উন্নয়নে ১ হাজার ২২৮ কোটি টাকা দিয়েছে সরকার। সিলেটের যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নত হচ্ছে। এয়ারপোর্ট অত্যাধুনিক হচ্ছে। স্বাস্থ্য খাতে ব্যাপক উন্নয়ন হচ্ছে। শিক্ষা খাতে উন্নয়নের ক্ষেত্রে বৃহত্তর সিলেটের প্রত্যেকটি কলেজে বিশেষ অনুদান দেওয়া হয়েছে। সব মিলিয়ে মডেল সিলেট গড়ে তোলা হচ্ছে।

পররাষ্ট্রমন্ত্রী আরও বলেন, টাকা শুধু পেলেই হয় না, টাকা কাজে লাগাতে হয়। টাকা আগেও দিয়েছিলেন আমাদের অর্থমন্ত্রী। কিন্তু ফেরত গেছে। বর্তমান সিলেট সিটি করপোরেশনের মেয়র ও কাউন্সিলররা টাকা কাজে লাগাচ্ছেন। যার ফলে সিলেটের উন্নয়ন হচ্ছে। এই নগরী আপনার-আমার সবার। কে কোন মতের বা দলের সেটা দেখার বিষয় নয়। আমরা সবাই সিলেটের এটাই মূল বিষয়।

ড. এ কে আব্দুল মোমেন আরও বলেন, আমার কাছে কেউ কেউ বলেন যে, মেয়র অন্য দলের। সুতরাং আপনি ওনার সব প্রস্তাব নেবেন না। আমি বলি—সিলেট তো আমারও, মেয়র সাহেবেরও। সুতরাং বৃহত্তর সিলেটের মঙ্গলের জন্য সব করতে হবে। আমাকে কেউ কেউ বলেছেন-আজকের আয়োজন আরিফ করেছেন। আমি বলেছি-করেছে সিসিক।

যারা পররাষ্ট্রমন্ত্রীকে এসব কথা বলেছেন তিনি তাঁদের উদ্দেশ্য করে বলেন, বরং আপনাদের লজ্জা লাগা উচিত এই কারণে যে, প্রধানমন্ত্রী যে এত ভালো কাজ করছেন তা একজন অন্য দলের লোক স্বীকার করছেন। সেটাকে গ্রহণ করছে।

এদিকে সিসিক মেয়র ও বিএনপি নেতা আরিফুল হক চৌধুরীর বিভিন্ন সময় আওয়ামী বিরোধী বক্তব্য দেওয়ার অজুহাতে সংবর্ধনা অনুষ্ঠান 'বয়কট' করেছেন সিলেট জেলা ও মহানগর আওয়ামী লীগের নেতারা। দুপুর থেকে সিলেট রেজিস্টারি মাঠের সংবর্ধনা অনুষ্ঠানস্থলে দল-মত নির্বিশেষে লোকজন আসতে থাকেন।

তবে পররাষ্ট্রমন্ত্রীর সঙ্গে সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে আসেন বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক শফিউল আলম চৌধুরী নাদেল।

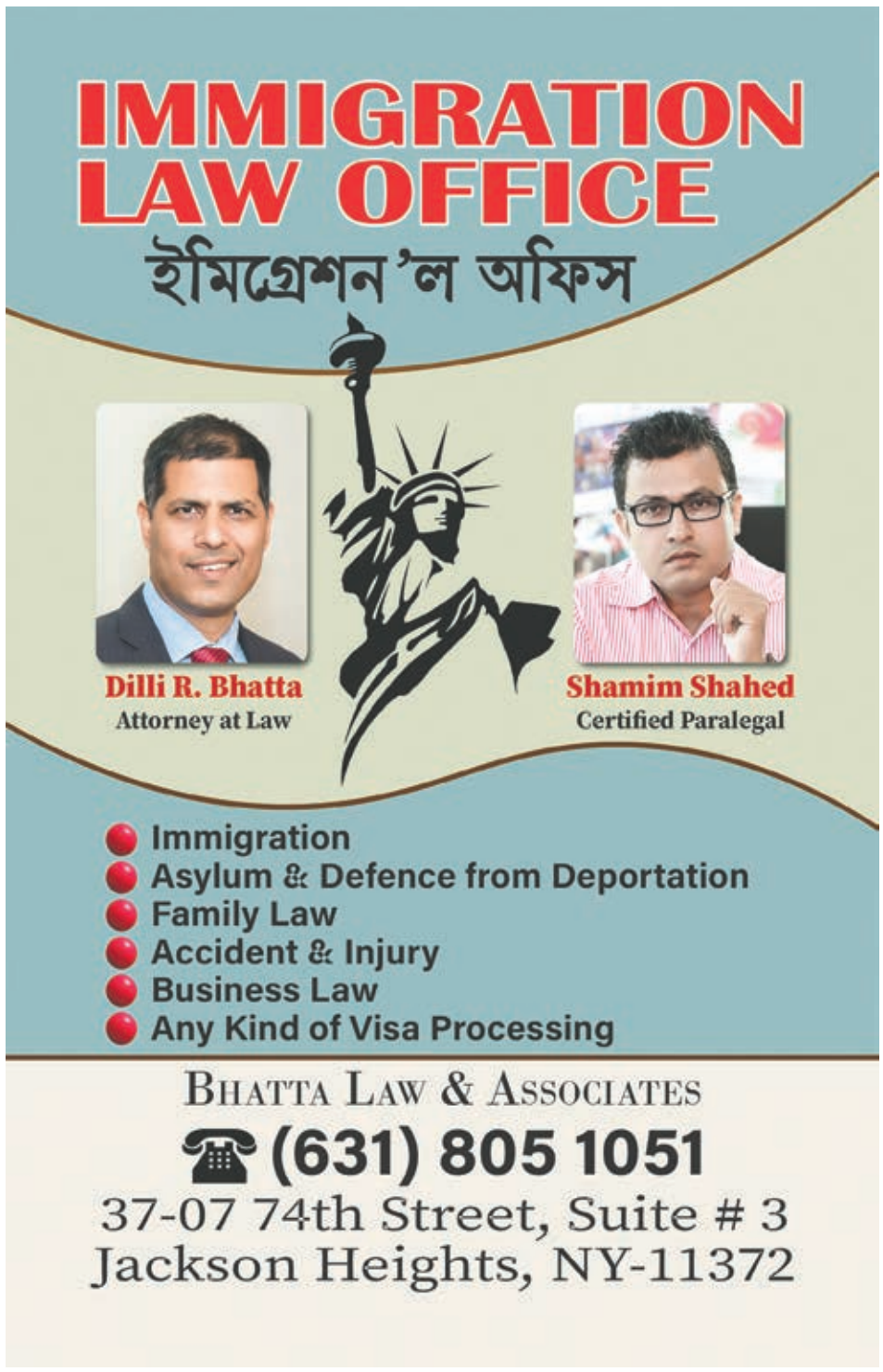

প্রথম আলো
Prothom Alo North America

হাল ছেড়ে দিয়েছে ডেমোক্র্যাট দল?

প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনের ক্ষমতা গ্রহণের এক বছরের হিসেব কষে অনেকেই মনে করেন, ২০২২ সালের মধ্যবর্তী নির্বাচন ডেমোক্র্যাট দলের জন্য বিপর্যয় অপেক্ষা করছে। কেউ কেউ এখনই ভাবতে এবং বলতে শুরু করেছেন, প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন ২০২৪ সালের নির্বাচনে দাঁড়াবেন না। জনমত জরিপ নিম্নগামী থাকলে এবং নিজের শারীরিক অবস্থার কারণে জো বাইডেনও আমেরিকার ইতিহাসে এক মেয়াদের ডেমোক্র্যাট প্রেসিডেন্টের তালিকায় নিজের নাম লেখাবেন বলে আলোচনা শুরু হয়ে গেছে। যদিও প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন বলছেন, তিনি নির্বাচনে দাঁড়াবেন। নিয়তি ঠিক থাকলে, ২০২৪ সালের নির্বাচনে দাঁড়ানোর কথাই বলেছেন তিনি। আমেরিকার ইতিহাসে সবচেয়ে ব্যয়বহুল আইন প্রস্তাব 'বিল্ড ব্যাক বেটার আমেরিকা' নিয়ে প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন ঘুরে দাঁড়ানো হয়ে ওঠেনি। সিনেটে সাধারণ সংখ্যাগরিষ্ঠতার মাধ্যমে বাজেট রিকন্সিলিয়েশন পদ্ধতিতে বিলটি পাস করাতেও পারছেন না বাইডেন। মার্কিন প্রেসিডেন্ট হিসেবে ক্ষমতা গ্রহণের এক বছর পূর্তির আগেই হতাশ তাঁর দলীয় লোকজন। ডেমোক্র্যাট দলের উদারনৈতিক পক্ষ বেশ কয়েকমাস ছাড় দেয়ার পর তাদের যেন অপেক্ষার অবসান ঘটেছে। ডেমোক্র্যাট দলের পক্ষ থেকে জাতীয় রাজনীতিতে যে পরিবর্তনের প্রত্যাশা করা হয়েছিল, তা এখন অনেকটাই উবে গেছে।

ট্রাম্পের সময় থেকে বেরিয়ে আসার জন্য যেসব কর্মসূচির দ্রুত বাস্তবায়ন দেখার প্রত্যাশা ছিল, তার কোনো কিছুই অর্জন না হওয়ায় সর্বত্র ক্ষোভ-হতাশা বিরাজ করছে। এমনকি জো বাইডেনের সর্বশেষ 'বিল্ড ব্যাক বেটার আমেরিকা' প্রস্তাবের বিরোধিতায় দাঁড়িয়ে পড়েছেন খোদ দলেরই সিনেটর মানচিন।

গত বছরের জানুয়ারি মাসে প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন ক্ষমতা গ্রহণ করেছেন উত্তেজনাকর নাটকীয়তার মধ্য দিয়ে। এর আগের চার বছরে ডোনাল্ড ট্রাম্পের শাসনামলে আমেরিকার সমাজজীবনে অস্থিরতা ছিল। ট্রাম্প মার্কিন রাজনীতিতে রক্ষণশীল ধারণাগুলোকে উস্কে দিয়ে দেশ শাসন করেছেন। তাঁর ক্ষমতা থেকে প্রস্থানের মধ্য দিয়ে উদারনৈতিক আমেরিকানদের মধ্যে প্রত্যাশাও উস্কে উঠেছিল। যদিও প্রতিনিধি পরিষদে সামান্য ব্যবধানে ডেমোক্র্যাটদের সংখ্যাগরিষ্ঠতা এবং সিনেটে সমান সমান অবস্থান নিয়ে প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনের এগিয়ে যাওয়া নিয়ে রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের সংশয় ছিল শুরু থেকেই। উদারনৈতিক ডেমোক্র্যাটদের এরমধ্যেই মোহভঙ্গ ঘটেছে বলে মনে করা হচ্ছে। ২০২২ সালের মধ্যবর্তী নির্বাচনে প্রতিনিধি পরিষদ ও সিনেটে ডেমোক্র্যাট দলের ভরাডুবি এখন মার্কিন রাজনীতিতে প্রধান আলোচনার বিষয়। উদারনৈতিক পক্ষ মনে করছে, এরমধ্যেই যদি তাদের কর্মসূচিগুলো বাস্তবায়ন করা না যায় তাহলে প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনের অবশিষ্ট সময়ে তা আর হয়ে ওঠার নয়। যাঁরা লড়াই করে, ভোট দিয়ে ডেমোক্র্যাট দলকে ক্ষমতায় পাঠিয়েছেন,তাঁরা তো তাকিয়ে আছেন নিজেদের সুরক্ষা পাওয়ার জন্য।

'বিল্ড ব্যাক বেটার আমেরিকা' আইন প্রস্তাবের বিপক্ষে সিনেটর মানচিনের অবস্থান নেয়ার পর খোদ হোয়াইট হাউস থেকে বিবৃতি দেয়া হয়েছে। সিনেটর বার্নি সেন্ডার্সসহ উদারনৈতিক ডেমোক্র্যাটরা ক্ষুব্ধ প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছেন সিনেটর মানচিনের সিদ্ধান্ত ঘোষণার পর। আমেরিকার কঠিন এক সময়ের প্রেসিডেন্ট হিসেবে অনেক ভালো কাজের উদ্যোগ গ্রহণ করলেও একজন সফল প্রেসিডেন্ট হিসেবে ইতিহাসে জো বাইডেনকে কতটা চিহ্নিত করা হবে, তা নিয়ে এখনই উৎকণ্ঠা দেখা দিয়েছে।

সাধারণ মানুষের অসাধারণ কাজ

মুক্তিযোদ্ধাদের প্রতি অকৃত্রিম শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা প্রকাশের খবর। মুক্তিযোদ্ধাদের নিয়ে যখন অনেকের মনেই আর আলাদা কোনো আবেগ কাজ করে না, তখন গোপাল চন্দ্র শীল নামের একজন মানুষ কীভাবে মুক্তিযোদ্ধাদের প্রতি সম্মান জানান, সে খবরই ছাপা হয়েছে ঢাকার একটি পত্রিকায়। পত্রিকাটির খবরে বলা হয়েছে, রাজধানীর আগারগাঁওয়ে গোপাল চন্দ্র শীলের সেলুনের সাইনবোর্ডেই বড় বড় অক্ষরে লেখা আছে : এখানে মুক্তিযোদ্ধাদের ফ্রি চুল কাটা হয়। এটা সবারই নজর কাড়ার জন্য যথেষ্ট। সেলুনের ভেতরে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান থেকে শুরু করে জাতীয় চার নেতাসহ বেশ কয়েকজন বীর মুক্তিযোদ্ধার ছবি টাঙানো আছে। গোপালের এই সেলুনে চুল কাটাতে বীর মুক্তিযোদ্ধাদের কোনো সিরিয়াল লাগে না। অসুস্থ কিংবা বয়সের ভারে ন্যুব্জ যেসব বীর মুক্তিযোদ্ধা, প্রয়োজনে তাঁদের বাড়িতে গিয়েও চুল-দাড়ি কেটে দেয়া হয়। তবে সব বীর মুক্তিযোদ্ধা যে বিনামূল্যে চুল কাটাতে আসেন, তা নয়, খুশি হয়ে গোপালকে আশীর্বাদ জানাতেও আসেন অনেকে। গত ২০ বছরে গোপাল এক হাজার মুক্তিযোদ্ধার চুল-দাড়ি বিনা পয়সায় কেটেছেন। তাঁদের নাম, ঠিকানা, স্বাক্ষর ও মুক্তিযুদ্ধকালীন অভিজ্ঞতার কথাও টুকে রেখেছেন একটি স্মারক বইয়ে। রণাঙ্গনের বীর যোদ্ধাদের খণ্ড খণ্ড অভিজ্ঞতার এক অসামান্য দলিল হয়ে উঠেছে স্মারক বইটি। এখন তিনি মুক্তিযোদ্ধাদের ছবিও সংগ্রহ করছেন। অনেক বীর মুক্তিযোদ্ধাই গোপালের প্রশংসা করে বইটিতে নানা কিছু লিখেছেন।

গোপাল কীভাবে এ কাজটি করার প্রেরণা বোধ করেছেন? বছর বিশেক আগে একজন বয়স্ক মানুষ গোপালের সেলুনে এসে জানতে চেয়েছিলেন, চুল-দাড়ি কাটাতে কত লাগবে? ১৫ টাকা লাগবে শুনেই মানুষটি আক্ষেপ করে বলেছিলেন, কেন যে দেশটা স্বাধীন করলাম! লোকটির মুক্তিযোদ্ধা পরিচয় জেনে গোপালের মনে বিষয়টি গভীর দাগ কাটে। তিনি তখনই আজীবন বিনে পয়সায় মুক্তিযোদ্ধাদের চুল-দাড়ি কাটার সিদ্ধান্ত নেন।

মুক্তিযোদ্ধাদের দুঃখ-দুর্দশার খবর এখনও সংবাদপত্রে বের হয়। সবার সব কষ্ট মোচনের দায়িত্ব সরকারের ওপর দিয়ে আমরা সবাই নির্ভার থাকতে চাই। অথচ দেশ স্বাধীন না হলে আজ যাঁরা বিশাল বিত্তবৈভবের মালিক হয়েছেন, তাঁদের অনেকেই হয়ত নিঃস্বই থাকতেন। গোপাল যেমন তাঁর অবস্থান থেকে একটি ভালো সিদ্ধান্ত নিয়েছেন, অন্যরাও যদি নিজ নিজ অবস্থা ও অবস্থান থেকে মুক্তিযুদ্ধের সেনানীদের প্রতি ভালোবাসা দেখাতেন তাহলে কতই না ভালো হতো।

বিজয়ের সুবর্ণজয়ন্তী উদযাপনকালে আমরা পাওয়া না-পাওয়ার হিসাবের খাতা খুলে বসেছি। একাত্তরে সাতপাঁচ না ভেবেই বীর যোদ্ধারা যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন বলেই তো আজ এই বিজয়। এভাবেই সাধারণ মানুষ অসাধারণ কাজ করে আমাদের কাছে উদাহরণ হয়ে থাকেন।

কোথায় ১ লাখ আর কোথায় ১ হাজার ভোট!

সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী

বাংলাদেশের গত পঞ্চাশ বছরে উন্নতি যে হয়েছে, তা ঠিক। শত বিপদের মধ্যেও ওই উন্নয়ন থেমে নেই, নির্ভয়ে এগিয়ে যাচ্ছে। তবে সে উন্নতি যে এক বিশেষ প্রকারের, এ-সম্পর্কে পরিকল্পনামন্ত্রী একটা সুস্পষ্ট ধারণা আমাদের দিয়েছেন। মন্ত্রীদের বক্তব্য আমাদের শুনতে হয়। না শুনে উপায় থাকে না। চোখ-কান খোলা রাখার দরকার পড়ে না। বক্তব্যগুলো চতুর্দিকে ঘুরতে থাকে। সেসব বক্তব্য সাধারণত আলো দেয় না, অনেক ক্ষেত্রে অন্ধকারই বরং বৃদ্ধি করে। এরই মধ্যে হঠাৎ আলোর ঝলকানির মতো এসেছে পরিকল্পনামন্ত্রীর বক্তব্যটি। গত ১৯ আগস্টের কাগজে পড়েছি সেটা। তিনি বলেছেন, 'বাংলাদেশের উন্নয়নের মডেল বৈষম্য বাড়াচ্ছে'এবং 'খুব সহসা যে তা কমবে এমন সম্ভাবনা নেই।'এ ধরনের সত্য কথা গুরুত্বপূর্ণ লোকদের কাছ থেকে পাওয়াটা প্রায় অসম্ভব। বাংলাদেশের উন্নয়নের মডেল সারা বিশ্বে অত্যন্ত প্রশংসিত, অন্যরা অনুকরণে ভীষণ আগ্রহী—এসব কথাই শুনে আসছি। ওই উন্নয়ন যে বৈষম্য বৃদ্ধি করে অধিকাংশ মানুষের দুঃখ বৃদ্ধির কারণ হচ্ছে, এ কথাটা তো এমনকি জ্ঞানী ব্যক্তিদের কাছ থেকেও সচরাচর শুনতে পাই না। পরিকল্পনামন্ত্রীকে ধন্যবাদ এবং এটা আমাদের মনে পড়ে যে উন্নয়ন পাকিস্তান আমলেও বিস্তর হয়েছে। কিন্তু ওই উন্নতি বৈষম্যমূলক ছিল বলেই তার বিরুদ্ধে আমাদের যুদ্ধে যেতে হয়েছে। বাধ্য হয়ে। ভয়ংকর রকমের বিপদ মাথায় নিয়ে। তবে পরিকল্পনামন্ত্রীর এই বক্তব্য যে তাঁর সঙ্গের লোকদের কানে পৌঁছাবে এবং উন্নয়ন নিয়ে চিন্তিত হবে, এমন ভরসা একেবারেই নেই। তাঁর সঙ্গের লোকেরা উন্নয়নের বাজনা বাজাচ্ছেন এবং সেই নিনাদে তাঁদের কর্ণে বিপরীত শব্দের প্রবেশ দুঃসাধ্য হওয়ারই কথা।

বাংলাদেশের উন্নয়ন দেশবাসীর জন্য সুখ যে বয়ে আনেনি, সেটা প্রমাণের অপেক্ষা রাখে না। উন্নয়ন বেড়েছে কিন্তু কর্মসংস্থান তার সঙ্গে যে পাল্লা দিয়ে বাড়বে, তেমনটি ঘটেনি। অথচ মেহনতি মানুষের শ্রমের ওপর ভর করেই সৌধটি দাঁড়িয়েছে। করোনাকালে মানুষ শহর ছেড়ে গ্রামে গেছে। কিন্তু গ্রামে গিয়ে খাবে কী? আয়-উপার্জনের কী বন্দোবস্ত? একটি দৃষ্টান্ত দেওয়া যাক। পাবনা অঞ্চলের এক দম্পতি ঢাকা শহরে কাজ করতেন পোশাক কারখানায়। কাজ হারিয়ে গ্রামে ফেরত গেছেন। গ্রামে গিয়ে কাজ না পেয়ে গলায় ফাঁস দিয়ে মরেছেন। দুজন। একসঙ্গে। (কালের কণ্ঠ, ১২-০৭-২১)

ওদিকে আমাদের জন্য মহা সমস্যাগুলোর একটি হচ্ছে বন্যা। উন্নতি বন্যার অভিশাপ নিরসনের ব্যাপারে বিন্দুমাত্র কার্যকর হয়নি। বন্যা ফি বছর হয়, সমাধানের দাবি ওঠে, কিন্তু তারপর যে সেই। চাপা পড়ে যায়। এটাই বাস্তবতা। বন্যার কথা খুব করে বলতেন মওলানা ভাসানী। তিনি কৃষকদের দুর্দশা জানতেন। ১৯৫৪ সালে যুক্তফ্রন্টের ২১ দফা প্রতিশ্রুতির মধ্যে ৭ নম্বরটি ছিল, 'খাল খনন ও সেচের ব্যবস্থা করিয়া দেশকে বন্যা এবং দুর্ভিক্ষের কবল হইতে রক্ষা করিবার ব্যবস্থা করা হইবে।' ১৯৬৫ সালে ঘোষিত ন্যাপের ১৪ দফা ছিল গোটা পাকিস্তানের কর্মসূচি, সেখানেও ১৩ নম্বর দফায় বলা হয়েছে, 'পূর্ব পাকিস্তানের বন্যা প্রতিরোধ করিবার জন্য কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে হইবে।' বহু কষ্টে পাকিস্তানকে শেষ পর্যন্ত বাংলাদেশ থেকে বিদায় করা গেছে, কিন্তু গত পঞ্চাশ বছরেও বন্যার অভিশাপ আমাদের কাঁধ থেকে নামেনি। প্রধান কারণ সমস্যাটা বিত্তবানদের স্পর্শ করে না। পাকিস্তান আমলেই এটা পরিষ্কার হয়ে যাওয়া উচিত ছিল এবং গিয়েছিলও যে বন্যা সমস্যার সমাধান মূলত নদীর সমস্যা। যে জন্য ফারাক্কা বাঁধ নির্মাণের সময় পাকিস্তানের পক্ষ থেকে আপত্তি তোলা হয়েছিল। বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার পর সেই ফারাক্কা কার্যকর করা হয়েছে এবং বাংলাদেশের জন্য শুষ্ক মৌসুমে কম পানি ও বর্ষায় প্লাবনের দুর্ভোগ সহ্য করতে হচ্ছে। মওলানা ভাসানী সমস্যাটির গুরুত্ব কখনো ভোলেননি। তাই জীবনের শেষ প্রান্তে এসে এবং অসুস্থ অবস্থায়ও ফারাক্কা লংমার্চের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। ইতিমধ্যে তিস্তাসহ অন্যান্য নদী নিয়েও মস্ত মস্ত সমস্যা দেখা দিয়েছে। আমরা ভুক্তভোগী হচ্ছি। কিন্তু এ নিয়ে রাষ্ট্র-কর্তাদের তেমন দুশ্চিন্তা দেখা যায় না। ওদিকে বর্ষা এলেই নদীর ভাঙনকাজ শুরু হয়ে যায়। শত শত মানুষ গৃহহীন হয়। জমি কমে আসে। আবার গ্রীষ্মের সময় অনেক এলাকায় দেখা দেয় নিদারুণ খরা। খাওয়ার পানির আকাল পড়ে। উন্নতির উৎসবের নিচে হারিয়ে যায় বিপন্ন মানুষের উদ্বেগ ও আর্তনাদ।

তবে উন্নতির যথেচ্ছাচারের সংবাদ ও প্রমাণ দেখা যাচ্ছে যত্রতত্রই। যেমন সংসদীয় নির্বাচনে। অভিনবত্বের দিক থেকে আমাদের গত দুটি নির্বাচনই অসামান্য; তবে দ্বিতীয়টি প্রথমটিকে ছাড়িয়ে গেছে। প্রথমটিতে বিরোধী দল অংশ নেয়নি; ফলে সরকারি দল ভোটারবিহীন নির্বাচনে বিজয়ী হতে পেরেছে। দ্বিতীয়টিতে বিরোধী দল কোনো মতে হাজির হয়েছিল; তবে এবার ভোটারদের পক্ষে ভোটকেন্দ্রে উপস্থিত হওয়ার প্রয়োজন পড়েনি, সরকারি স্বেচ্ছাসেবকেরা ভোটারদের হয়ে মধ্যরাতেই ভোটদানের কষ্টকর কাজটি সম্পন্ন করে দিয়েছে। কিন্তু সাম্প্রতিক তিনটি উপনির্বাচনে দেখা গেল আরেক ধাপ উন্নতি। প্রার্থী কেনাবেচা। ভোট কারচুপি, ভোট কেনাবেচা—এসব আগে শুনেছি, উন্নত পরিস্থিতিতে এবার খবর পাওয়া গেল প্রার্থী কেনাবেচার। বিএনপি শিগগিরই আর ভোটে দাঁড়াচ্ছে না; সেই ফাঁকে জাতীয় পার্টি প্রার্থী হাজির করেছিল তিনটি আসনেই। মনেপ্রাণে সরকার-সমর্থক হলেও তারাই তো এখন বিরোধী দল। ঢাকা ও কুমিল্লা আসনে প্রার্থীরা বিক্রি হয়ে গেছেন। দাম পেয়েছেন খুব ভালো। লক্ষ্মীপুরের প্রার্থীও বিক্রি হওয়ার আশায় ছিলেন; কিন্তু মতিগতি টের পেয়ে কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব প্রার্থীকে বসে পড়তে দেননি, দাঁড় করিয়েই রেখেছেন। ফলে প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক নির্বাচন হয়েছে। সরকারি দলের প্রার্থী পেয়েছেন ১ লাখ ২২ হাজার ভোট; নিকটতম প্রার্থী জাতীয় পার্টির প্রাপ্তি ১ হাজার ৫৬৮ ভোট। লক্ষ্মীপুরের ওই নির্বাচনী আসনটির অবশ্য একটি পূর্ব ইতিহাস আছে। আগের নির্বাচনে আসন ভাগাভাগিতে ওই আসনটি পড়েছিল জাপার ভাগে। জাপার সেই প্রার্থী বসে যান, স্বতন্ত্র প্রার্থীকে আসনটি ছেড়ে দিয়ে। ফলে স্বতন্ত্র প্রার্থী নির্বাচিত হন; পরে তাঁর স্ত্রীও সংসদের সদস্য হন নারীদের সুরক্ষিত আসন থেকে। এরপর তাঁরা সরকারি দলে যোগ দেন এবং এমপি সাহেব মানব পাচারসহ নানাবিধ দুর্নীতির মাধ্যমে বহু কোটি টাকার মালিক হয়ে যান। তবে ধরা পড়েন, শাস্তি হয়; আসন হারান। ক্রয়-বিক্রয়ের ওই শূন্য আসনেই উপনির্বাচন। সেবার জাপার যে প্রার্থী বসে পড়েছিলেন, তিনি তাঁর ওই কাজের বিনিময়ে কয়েক কোটি পেয়েছিলেন বলে শোনা গেছে। জাপার এবারকার প্রার্থীর ক্ষোভ, বসে পড়ার সুযোগ থেকে তাঁকে কেন বঞ্চিত করা হলো? এক যাত্রায় ফল কেন পৃথক হবে?

প্রার্থী বেচাকেনার খবরটা পত্রিকায় যেভাবে এসেছে তাতে কৌতুকের আভাস রয়েছে। ইত্তেফাক লিখেছে, 'বিনা ভোটে এমপি হওয়ার নতুন খেলা। বিক্রি হয়ে যাচ্ছে জাপার প্রার্থী'। সমকালের হেডিং একটু ভিন্ন ধরনের, 'আর্থিক সুবিধা নিয়ে সরে দাঁড়াচ্ছেন প্রার্থীরা'। প্রথম আলো : 'জাতীয় পার্টির প্রার্থীরা "বিক্রি" হচ্ছেন'। কালের কণ্ঠ লিখেছে, 'জাপার প্রার্থী সরে দাঁড়াচ্ছেন, ক্ষুব্ধ নেতৃত্ব'। পত্রিকাটির খবরে আরও জানা যাচ্ছে, 'ভোটে যাওয়ার যৌক্তিকতা নিয়ে প্রশ্ন প্রার্থীর'। প্রশ্নটা করেছেন লক্ষ্মীপুরের প্রার্থী, যিনি শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত দণ্ডায়মান থাকতে বাধ্য হয়েছিলেন। তাঁর মনে হয়েছে যে তিনি বলির পাঁঠা হয়েছেন। মনে হওয়ার পেছনে যুক্তি যে নেই, তা তো নয়। কোথায় ১ লাখ আর কোথায় ১ হাজার ভোট।

ভবিষ্যতে দেশে আরও কত রকমের উন্নতি হবে, কে জানে। তবে প্রশ্ন থাকবে, পুঁজিবাদের এই যে স্রোত, একে রোধিবে এখন কোন বাঁধ? না, পুঁজিবাদী বাঁধ দিয়ে পুঁজিবাদের প্লাবন রোধ করা যাবে না; সামাজিক মালিকানার দিকে যেতে হবে এবং খুব জরুরিভাবে সেই ব্যবস্থা দরকার হবে, যাতে জনপ্রতিনিধিরা টাকার জোরে নির্বাচিত হবেন না। তাঁদের একমাত্র যোগ্যতা হবে জনগণের প্রতিনিধিত্ব করার ক্ষমতা, অন্য কিছু নয়। কিন্তু তেমনটি ঘটার আশু কোনো সম্ভাবনা কি দেখা যাচ্ছে? ব্যাপার-স্যাপার মনে হবে কৌতুকের, কিন্তু আসলে কী তাই?

নানা দিক থেকেই আমরা নিরাপত্তাহীনতায় আছি। চালের দাম, তেলের দাম বাড়ছে। বলা হচ্ছে সিন্ডিকেট দায়ী। তা সিন্ডিকেটকে কি সরকার চেনে না? সিন্ডিকেট ভাঙা হচ্ছে না কেন? এমনকি ব্যক্তিগত আলাপও তো দেখছি এখন অনিরাপদ। টেলিফোনে আড়ি পাতা হচ্ছে। ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন প্রস্তুত রয়েছে খপ্ করে ধরে ফেলার জন্য। কোভিড-১৯ তো তার কাজ করছেই, ডেঙ্গুও আগের অবস্থায় থাকছে না। তার প্রকোপে উন্নতি ঘটেছে। এদিকে সড়ক দুর্ঘটনার পাশাপাশি যাত্রীবাহী লঞ্চে আগুন লেগেও বহু মানুষের মৃত্যু হয়েছে, অনেকে নিখোঁজ রয়েছে। বজ্রপাতেও প্রতিবছর মানুষের প্রাণহানির সংখ্যা বেড়েই চলেছে। এর একটা বড় কারণ বৃক্ষনিধন। গাছ যে কতটা উপকারী, সেটা বোঝা হয় না। তা বৃক্ষনিধনের দায়টা কার? এককথায় বলতে গেলে দায় পুঁজিবাদী উন্নয়নের। দেখলাম এই উন্নয়নকারীদের বিরুদ্ধে ভালো একটা অবস্থান নিয়েছেন কলকাতা হাইকোর্ট। হাইকোর্ট ভারতের একটি নির্মাণ প্রতিষ্ঠানকে ৪০ কোটি রুপি জরিমানা করেছেন, ৬০০ গাছ কেটে ফেলার জন্য। কলকাতা শহরের একেবারে কেন্দ্রে একটি খোলা জায়গায় বহুতল আবাসন নির্মাণের অছিলায় প্রতিষ্ঠানটি ওই ৬০০ বৃক্ষ নিধন করেছিল। হাইকোর্টের হিসাবে এতে ক্ষতি হয়েছে ৪০ কোটি রুপি। হাইকোর্ট নির্দেশ দিয়েছেন যে জরিমানা বাবদ প্রাপ্ত অর্থ ব্যয় করা হবে বৃক্ষরোপণ ও পরিচর্যার কাজে। এটা একটা ভালো দৃষ্টান্ত এবং প্রয়োজনীয় বার্তাপ্রেরণ। কিন্তু কেবল এতে যে কাজ হবে, তা তো নয়; বদলানো চাই উন্নয়নের পুঁজিবাদী ধারণা ও ধারাকেই।

নববর্ষে বদলে যাক বিশ্বমণ্ডল

আবদুস শহীদ

এই নববর্ষে এলিয়েনদের অস্তিত্বের প্রমাণ ২৪ জন বেতনভুক্ত পুরোহিতের দ্বারা কতটুকু সফলতা আসবে এই একবিংশ শতাব্দীর নববর্ষে।

নতুন বছর মানে বদলে যাওয়ার আগামী। এ সময় তাকাতে ইচ্ছে করে ভবিষ্যতের দিকে। কী ঘটতে যাচ্ছে আগামীর পৃথিবীতে। সবাই জানতে চায়। আগামী পৃথিবীর বাস্তবতা কেমন হবে বুঝে নিতে চায় সবাই।

প্রায় আড়াই হাজার বছর আগে জ্যোতির্বিজ্ঞান যখন মানুষের নির্বিকল্প সারথি হয়ে উঠল, তখন জ্যোতিষবিদ্যা টিয়া পাখির দখলে চলে গেল। আজ তার জায়গা ফুটপাতে। জ্যোতির্বিদ্যা যখন কিছু মানুষের মধ্যে বিশ্বাসের স্থান দখল করে নিয়েছে, তখন জ্যোতির্বিদ্যার অন্য অংশ জায়গা করে নিল নাসায়। জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা প্রমাণ করতে চাইলেন এলিয়েন নামে ভূপৃষ্ঠে অন্য কোনো প্রাণীর অস্বস্তিত্বের কথা।

১৯৫৮ সালে জন্ম নেয়া নাসা মার্কিন গবেষণাগার নামে এই সংস্থাটির জন্ম হয়। এক শতাব্দীর বেশি সময় ধরে মহাকাশ বিজ্ঞানীরা খুঁজে বেড়াচ্ছেন এলিয়েন নামে কোনো প্রাণীর খোঁজ পাওয়া যায় কি না। কেউ বলেন বিশ্বভ্রমাণ্ডের কোথাও না কোথাও এলিয়েন বলে নিশ্চয়ই কিছু আছে। আবার কেউ বলছেন বিষয়টি একবারেই অবাস্তব।

মার্কিন মহাকাশ গবেষণাগার নাসা যখন এলিয়ন রহস্যের সমাধান খোঁজতে কোমর বেঁধে নামতে শুরু করেছে, তখন এই গবেষণাগারটি শুরু করে পুরোহিত বা ধর্মতত্ত্ববিদের সন্ধান। নাসা বৈজ্ঞানিকদের ধারণা মহাকাশের একমাত্র গ্রহ পৃথিবীতে প্রাণের অস্তিত্বের কথা উল্লেখ করেছে। যখন এই গ্যালাক্সিতে ১০০ বিলিয়নের বেশি তারা এবং মহাবিশ্বে ১০০ বিলিয়ন গ্যালাক্সি আছে, তখন পৃথিবী ছাড়াও মহাবিশ্বে প্রাণীর অস্তিত্ব থাকতে পারে। বৈজ্ঞানিকদের বিশ্বাস যখনই এলিয়ন আবিষ্কার হবে, তখনই এই বিষয় নিয়ে প্রস্তুত থাকা উচিত। সেই সাথে একমাত্র পুরোহিতরাই বলতে পারেন তাদের ধর্মতত্ত্বের ভিত্তিতে বহির্বিশ্বের প্রাণীদের কীভাবে অবস্থান।

জানা গেছে, নাসায় মোট ২৪ জন পুরোহিতের চাকরি হয়েছে। এই দলে ইংল্যান্ডের বিখ্যাত পাদ্রী ডা. অ্যান্ড্রু ডেভিশনকে রাখা হয়েছে। তিনি বায়োকেমেস্ট্রিতেও ডক্টরেট। কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের ধর্মতত্ত্ববিদ এই পুরোহিত নিযুক্তিকরণের সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন। ব্রিটিশ কোলিন্স ডিকশনারি অনুযায়ী, এক ধর্মশাস্ত্রী তিনিই হতে পারেন, যিনি ঈশ্বরের প্রকৃতি, ধর্ম ও ধর্মীয় বিশ্বাসগুলোকে অধ্যায়ন করেন। কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের ধর্মতত্ত্ববিদ ডা. অ্যান্ড্রু ডেভিশন দাবি করেন, ঈশ্বর যেকোনো স্থানে প্রাণের সঞ্চার ঘটাতে সক্ষম। তা যদি হয়, তবে এলিয়নদের সঙ্গে সাক্ষাতের সম্ভাবনা আছে। কিন্তু কীভাবে? পৃথিবীর সীমানা পেরুলেই এমন এক জায়গার সন্ধান মিলে, যেখানে পৃথিবী ও সূর্যের মহাকর্ষ একে অন্যকে নিষ্ক্রিয় করে দেয়। বিষয়টা স্কাই ফি সিনেমার কাহিনীর মতো শোনালেও নাসা আসলে এলিয়েনদের খুঁজে নেমে পড়েছে। অজ্ঞাত উড়ন্ত বস্তুর প্রত্যক্ষদর্শীর বর্ণনানুযায়ী পৃথিবীর নানা দেশে নানা সময় এক প্রকার বস্তুকে উড়তে দেখা গেছে। বিচিত্র আকারের নভোযানের মতো দেখতে এগুলো অত্যন্ত দ্রুতগতিতে উড়ে হঠাৎ অদৃশ্য হয়ে যায়। বৈমানিক থেকে শুরু করে সাধারণ মানুষের মধ্যে বহুজন এই উড়ন্ত যান দেখেছেন বলে দাবি করেন। কিন্তু অনেকেই তাঁদের বর্ণনা বিশ্বাস করেন না। এগুলো নিয়ে হলিউডে ছবি তৈরি হয়েছে। কিন্তু এর রহস্যভেদ আজো হয়নি।

অনেকের ধারণা যুক্তরাষ্ট্রের কোথাও না কোথাও এর অস্তিত্ব লুকিয়ে আছে। তাঁরা মনে করেন যুক্তরাষ্ট্রের ভেতরেই এরকম কিছু এলিয়েন এসেছিল, সরকার নাভাডার প্রত্যন্ত অঞ্চল ৫১ নামের একটি এলাকায় লুকিয়ে রেখেছে। এই ধারণায় বিশ্বাসীদের সংখ্যা দিন দিন বেড়েই চলেছে এবং এলিয়েন দেখার আশায় তাঁরা সেখানে যাওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছেন। আমরা শুধু তারই অপেক্ষায়, এই নববর্ষে এলিয়েনদের অস্তিত্বের প্রমাণ ২৪ জন বেতনভুক্ত পুরোহিতের দ্বারা কতটুকু সফলতা আসবে এই একবিংশ শতাব্দীর নববর্ষে।

বাংলাদেশের নদী ব্যবস্থাপনায় আশু নজরদারি

দেলোয়ার জাহিদ

এমন একটি সময় ছিল যখন নদী তার আপন গতিতে স্বস্তিদায়ক, সন্দেহাতীত ও নিশ্চিতভাবে বিনা বাধায় তার আপন গন্তব্য সমুদ্রে পৌঁছে যেত। এক সময়ের শক্তিশালী এ নদীগুলোও এখন লড়াই করছে সমুদ্রকে স্পর্শ করতে। বলা চলে আমাদের গ্রহের বাস্তুতন্ত্রকে আমরা শোষণ ও ধ্বংসের প্রায় দ্বারপ্রান্তে নিয়ে এসেছি, জলাভূমির অর্ধেককে ধ্বংস করে ফেলেছি। এখনও সময় আছে নদীগোলোকে পুনরুদ্ধারে, ক্রমবর্ধমান ক্ষতিকে প্রতিরোধে এবং বিপরীতে প্রকৃতির শোষণ থেকে একে নিরাময়ের।

বাংলাদেশের সংস্কৃতি ও জীবনযাত্রার অবিচ্ছেদ্য অংশ হলো দেশের ৭০০ নদী। তাদের অনেকগুলো এখন মরে গেছে অথবা ভূমিখেকোদের দখলে চলে গেছে। আবহাওয়ার ধরন পরিবর্তন এবং উন্নয়ন প্রচেষ্টাগুলো বারবার যেন হোঁচট খাচ্ছে। নদী সঙ্কট জটিল থেকে জটিলতর হয়ে উঠেছে। স্বাধীনতার পর থেকে বাংলাদেশ উন্নয়নের দিকে একটি পথ তৈরি করেছে, যা দ্রুত এর অর্থনীতি গড়ে তোলার দিকে মনোনিবেশ করেছে। গত এক দশকের প্রচেষ্টায় ও বৈশ্বিক বিবেচনায় বাংলাদেশ যখন একটি উন্নয়নের রোল মডেল তখন বাংলাদেশের নদী ব্যবস্থাপনা এখন আইসিইউতে!

বাংলাদেশের গৌরব হলো বিশ্বের বৃহত্তম জল নেটওয়ার্কগুলোর একটি। এর নদীগুলো, শাখানদীসহ মোট ৭০০টি নদী রয়েছে, যার মোট দৈর্ঘ্য প্রায় ২৪,১৪০ কিলোমিটার। এগুলো ছোট পাহাড়ি স্রোত, মৌসুমি খাঁড়ি, কর্দমাক্ত খাল (খাল), কিছু সত্যিকারের দুর্দান্ত নদী এবং তাদের উপনদী ও শাখানদী নিয়ে গঠিত। কিছু কিছু জায়গায়, যেমন পটুয়াখালী, বরিশাল এবং সুন্দরবন এলাকায় জলস্রোত এত বেশি যে তারা একটি বাস্তব গোলকধাঁধা তৈরি করে। দেশের জলস্রোতগুলো স্পষ্টতই সমানভাবে বিতরণ করা সম্ভব হয় না। এরা উত্তরাঞ্চলের উত্তর-পশ্চিম থেকে দক্ষিণাঞ্চলের দক্ষিণ-পূর্বদিকে সংখ্যা ও আকারে বৃদ্ধি পায়। বাংলাদেশের প্রধানত চারটি প্রধান নদী ব্যবস্থা রয়েছে - (১) ব্রহ্মপুত্র-যমুনা, (২) গঙ্গা-পদ্মা, (৩) সুরমা-মেঘনা এবং (৪) চট্টগ্রাম অঞ্চলের নদী ব্যবস্থা। যাহোক, ব্রহ্মপুত্র হলো দেশের ২২তম দীর্ঘ (২৮৫০কিমি) এবং গঙ্গা পৃথিবীর ৩০তম দীর্ঘ (২,৫১০ কিমি) নদী।

বাংলাদেশ দেশের নদীগুলোর সাংবিধানিক ট্রাস্টি সরকার। বাংলাদেশ সরকারের বর্তমান পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় পানি সম্পদ উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনা এবং এর আওতাধীন দপ্তরসমূহের পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণ করে থাকে। এর সকল প্রকার নীতি, পরিকল্পনা, কর্মকৌশল, নির্দেশমালা এবং আইন, বিধি-বিধান, রেগুলেশন ইত্যাদি তৈরি ও বাস্তবায়ন করে। বাংলাদেশের নদী অববাহিকার জনগোষ্ঠীকে তাদের পূর্ণ অর্থনৈতিক সম্ভাবনা উপলব্ধি করতে এবং সামাজিক চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় সম্পৃক্ত করা। বাংলাদেশের নদী অববাহিকার বিপুল জনগোষ্ঠীকে তাদের পূর্ণ অর্থনৈতিক সম্ভাবনা উপলব্ধি এবং সামাজিক চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় সম্পৃক্ত করতে নদী ব্যবস্থাপনার সাথে অনেক দেশে পরিবেশ সুরক্ষা প্রচেষ্টার গুরুত্বপূর্ণ একটি সংযোগ ও ফোকাস রয়েছে, বাংলাদেশেও তাই। গত কয়েক দশকে বাংলাদেশ নদী ব্যবস্থাপনায় ব্যাপক প্রচেষ্টা চালিয়েছে। কিন্তু এখনও অনেক বিষয় রয়েছে উদ্বেগের এবং উৎকণ্ঠার।

বাংলাদেশে পরিবেশ, জলসম্পদ এবং নদী সম্পর্কে সরকার নীরব, বিভিন্ন নদী রক্ষকেরা তাদের দায়িত্ব পালনে চরম উদাসীন এ উদাসীনতাকে কটাক্ষ করে এমনকি মন্তব্য করেছেন আদালত। দেশে পরিবেশ, জলসম্পদ এবং নদী সম্পর্কে জনসচেতনতা নেই বললেই চলে। নদী সুরক্ষা এবং পুনরুদ্ধারে জনমানুষকে শিক্ষিত করে তোলার কোনো তথ্য ও শিক্ষামূলক কার্যক্রম নেই। কার্যক্রম নেই নদীগুলোর বিশুদ্ধ জলের আবহকে ধরে রাখার। আমাদের ৩৮টি নদী রয়েছে যেগুলো মারাত্মকভাবে দূষিত এবং সীমাবদ্ধ, আমাদের ৮০ টিরও বেশি নদী রয়েছে যেগুলো বালি-খননের পরিস্থিতির সম্মুখীন। বাংলাদেশের 'আধুনিক দৈত্য' হলো বালি-খননকারী গোষ্ঠী যারা আমাদের নদীগুলোকে নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করছে। বাংলাদেশে দূষণ তাদের জলকে যেভাবে নোংরা করে, যেভাবে জীবনদাতা নদীগুলিকে পরিণত করে মানব স্বাস্থ্যের জন্য হুমকি, জলবায়ু পরিবর্তন যেভাবে মানুষের জীবন জীবিকাকে ঠেলে দেয় হুমকির মুখে। এর উৎস অনুসন্ধানে দেখা যায় ২০১০ সালে পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির প্রকাশিত এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে যে, ঢাকার ৫০টি খাল ব্যাপকভাবে জলস্রোত হ্রাস পেয়েছে বা বিলীন হয়েছে: অননুমোদিত জমি ভরাট, দখল, অবৈধ নির্মাণ, বস্তি সম্প্রসারণ, কঠিন বর্জ্য ডাম্পিং এবং বক্স কালভার্ট রক্ষণাবেক্ষনের অভাবের কারণে। সাম্প্রতিক দশকগুলোতে বাংলাদেশের রাজধানী ঢাকা শহরের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত যে ৫৮টি খাল ছিল, যা আশপাশের নদী এবং হ্রদে গিয়ে পড়েছিল। সে খালগুলোর মধ্যে একটি নথিভুক্ত ৫০টি শহরের নিষ্কাশন ব্যবস্থা হিসাবে কাজ করে আসছিল। এখালগুলোর বেশিরভাগই এখন অদৃশ্য হয়ে গেছে। বাকি ২৬টি পরিবেশগতভাবে সঙ্কটজনক অবস্থায় রয়েছে।

২০১৫ সালে বিশ্বব্যাংক একটি প্রতিবেদন প্রকাশ করেছিল, যাতে পূর্বাভাস দেয়া হয়েছিল যে, ২০১৪ থেকে ২০৫০ সালের মধ্যে ঢাকা শহরের জলাবদ্ধতার ক্ষয়ক্ষতি ১১,০০০ কোটি টাকায় পৌঁছতে পারে। জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে অতিবৃষ্টির পূর্বাভাস বৃদ্ধির হিসাব নিলে ঢাকায় আনুমানিক ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ ১৩ হাজার ৯০০ কোটি টাকা ছাড়িয়ে যেতে পারে। গ্লোবাল লাইভবিলিটি ইনডেক্স ২০২১-এর নতুন তালিকায় বাংলাদেশের রাজধানী ঢাকাকে বিশ্বের চতুর্থ সবচেয়ে কম বাসযোগ্য শহর হিসেবে স্থান দিয়েছে। সিরিয়ার যুদ্ধবিধ্বস্ত রাজধানী দামেস্ক বিশ্বের সবচেয়ে কম বাসযোগ্য শহরের তালিকায় শীর্ষে ছিল। বসবাসযোগ্যতার এ স্কোর পাঁচটি বিভাগের ওপর ভিত্তি করে গণনা করা হয়েছে : • স্থিতিশীলতা • স্বাস্থ্যসেবা • সংস্কৃতি এবং পরিবেশ • শিক্ষা • অবকাঠামোর ওপর শুধু স্থিতিশীলতা, সংস্কৃতি ও পরিবেশে এর স্কোর পরিবর্তন হয়েছে। ক্রমবর্ধমান বন্যার বিরুদ্ধে সুরক্ষা প্রদান করতে আমাদের ভাবতে হবে যে ২৩০টি নদীর একটি চমকপ্রদ জালিকাটা বাংলাদেশকে অতিক্রম করে।

এ নদীগুলোর মধ্যে তিনটি হলো বিশাল গঙ্গা (বা পদ্মা, যেমনটি বাংলাদেশে পরিচিত) এবং মেঘনা, ব্রহ্মপুত্র-যমুনা, যা শেষ পর্যন্ত বঙ্গোপসাগরে মিশে যায়। জলের পাশাপাশি এই নদী ব্যবস্থাগুলো প্রতিবছর দেশের মধ্য দিয়ে ১.১.৪ বিলিয়ন টন উর্বর পলি বহন করে, যা দেশের বেশিরভাগ কৃষির শক্ত একটি ভিত্তি তৈরি করে। এসব কারণেই বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তনে বিশ্বের সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত দেশগুলোর একটি। 'যুদ্ধ ও শান্তিতে আমরা দেশের জন্য সর্বত্র'—এই নীতিকে সামনে রেখে বাংলাদেশ সেনাবাহিনী তাদের সর্বোচ্চ দায়িত্ব পালন করছে। রক্ষা করছে দেশের সার্বভৌমত্ব। অদম্য সাহস, বুদ্ধিমত্তা ও বীরত্বের সাথে বাংলাদেশ সেনাবাহিনী পার্বত্য চট্টগ্রামে শান্তি বজায় রাখতেও তাদের ভূমিকা রেখে আসছে।

দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের জন্য বাংলাদেশ সেনাবাহিনী 'জাহাজার চর' এ ইতিমধ্যেই বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে যেমন প্রশিক্ষণ এলাকা নির্মাণ, যোগাযোগ ব্যবস্থা, বাসস্থান, চাষাবাদ, বৃক্ষ রোপণ, গবাদি পশু পালন, সাইক্লোন শেল্টার তৈরি এবং ভূমি উন্নয়ন ইত্যাদি। বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর অক্লান্ত পরিশ্রমে 'জাহাজার চর' এখন বাস্তবে একটি 'স্বর্ণদ্বীপে' পরিণত হয়েছে। বাংলাদেশ সেনাবাহিনী পার্বত্য এলাকার যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন, নতুন রাস্তা ও কালভার্ট নির্মাণসহ অনেক গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্প বাস্তবায়ন করেছে।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সুদক্ষ নেতৃত্বে বাংলাদেশ কৃষি, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, যোগাযোগ, তথ্যপ্রযুক্তি, শিল্প, ব্যবসা-বাণিজ্যসহ আর্থ-সামাজিক ক্ষেত্রে উন্নয়নের অভাবনীয় সাফল্য দেখিয়েছে। বিশ্বের বুকে উন্নয়নের 'রোল মডেল' বাংলাদেশ। জলবায়ু সংকট ও ভূ-রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকায়ও বাংলাদেশ। বিশ্বমঞ্চে দায়িত্বশীল ভূমিকায় থাকা বাংলাদেশের সেনাবাহিনী দেশের নদী ব্যবস্থাপনায় যথাযথ ভূমিকা রাখবে এবং 'যুদ্ধ ও শান্তিতে আমরা দেশের জন্য সর্বত্র'— এ প্রত্যয়কে সমন্নত করে তুলবে, এটাই জাতির দৃঢ় প্রত্যাশা।

বুদ্ধিজীবীদের রাজনৈতিক ও নৈতিক প্রবণতা

আবেদীন কাদের

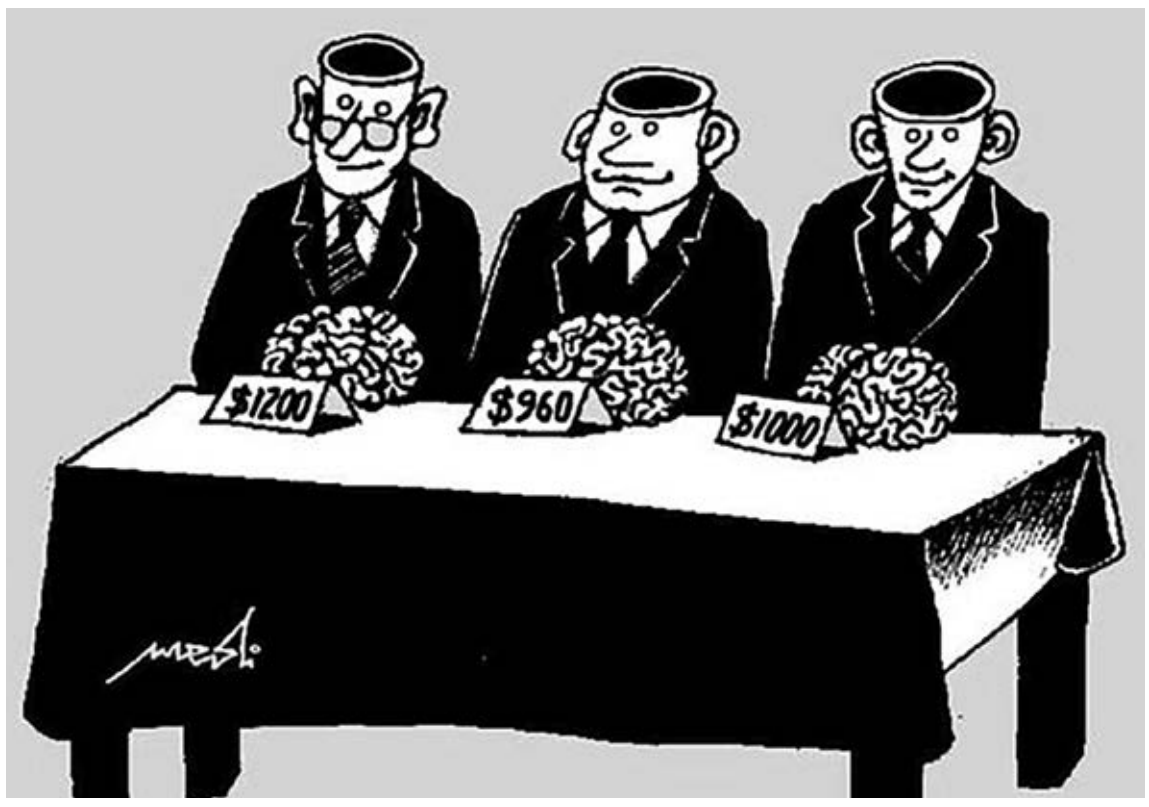

আমাদের সমাজের সত্যিকার নৈতিকতার প্রতীক এবং বুদ্ধিজীবিতার উদাহরণ গত পঞ্চাশ বছরে কে? কাকে আমরা আমাদের রাজনীতি এবং রাষ্ট্র বিষয়ে ভাবতে গিয়ে সত্যিকার অর্থে কোনো বিতর্কহীনভাবে শ্রদ্ধা করতে পারি? কেউ কি আমাদের চোখের সামনে এমন আছেন?

আসলে পাবলিক ইন্টেলেকচুয়াল বা বুদ্ধিজীবী যে অর্থে পশ্চিমা সমাজ আমাদের শেখায়, অর্থাৎ রাষ্ট্রের দুরাচারের বিরুদ্ধে সর্বক্ষণ মেরুদণ্ড সোজা রেখে অন্যায়ের প্রতিবাদ করা, সেই মানুষটি কেমন এবং কে? আমরা গত পঞ্চাশ বছরে তেমন মানুষ কম পেয়েছি। এর রাজনৈতিক এবং ঐতিহাসিক কারণ রয়েছে। পঞ্চাশ এবং ষাটের দশকে আমরা এমন একটি সমাজে বাস করতাম, যেখানে লেখক, সাহিত্যিক, বুদ্ধিজীবীরা ভীষণ মানসিক পীড়ায় ভুগতেন মাতৃভূমির দুর্দশার কথা ভেবে। তাঁরা পাকিস্তান নামক রাষ্ট্রের দুরাচারের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছেন। আর নিজেদের অজান্তেই বাঙালি জাতীয়তাবাদের ছায়ায় নিজেরা আশ্রয় নিয়েছেন, জাতীয়তাবাদ একধরনের বিষ–এ কথা তেমন আমলে না নিয়েই। বঙ্গবন্ধু বাঙালি জাতীয়তাবাদকে রাজনৈতিক অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করেছেন বাঙালির মুক্তি ও স্বাধীনতা অর্জনের জন্য। কিন্তু শিল্পী, কবি, সাহিত্যিক, বুদ্ধিজীবীরা সেটা সমর্থন করেছেন কিছুটা সুদূরপ্রসারী চিন্তা না করে। সেটা সে সময়ের জন্য সঠিক থাকলেও বাহাত্তর-পরবর্তী রাজনীতিতে লেখক, শিল্পী, বুদ্ধিজীবীদের কোনো দলীয় রাজনীতি সমর্থন করা ঠিক হয়েছিল কি না, তা আজ বিশ্লেষণের সময় এসেছে।

স্বাধীনতার পর আমাদের যেসব বুদ্ধিজীবী পঞ্চাশ এবং ষাটের দশকে তীব্র সংগ্রামে লিপ্ত ছিলেন, পাকিস্তান রাষ্ট্রের দুরাচারের বিরুদ্ধে তাঁরা প্রায় কেউই বুঝতে পারেননি যে তাঁদের কারোর দলীয় রাজনীতির ছায়ায়, এমনকি তা আওয়ামী লীগ হলেও, আশ্রয় নেওয়া উচিত নয়। কারণ, রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা আওয়ামী লীগকেও দুরাচারী করে ফেলতে পারে, এমনকি তা বঙ্গবন্ধুর মতো, পাহাড়ের মতো দেশপ্রেমিক নেতৃত্বে থাকলেও। আমাদের বুদ্ধিজীবীদের অধিকাংশই যেহেতু বিশ্ববিদ্যালয়নির্ভর, তাই বিশ্ববিদ্যালয় রাজনীতির জন্য বা শিক্ষকদের জাগতিক সুবিধার জন্য বঙ্গবন্ধুর উদারতার সুযোগ নিয়ে আমাদের অধ্যাপকেরা যেমন নিজেদের আখের গুছিয়েছেন, তেমনি বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বায়ত্তশাসন আদায়ের মধ্য দিয়ে শিক্ষাব্যবস্থা প্রায় ধ্বংস করেছেন। অন্যদিকে আমাদের স্বাধীনতাযুদ্ধে অংশ নেওয়া বুদ্ধিজীবীদের অনেকেই আওয়ামী লীগ সরকারের সঙ্গে কাজ করতে গিয়ে হতাশ হয়েছেন, কেউ কেউ রাষ্ট্রীয় সুবিধা নিয়ে নিজেদের কলুষিত করেছেন। আর সে সময় আওয়ামীবিরোধী চৈনিক রাজনীতির অনেক বুদ্ধিজীবী সরকার-বিরোধিতায় মেতে উঠেছেন। তাঁদের মধ্যে একমাত্র অধ্যাপক বদরুদ্দীন উমর বা আহমদ শরীফ ছাড়া কাউকেই খুব বেশি একটা শ্রদ্ধা করা যায় না তাঁদের ব্যক্তিগত ও নৈতিক স্খলনের জন্য।

আমার কাছে মনে হয় একমাত্র বদরুদ্দীন উমরই পাবলিক ইন্টেলেকচুয়াল, যাঁকে রাষ্ট্র কিনতে পারেনি, যাঁর নৈতিক স্খলন ঘটেনি কোনো জাগতিক সুবিধার জন্য। তাঁর রাজনীতি আমি কোনো দিন সমর্থন করি না, কিন্তু মানুষটির জাগতিক অর্থে সততা তুলনাহীন। তিনি নমস্য। কিন্তু তাঁর লেখা বা বক্তৃতায় তিনি আওয়ামী লীগ এবং বঙ্গবন্ধু সম্পর্কে যে ভাষায় কথা বলেন, তা দুঃখজনক এবং কিছুটা ব্যথিত হওয়ার মতো। এ ছাড়া মানুষটির বুদ্ধিজীবী হিসেবে অবস্থান সত্যিই প্রশংসনীয়। তাঁর লেখা নিয়েও অনেকে সমালোচনা করেন, আমার বন্ধু অধ্যাপক শিবলী আজাদ তাঁদের মধ্যে একজন। শিবলী অধ্যাপক উমরের 'সাম্প্রদায়িকতা' বইটি নিয়ে সম্প্রতি একটি মন্তব্যে তাঁর জাতীয়তাবাদ বিষয়ে তাত্ত্বিক পড়াশোনার ন্যূনতা বিষয়ে মন্তব্য করেছেন। আমি বলি, আমাদের পণ্ডিতদের খুব কম মানুষের আধুনিক সমাজবিজ্ঞান বা রাষ্ট্রবিজ্ঞানের তাত্ত্বিক লিটারেচার নিয়ে জানাশোনা ভালো আছে, এটুকু বাদ দিলে অধ্যাপক উমর প্রায় ষাট বছর যাবৎ একজন বুদ্ধিজীবী হিসেবে নৈতিকতার প্রতীক হয়ে আছেন আমাদের সমাজে।

চৈনিক রাজনীতি বা বুদ্ধিজীবিতার মঞ্চ যে পত্রিকা সাপ্তাহিক 'বিচিত্রা' তার জন্য তিনেক মোড়ল শাহাদত চৌধুরী, শাহরিয়ার কবির ও মুনতাসীর মামুন আমাদের বুদ্ধিজীবী সমাজের যে ক্ষতি করেছেন এ পত্রিকাটির মাধ্যমে, বিশেষ করে এরশাদ ও সেনাবাহিনীর পদলেহন করে, তার ইতিহাস রচনা হওয়া প্রয়োজন। বছর শেষে বিচিত্রার উদ্যোগে যে পার্টির আয়োজন হতো, মদের ফোয়ারা বসত, সেখানে যেসব বুদ্ধিজীবী এবং সেনা কর্মকর্তারা পার্টিতে যোগ দিতেন, তার ইতিহাস রচনা হলে আমাদের দেশের বুদ্ধিজীবীদের একটা চিত্র পাওয়া যাবে। আর সেই শাহরিয়ার কবির ও মুনতাসীর মামুন আজ আওয়ামী সরকারের বড় সাংস্কৃতিক মোড়ল, বলা যায় রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার উচ্ছিষ্টভোগী সাংস্কৃতিক মোড়ল। মুনতাসীর মামুন ও তাঁর পরিবারের কয়েকজন সদস্যের রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড, ফারমার্স ব্যাংক এবং অন্যান্য বিষয় নিয়ে তদন্ত হওয়া প্রয়োজন। মাত্র কদিন আগে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে বঙ্গবন্ধু অধ্যাপক নিয়োগ নিয়ে অধ্যাপক সনৎ কুমার সাহার মতো একজন অধ্যাপক-সন্তকে বাদ দিয়ে নিজের চামচাকে সেই পদে নিয়োগ দেওয়ারও তিনি চেষ্টা করেছেন, পারেননি শুধু অধ্যাপক কাসেমসহ কয়েকজন লড়াকু বুদ্ধিজীবীর চেষ্টায়।

আসলে আমাদের বুদ্ধিজীবীরা একটি বিষয় আমলে নেন না, তা হলো পাবলিক বুদ্ধিজীবীর রাজনৈতিক আদর্শ থাকতে পারে, কিন্তু দলীয় রাজনীতিকে আশ্রয় করে কিছু করা ঠিক নয়। কারণ, যেকোনো দল ক্ষমতায় গেলেই দানবে পরিণত হয়। এ বিষয়ে একমাত্র অধ্যাপক উমরকে ছাড়া খুব বেশি মানুষকে খুঁজে পাওয়া যায় না, যেসব অধ্যাপক বা বুদ্ধিজীবী ক্ষমতার উচ্ছিষ্ট থেকে নিজেদের বাঁচাতে সক্ষম হয়েছেন। সে জন্যই মানুষটি অনন্য! কদিন আগে তিনি নব্বইয়ে পা দিলেন, তাঁর দীর্ঘায়ু কামনা করি। কিন্তু আমাদের সমাজের বুদ্ধিজীবীদের আরেকটি দীনতা দলীয় রাজনীতির ঊর্ধ্বে উঠে তাঁরা সত্যিকার নৈতিক বুদ্ধিজীবীকে শ্রদ্ধা করতে পারেন না। এটা দুঃখের। তবে আমাদের মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের রাজনীতির কয়েকজন বুদ্ধিজীবী লেখকও তাঁদের নৈতিক অবস্থানের জন্য বিশেষভাবে শ্রদ্ধেয় আমার কাছে। জানি না আমার সমকালীন বুদ্ধিজীবী বন্ধুরা সেটা মানবেন কি না। তাঁদের মধ্যে অধ্যাপক মোরশেদ শফিউল হাসান, অধ্যাপক সৈয়দ আজিজুল হকসহ আরও কয়েকজনের নাম করা যেতে পারে।

আরেকজন সদ্য প্রয়াত কবি, যিনি ছিলেন ভীষণ নীরব, কিন্তু সত্যিকার অর্থে সাংস্কৃতিক যোদ্ধা এবং আমাদের সাহিত্যিক ও শিল্পীদের রুচি নির্মাণের প্রায় ধাত্রীর ভূমিকায়, তাঁর নৈতিক অবস্থানও বিশেষভাবে শ্রদ্ধেয়। তিনি কবি ও সম্পাদক আবুল হাসনাত। আরও কয়েকজনের নাম করা যায়, কিন্তু তাঁরা বেশ তরুণ। আমার শ্রদ্ধেয় বন্ধু ড. সলিমুল্লাহ খানও বিশিষ্ট বুদ্ধিজীবী এবং পাবলিক ইন্টেলেকচুয়াল এবং লেখক হিসেবে আহমদ ছফাকে শীর্ষস্থানীয় মনে করেন, কিন্তু আমার নিজের বিচারে আহমদ ছফার 'গণকণ্ঠ'-এ লেখা অনেক রাজনৈতিক নিবন্ধে আওয়ামী লীগ ও বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে মন্তব্য আমার কাছে রুচির ন্যূনতা দ্বারা আক্রান্ত। তা ছাড়া, তাঁর নৈতিক অবস্থান লিবিয়া এবং জার্মান দূতাবাসের সঙ্গে সম্পর্ক দ্বারা কলুষিত। বুদ্ধিজীবী হিসেবে মানুষটির শক্তিশালী অবস্থান থাকার পরও নিজেকে তিনি জাগতিক মোহ থেকে মুক্ত রাখতে পারেননি, তাঁর এই বিদেশি আর্থিক সম্পর্কের কারণে!

আমাদের লেখক-সাহিত্যিকদের মধ্যে সত্যিই যাঁরা বুদ্ধিজীবীর ভূমিকায় আছেন, তাঁদের উদ্দেশে বলা যায়, আমাদের মনে রাখা প্রয়োজন, আমরা একটি বড় সাংস্কৃতিক দুর্বিপাকের মধ্য দিয়ে এগোচ্ছি, আমাদের সৃজনশীলতার উৎকৃষ্টতার চেয়ে জরুরি আমাদের নৈতিক অবস্থানের শ্রেষ্ঠতা। তাই লেখক বা বুদ্ধিজীবীর ভূমিকা পালনের সময় আমাদের বুদ্ধিজীবীদের এ বিষয়টি মনে রাখা প্রয়োজন বলে মনে করি।

আবেদীন কাদের, প্রাবন্ধিক ও শিক্ষক, এসেক্স কলেজ, নিউজার্সি, যুক্তরাষ্ট্র

ডা. এটিএম ইউছুফ (স্বপন) এমডি

জ্যাকসন হাইটসে মেডিসিন বিশেষজ্ঞ
বাংলাদেশী অভিজ্ঞ ডাক্তার

স্থান পরিবর্তন

অফিসঃ ৩৭-২৯, ৭২ স্ট্রিট
১ম তলা, জ্যাকসন হাইটস, নিউইয়র্ক

- ডায়াবেটিক, উচ্চ রক্তচাপ, থাইরয়েড, এজমা, বাতের ব্যথা, চর্মরোগ, যৌন রোগসহ সব ধরনের চিকিৎসা করা হয়।
- ফিজিক্যাল এক্সাম, টিএলসি এক্সাম ও স্কুল-কলেজের জন্য প্রয়োজনীয় টিকা দেওয়া হয়।
- সুলভে রক্ত পরীক্ষা, ইকেজি, টিবি ও প্রেগন্যান্সি টেস্ট করা হয়।
- সকল ধরণের ইন্সুরেন্স গ্রহণ করা সহ বাংলাদেশী ভাইবোনদের যত্নসহকারে চিকিৎসা ও পরামর্শ দেয়া হয়।
- অনুগ্রহ করে আসার আগে ফোন করে আপনার এপয়েন্টমেন্ট ও সময় জেনে নিন।

ফোনঃ ৭১৮-৭৭৭-১১১২, ৭১৮-২০৫-৬৬৩৩

জান্নাত ফার্মেসি

(জ্যাকসন হাইটসে সম্পূর্ন বাংলাদেশী মালিকাধীন প্রতিষ্ঠান)
GRAND RE-OPENING SALES

আপনার সেবায় আমরা নিয়োজিত
Now We Accept EBT, FOOD STAMP & OTC CARD
Bill Pay & Flexiload
Sim Activation
বাংলাদেশের ফোনে ফ্লেক্সিলোড

72-03 35th Ave, (Corner of 72nd St.) Jackson Heights, NY 11372
Tel: 718-732-4288, 718-835-2041, Fax: 718-732-4287,
Email: jannatpharmacy@gmail.com

ঔষধ সেবনের নির্দেশনা বাংলায় দেই
Free Delivery!
10% SENIOR DISCOUNT
Halal Vitamin & Supplements
5¢ Copy & $1 Fax
Phone Cards & Flexiload
Huge 99¢ Sections
Open: Monday – Saturday
10:00 am to 8:00 pm

উডসাইডে আপনাদের পাশে
উডসাইডে আপনাদের পাশে
Bismillah Pharmacy
6409 Broadway woodside
NY 11377
Phone 718-685-2017

জামাইকার সাটফিন ব্লুবার্ডে বাংলাদেশীদের সেবায় নিয়োজিত

আস্-সালাম ফার্মেসি

(সাটফিন ব্লুবার্ড, এফ ট্রেনের সাবওয়ে এবং তাজমহল রেস্টুরেন্টের নিকটে)
১৪৭-২৬, হিলসাইড এভিনিউ,
জামাইকা, নিউইয়র্ক ১১৪৩৫

ফোন: ৭১৮-২৯১-০৭১৭

নিরাপত্তা ও বিশ্বস্ততার প্রতীক

সোনালী এক্সচেঞ্জ কোম্পানী ইন্‌ক
SONALI EXCHANGE CO. INC.
(সোনালী ব্যাংক লিমিটেড এর একটি অঙ্গ প্রতিষ্ঠান)
LICENSED AS INTERNATIONAL MONEY TRANSMITTER BY THE BANKING DEPARTMENT OF THE STATE OF NEW YORK, NEW JERSEY, GEORGIA, MARYLAND & MICHIGAN

সোনালী এক্সচেঞ্জ প্রবাসে আপনার সবচেয়ে পুরনো ও বিশ্বস্ত বন্ধু

ঘরে বসে এখন Apps এর মাধ্যমে দেশে টাকা পাঠানো যাবে। এই জন্য আই ফোন এবং এনড্রয়েড ফোনে প্লে ষ্টোরে গিয়ে ডাউনলোড করতে হবে Sonali Exchange এর Apps টি

- যুক্তরাষ্ট্রে বাংলাদেশ সরকারের আর্থিক প্রতিষ্ঠান
- সর্বোচ্চ বিনিময় হার ও সর্বনিম্ন ফি।
- সরকারী নিরাপত্তায় আপনার প্রেরিত অর্থ সম্পূর্ণ নিরাপদ ও আয়কর মুক্ত।
- বাংলাদেশের সর্বত্র ক্যাশ পিক-আপ।
- যে কোন ব্যাংক একাউন্টে টাকা পৌঁছে যায় অতি দ্রুত।
- ঘরে বা অফিসে বসেও অনলাইনের মাধ্যমে রেমিটেন্স করা যায়।
  লগ ইন করুনঃ www.sonaliexchange.com

সোনালী এক্সচেঞ্জ এর মাধ্যমে রেমিটেন্স করুন, দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে গর্বিত অংশীদার হউন।

রেমিটেন্স সংক্রান্ত তথ্যের জন্য নিম্নের যে কোন শাখায় যোগাযোগ করুন

ASTORIA 718-777-7001	ATLANTA 770-936-9906	BROOKLYN 718-853-9558	JACKSON HTS 718-507-6002	BRONX 718-822-1081
JAMAICA 347-644-5150	MANHATTAN 212-808-0790	MICHIGAN 313-368-3845	OZONE PARK 347-505-8670	PATERSON 973-595-7590

আমাদের সার্ভিস নিন - আপনাকে সেবা করার সুযোগ দিন

Law Offices

এক্সিডেন্ট কেইসেস

মেডিক্যাল ম্যালপ্র্যাকটিস ও হাসপাতালের ত্রুটিপূর্ণ শিশুর জন্ম

917-282-9256

(To schedule appointment only)

বিনামূল্যে পরামর্শ, প্রয়োজনে এটর্নী আপনার বাসায় অথবা হাসপাতালে আসবেন

আমরা অতীতে
আমাদের ক্লায়েন্টদের
জন্য মিলিয়ন মিলিয়ন
ডলার আদায়
করে দিয়েছি।

Moin Choudhury, Esq.
Attorney at Law
এটর্নী মঈন চৌধুরী

নিউইয়র্ক, নিউজার্সি, মিশিগান
পেনসিলভেনিয়া, কানেকটিকাট, ফ্লোরিডা
জর্জিয়া ও ভার্জিনিয়াতে
আমাদে সহযোগী - লাইসেন্স প্রাপ্ত এটর্নীরা
আপনাদের সেবায় নিয়োজিত

Timothy Bompart, Esq
Attorney at Law

- গাড়ী দুর্ঘটনা
- বিল্ডিং এ দুর্ঘটনা,
- কাজের জায়গায় দুর্ঘটনা
- ট্রিপ এন্ড ফল
- বিকলাঙ্গ শিশুর জন্ম

এপয়েন্টমেন্টের
জন্য কল করুন
৯১৭-২৮২-৯২৫৬

- কনস্ট্রাকশন কাজে দুর্ঘটনা
- স্লিপ এন্ড ফল
- হাসপাতালে ভুল চিকিৎসা
- লেড পয়জনিং

ইমিগ্রেশন

- পলিটিক্যাল এসাইলাম
- বিনা পরীক্ষায় নাগরিকত্ব
- এডজ্যাস্টম্যান্টে অব স্টেটাস (গ্রীন কার্ড)

IMMIGRATION

- স্টুডেন্ট ভিসা
- ডিপোর্টেশন কেইসেস
- ইনভেষ্টমেন্ট ভিসা
- ভিজিট ভিসা - এক্সটেনশন সহ
- বৈবাহিক সূত্রে গ্রীন কার্ড
- সকল প্রকার ইমিগ্রেশন

সকল প্রকার ইমিগ্রেশন বিষয়ে কনসালটেশন ফি নূন্যতম ৫০ ডলার

Law offices of Timothy Bompart

37-11 74 St., Suite 209, Jackson Heights, NY 11372

Moin Choudhury Law Firm, P.C 292000 Southfield Road, Suite # 108, Southfield, MI 48076

Immigration Petitions & Adjustment of Status.

Timothy Bompart is admitted in NY only. Moin Choudhury is admitted in MI State only and the U.S Supreme Court. Prior result do not guarantee the outcome of any future cases.

জেবিবিএ'র নির্বাচনে ১৫ পদে ৩০ প্রার্থী

নির্বাচন ৯ জানুয়ারি

উত্তর আমেরিকা অফিস

নিউইয়র্কে জ্যাকসন হাইটস বাংলাদেশি বিজনেস এসোসিয়েশন অব এনওয়াই ইনকের (জেবিবিএ) দ্বি-বার্ষিক নির্বাচনে (২০২২-২০২৩) প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারী প্রার্থীরা মনোনয়নপত্র দাখিল করেছেন। নির্বাচন কমিশন ঘোষিত তফসিল মোতাবেক ২৪ ডিসেম্বর শুক্রবার রাতে তাঁরা মনোনয়নপত্র দাখিল করেন।

নির্বাচন কমিশনার মোহাম্মদ এ ভূইয়ার নেতৃত্বে প্রার্থীদের কেউ কেউ এককভাবে, আবার যৌথভাবেও মনোনয়নপত্র দাখিল করেন। এসময় কমিশনের অন্য সদস্যদের মধ্যে জাফর মিতা, আবু হেলেন হোসেন ও বেলায়েত হোসেন এবং জেবিবিএ'র সভাপতি শাহ নেওয়াজসহ শীর্ষস্থানীয় সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন।

নির্বাচনে 'গিয়াস-তারেক' এবং 'টুকু-মুনির' প্যানেল হচ্ছে। 'গিয়াস-তারেক' থেকে সভাপতি পদে কমিউনিটির পরিচিত মুখ, বিশিষ্ট ব্যবসায়ী ও রাজনীতিক গিয়াস আহমেদ এবং জেবিবিএ'র সাবেক সাধারণ সম্পাদক তারেক হাসান খান এবং 'টুকু-মুনির' প্যানেল থেকে সভাপতি পদে জেবিবিএ'র সাধারণ সম্পাদক মাহাবুবুর রহমান টুকু এবং সাধারণ সম্পাদক পদে বিশিষ্ট ব্যবসায়ী মুনির হাসান প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন।

প্যানেল দুটি থেকে জেবিবিএ'র কার্যকরী কমিটির ১৫টি পদে প্রার্থীরা মনোনয়নপত্র দাখিল করেন। নির্বাচন কমিশনার মোহাম্মদ এ ভূইয়া জানান, জেবিবিএ'র নির্বাচন ঘিরে সংগঠনের ১৫টি পদে মোট ৩০ জন প্রার্থীর মনোনয়নপত্র জামাদান থেকে মোট ৩০ হাজার ৪০০ ডলার আয় হয়েছে। জেবিবিএ'র ১৫টি কার্যকরী পরিষদে মনোনয়নপত্র দাখিলকারী ৩০জন প্রার্থীর সবারই মনোনয়নপত্র বৈধ বলে বিবেচিত হয়েছে। ২৬ ডিসেম্বর চূড়ান্ত প্রার্থী তালিকা প্রকাশ করা হয়েছে। আগামী ৯ জানুয়ারি রোববার এই নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। ভোটার হচ্ছেন ৪২১জন।

গিয়াস আহমেদ

তারেক হাসান খান

মাহবুবুর রহমান টুকু

মনির হাসান

নির্বাচনের দিন ভোট গ্রহণ হবে জ্যাকসন হাইটসের বাংলাদেশ প্লাজাস্থ কনফারেন্স রুমে। সকাল ১০টা থেকে সন্ধ্যা ৭টা পর্যন্ত ভোট গ্রহণ চলবে। নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারী 'গিয়াস-তারেক' প্যানেলের প্রার্থীরা হলেন: সভাপতি- গিয়াস আহমেদ, সহ-সভাপতি- মোল্লা এম এ মাসুদ, সহ-সভাপতি- মোহাম্মদ হাসান জিলানী, সাধারণ সম্পাদক- মোহাম্মদ তারেক এইচ খান, সহ-সাধারণ সম্পাদক-এমডি মফিজুর রহমান, সাংগঠনিক সম্পাদক- তারিকুল ইসলাম, কোষাধ্যক্ষ-এসএম আবুল হাসান, দপ্তর সম্পাদক-এমডি জি রহমান (আকাশ রহমান), সাংস্কৃতিক সম্পাদক- জাফর উল্লাহ মিলন, প্রচার সম্পাদক- বেলাল আহমদ এবং কার্যকরী সদস্য যথাক্রমে রকি আলিয়ান, বর্ণালী হাসান এমডি, খালেদ আকতার, আব্দুল আলিম এবং এস কিউ আলম।

অপরদিকে 'টুকু-মুনির' প্যানেলের প্রার্থীরা হলেন: সভাপতি- এমডি মাহবুবুর রহমান টুকু, সহ-সভাপতি- মোহাম্মদ সোলায়মান আলী, সহ -সভাপতি- সূলতান আহমেদ, সাধারণ সম্পাদক- মুনির হাসান, সহ- সাধারণ সম্পাদক- এমডি এল ফারুক, সাংগঠনিক সম্পাদক- এমডি দেলওয়ার হোসেইন, কোষাধ্যক্ষ- এমডি এস হোসেন, দপ্তর সম্পাদক- রাম কে সাহা (অপু), প্রচার সম্পাদক- মোহাম্মদ শাহিন ভূঁইয়া, সাংস্কৃতিক সম্পাদক- শেখ এইচ আলী এবং কার্যকরী সদস্য যথাক্রমে শামীম মনির, নজরুল আই মিয়া, জহিরুল ইসলাম জয়, মাসুদ আহমেদ এবং আব্দুল হাই।

কর্মজীবীদের কোরান্টাইনে ১০ দিন থাকতে হবে না

রোকেয়া দীপা

নিউইয়র্কের রাজ্য গভর্নর রাজ্যের কর্মীদের মধ্যে করোনা আক্রান্তদের সংক্ষিপ্ত সময়ে জন্য কোরান্টাইন সময় অনুমোদন করেছেন। ২৪ ডিসেম্বর গভর্নর ক্যাথি হকুল বলছেন জরুরি কর্মজীবীরা পাঁচদিন পরই কাজে যোগ দিতে পারবেন। আগে সংক্রমণের আলামত শেষ হওয়ার পরে ১০দিন কোরান্টাইন করার বাধ্যবাধকতা ছিল।

২০২০ সালের শুরুর দিক থেকে করোনা মাহামারির শুরু হলে নিউইয়র্কেই প্রথম সবচেয়ে বেশি মৃত্যুর ঘটনা ঘটেছে। দীর্ঘ সময় লকডাউনের পর অনেকটা পরিস্থিতি ক্রমান্বয়ে স্বাভাবিক হয়ে আসছিল। এখন আবার করোনার নতুন ধরণ ওমিক্রন দ্রুত ছড়িয়ে পড়ছে। এমন পরিস্থিতিতে ব্যবসা-বাণিজ্য স্বাভাবিক কাজকর্ম অব্যাহত রাখতে হিমশিম খাচ্ছে। ওমিক্রনে সংক্রমিত হওয়ার পর হাসপাতালে রোগী ভর্তির সংখ্যা খুবই কম। যদিও সংক্রমণের আলামত দূর হওয়ার পরও লোকজনকে ১০ দিনের কোয়ারেন্টিনে থাকার জন্য সেন্টার ফোর ডিজিজ কন্ট্রোল বা সিডিসির নির্দেশনা রয়েছে। গভর্নর ক্যাথি হকুল বলেন, পুরো বিষয়টি মূল্যায়ন করে দেখা হয়েছে। নতুন করে সংক্রমণ বৃদ্ধি পেলেও এখনও হাসপাতালে ভর্তি বা এ সংক্রান্ত মৃত্যুর সংখ্যা তেমন বৃদ্ধি পায়নি। যদিও সর্বত্র আশঙ্কা বিরাজ করছে। পরিস্থিতির ওপর করা নজর রাখা হচ্ছে।

রাজ্য গভর্নর জানান, নিউইয়র্কে ১৮ বছরের ঊর্ধ্বে এমন লোকজনের মধ্যে ৯৫ শতাংশই অন্তত এক ডোজের টিকা নেয়া হয়ে গেছে। যাঁরা পূর্ণ ডোজের টিকা নিয়েছেন, তাঁরা এখন বুস্টার ডোজ গ্রহণ করেছেন। সবাইকে বুস্টার ডোজ নেয়ার জন্য আহ্বান জানিয়ে গভর্নর ক্যাথি হকুল বলেন, রাজ্যজুড়ে বর্ধিত টিকা কেন্দ্র খোলা হয়েছে।

এদিকে একদিনের হিসেবে বিশ্বজুড়ে সবচেয়ে বেশি সংক্রমণের ঘটনা ঘটেছে যুক্তরাষ্ট্রে। ২৭ ডিসেম্বর দেশটিতে করোনা শনাক্ত হয়েছে ১ লাখ ৮৪ হাজার ৯৬৯ জনের আর করোনায় আক্রান্ত হয়ে মৃত্যু হয়েছে ৫৪১ জনের।

ওয়ার্ল্ডোমিটারসের ২৭ ডিসেম্বরের তথ্য অনুযায়ী, বিশ্বে এ পর্যন্ত করোনা শনাক্ত হয়েছে ২৮ কোটি ১৮ লাখ ২৩ হাজার ১৪৩ জনের। করোনায় আক্রান্ত হয়ে মারা গেছে ৫৪ লাখ ২২ হাজার ৫৬৭ জন।

আড্ডার বিজয়ের সুর্বণজয়ন্তী উদযাপন। ছবি : সংগৃহীত

আড্ডার বিজয়ের সুর্বণজয়ন্তী উদযাপন

উত্তর আমেরিকা অফিস

অনুপ দাশ ড্যান্স একাডেমির (আড্ডা) আয়োজনে ২৪ ডিসেম্বর শুক্রবার ব্রংকসের এশিয়ান ড্রাইভিং স্কুলে হয়ে গেল বিজয়ের ৫০ বছর সুর্বণজয়ন্তী উদযাপন। বাংলাদেশ ও আমেরিকার জাতীয় সংগীত দিয়ে নতুন প্রজন্মের ছেলেমেয়েরা অনুষ্ঠান সূচনা করে। এরপর সঞ্চালক পল্লব সরকার পরিচয় করিয়ে দেন সম্মানিত অতিথিবৃন্দকে। তাঁদের মঞ্চে উত্তরীয় পরিয়ে দেয়া হয়।

অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বাংলাবাজার বিজনেস এসোসিয়েসনের সাধারণ সম্পাদক এবং হৃদয়ে বাংলাদেশের সভাপতি সাইদুর রহমান লিংকন, ফটোসাংবাদিক এবিএম তুষার, সংগঠক মিয়া মুহাম্মদ দাউদ, মুক্তিযোদ্ধা আব্দুর রফ, মুক্তিযোদ্ধা মনজুর আহমেদ। মুক্তিযোদ্ধা মনজুর আহমেদ মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস নতুন প্রজন্মের সামনে তুলে ধরেন। সভাপতি আল্পনা গুহ বলেন, আড্ডার উদ্দেশ্য হচ্ছে নতুন প্রজন্মকে বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতির সঙ্গে যুক্ত রাখা এবং নিজের শিকড়ের কাছ পৌঁছে দেয়া। সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে অংশ নেয় ইশা, কৃষ্ণা, তিশা, রিয়া, তুলশী,অদিতি, চৈতন্য পারমিতা, ত্রির্পনা, সংহিতা, রুচি, সৃষ্টি, অমৃতা, আদ্রিকা।

জ্যামাইকায় হাজীর বিরিয়ানী রেস্টুরেন্ট। ছবি : সংগৃহীত

জ্যামাইকায় হাজীর বিরিয়ানী রেস্টুরেন্ট উদ্বোধন

উত্তর আমেরিকা অফিস

নিউইয়র্ক সিটির কুইন্সের জ্যামাইকায় নতুন ব্যবস্থাপনায় যাত্রা শুরু করল ঢাকা হাজীর বিরিয়ানী রেস্টুরেন্ট।

এ উপলক্ষ্যে ২৪ ডিসেম্বর শুক্রবার এক দোয়া মাহফিলের আয়োজন করা হয়। ১৭০-১৬এ হিলসাইড এভিনিউয়ে প্রতিষ্ঠিত রেস্টুরেন্টটির উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বিশেষ দোয়া পরিচালনা করেন মওলানা মনজুরুল করীম। দুই বাংলাদেশির যৌথ বিনিয়োগে প্রতিষ্ঠিত রেস্টুরেন্টটির অন্যতম স্বত্বাধিকারী মুক্তিযোদ্ধা আলমগীর ভুঁইয়া অতিথিদের স্বাগত জানান। অপর স্বত্বাধিকারী হচ্ছেন বিশিষ্ট ফার্মাসিস্ট আব্দুল আওয়াল সিদ্দিকী।

সামরিক খাতে যুক্তরাষ্ট্রের অনুদান

‘বিশ্বাসযোগ্য’ তথ্যের উৎস জানতে চাইবে ঢাকা

বিশেষ প্রতিনিধি

বাংলাদেশের সামরিক খাতে যুক্তরাষ্ট্রের অনুদান পেতে দেশটির আইন মেনে নিতে হবে বাংলাদেশকে। মার্কিন সামরিক সহায়তা পেতে এ বিষয়ে বাংলাদেশও নীতিগতভাবে সম্মত। তবে এতে কিছু শর্ত জুড়ে দিতে যাচ্ছে বাংলাদেশ। যুক্তরাষ্ট্রের অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে তাদের কাছে বিশ্বাসযোগ্য তথ্যের উৎস জানতে চাইবে ঢাকা।

২৮ ডিসেম্বর মঙ্গলবার দুপুরে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে ‘লিহে আইন’ নিয়ে আন্তঃমন্ত্রণালয় বৈঠক হয়। পররাষ্ট্রসচিবের সভাপতিত্বে আইন ও স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তাসহ বিভিন্ন আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীর প্রধানেরা এতে উপস্থিত ছিলেন।

বৈঠকে উপস্থিত এক কর্মকর্তা নাম প্রকাশ না করার শর্তে জানান, যুক্তরাষ্ট্র যখন কোনো অভিযোগ করে, তখন তারা বলে তাদের কাছে ‘বিশ্বাসযোগ্য’ তথ্য রয়েছে। সেই তথ্যের উৎস এখন থেকে জানতে চাইবে ঢাকা, যাতে উৎস কতটুকু বিশ্বাসযোগ্য, তা নিরূপণ করা যায়। এতে আত্মপক্ষ সমর্থনের পর্যাপ্ত সময় ও তথ্য দেয়া যাবে। তথ্যের সত্যতা খোঁজার থেকে উৎসের বিশ্বাসযোগ্যতা কেন প্রাধান্য পাচ্ছে?—এমন প্রশ্ন করলে এড়িয়ে যান সেই কর্মকর্তা।

> যুক্তরাষ্ট্রে ‘লিহে আইন’ নামে ১৯৬১ সালের একটি আইন রয়েছে। এ আইন অনুযায়ী, কোনো দেশকে সামরিক খাতে সহযোগিতা করলে তার পূর্ণাঙ্গ তথ্য সেই দেশকে দিতে হবে। ২০২২ সালের ১ জানুয়ারি থেকে এ আইন যুক্তরাষ্ট্রে কার্যকর হবে।

প্রসঙ্গত, যুক্তরাষ্ট্রে ‘লিহে আইন’ নামে ১৯৬১ সালের একটি আইন রয়েছে। এ আইন অনুযায়ী, কোনো দেশকে সামরিক খাতে সহযোগিতা করলে তার পূর্ণাঙ্গ তথ্য সেই দেশকে দিতে হবে। ২০২২ সালের ১ জানুয়ারি থেকে এ আইন যুক্তরাষ্ট্রে কার্যকর হবে। লিহে আইনের কোন্ বিষয়গুলোতে বাংলাদেশের অসম্মতি রয়েছে? জানতে চাইলে পররাষ্ট্রসচিব মাসুদ বিন মোমেন বলেন, ‘কোনো সিদ্ধান্ত নেয়ার আগে বাংলাদেশের সঙ্গে আলোচনা করার বিষয়টি যুক্তরাষ্ট্রকে জানানো হবে।

কোনো সুনির্দিষ্ট সংস্থার বিষয়ে যুক্তরাষ্ট্রের কোনো অভিযোগ থাকলে বাংলাদেশ সে বিষয়ে আলোচনা চায়। যুক্তরাষ্ট্র যদি বলে তাদের কাছে বিশ্বাসযোগ্য তথ্য রয়েছে, সে ক্ষেত্রে বাংলাদেশ বিশ্বাসযোগ্য তথ্যের উৎস সম্পর্কে জানতে চাইবে। বাংলাদেশ আত্মপক্ষ সমর্থনের বিষয়ে পর্যাপ্ত সময় চাইবে। কোন্ অভিযোগে বাংলাদেশ কী ব্যবস্থা নিয়েছে এবং বাংলাদেশের অবস্থান ব্যাখ্যার পর্যাপ্ত সময় চাওয়া হবে।’ লিহে আইনে যুক্তরাষ্ট্র বাংলাদেশকে যুক্ত করতে চায় জানিয়ে পররাষ্ট্রসচিব বলেন, এ বিষয়ে সংশ্লিষ্টদের সঙ্গে বৈঠক করা হচ্ছে। এর আগে একটি বৈঠক হয়েছে।

যুক্তরাষ্ট্রের নিরাপত্তা খাতে যে সহযোগিতাগুলো রয়েছে, ভবিষ্যতে কীভাবে এ সহযোগিতা ব্যবহৃত হবে, বাংলাদেশ কোথায় এ অর্থ ব্যবহার করবে—এগুলোই এর মূল বিষয়। এ অর্থ ব্যবহারের বিষয়ে যুক্তরাষ্ট্রের যদি কোনো সমস্যা থাকে তাহলে আগেই জানিয়ে দেবে। এগুলোই এ আইনে রয়েছে। আইনটি যাচাই করে দেখা হচ্ছে জানিয়ে পররাষ্ট্রসচিব বলেন, এর সঙ্গে যুক্ত থাকলে বাংলাদেশের কী লাভ, সেই সঙ্গে বাংলাদেশের আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীর মৌলিক যে নীতিগুলো রয়েছে সেগুলোর সঙ্গে এটি সাংঘর্ষিক কিনা তা পর্যালোচনা করে দেখা হচ্ছে। তিনি বলেন, মানবাধিকার লঙ্ঘন, জঙ্গিবাদসহ অন্য ভয়ংকর অপরাধগুলোর বিষয়ে জিরো টলারেন্স নীতি নিয়ে বাংলাদেশের প্রতিশ্রুতির সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্রসহ বিশ্বের অন্য সহযোগী দেশগুলোর নীতি একই। সে বিষয়গুলো টেনে বাংলাদেশ যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে কীভাবে সংযুক্ত হবে তা নিয়ে বৈঠকে আলোচনা হয়েছে। আরেকটি বৈঠক হয়ে দ্রুততার সঙ্গে বাংলাদেশ লিহে আইন নিয়ে পর্যবেক্ষণগুলো দেবে। এ সম্পর্কিত আরেক প্রশ্নের উত্তরে পররাষ্ট্রসচিব বলেন, এ ক্ষেত্রে বাংলাদেশের আইন ও পরিস্থিতি অগ্রাধিকার পাবে।

পূর্বের অনুদানের হিসাব নিয়ে প্রশ্ন করলে তিনি বলেন, ‘আগের হিসাব নয়, ভবিষ্যতের হিসাব দিতে হবে। ভবিষ্যতে যে প্রশিক্ষণ, অনুশীলন এবং সামরিক কেনাকাটা রয়েছে, তার বিষয়ে আইনটি কার্যকর হবে।’

৩১ ডিসেম্বরের মধ্যে চুক্তির সময় নিয়ে প্রশ্ন করলে মাসুদ বিন মোমেন বলেন, ‘এটা ঠিক চুক্তি না। যুক্তরাষ্ট্র বাংলাদেশের উত্তরের জন্য ১৫ ডিসেম্বর পর্যন্ত সময় দিয়েছিল। তা ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত বাড়িয়ে নেয়া হয়েছে। আমরা চেষ্টা করব ৩১ ডিসেম্বরের মধ্যে সম্মতি দিতে। একটি ধারণা পাওয়া গেছে।

বর্তমানে এর ভাষাগত বিষয়ের ওপর কাজ চলছে, যাতে বাংলাদেশ নিজ সুরক্ষা নিশ্চিত করতে পারে। শুধু বাংলাদেশ নয়, আরও অনেক দেশই একই প্রক্রিয়ার মধ্যে রয়েছে। র‍্যাবের নিষেধাজ্ঞার সঙ্গে লিহে আইনের কোনো সংযোগ দেখি না।’

তিনি বলেন, ‘যুক্তরাষ্ট্র সাধারণভাবে এর সম্মতি চায়। তবে বাংলাদেশ সুরক্ষাগুলো নিশ্চিত করে এর উত্তর দেবে।’

দারুল হাদীস লতিফিয়া মাদ্রাসার কুরআন প্রতিযোগিতায় বিজয়ীদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠানে অতিথিবৃন্দ

কুরআন প্রতিযোগিতায় বিজয়ীদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ

উত্তর আমেরিকা অফিস

বাংলাবাজার জামে মসজিদের উইকেন্ড প্রোগ্রাম সমাপনী উৎসব এবং দারুল হাদীস লতিফিয়া মাদ্রাসা ইউএসএ’র কুরআন প্রতিযোগিতায় বিজয়ীদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ গত ২৫ ডিসেম্বর অনুষ্ঠিত হয়েছে।

বাংলাবাজার জামে মসজিদের সভাপতি ডা. আবদুস সবুরের সভাপতিত্বে এবং মসজিদের সাধারণ সম্পাদক মো. লালন আহমেদ ও দারুল হাদীস লতিফিয়া মাদ্রাসার প্রিন্সিপাল মাওলানা আবুল কাশেম মোহাম্মদ ইয়াহইয়ার পরিচালনায় অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন মসজিদের উপদেষ্টা আব্দুর রব দলা মিয়া। বক্তব্য রাখেন ও সহযোগিতায় ছিলেন কমিটির সহ-সভাপতি মো. আহসান রাসুল নাসির, কোষাধ্যক্ষ ইকবাল হোসেন, সহ-কোষাধ্যক্ষ মোহাম্মদ আবু সাঈদ, কার্যকরী সদস্য মোহাম্মদ শাহজাহান, শামীম উদ্দিন, সোহেল চৌধুরী ও আজিজুল ইসলাম, বাংলাদেশ সোসাইটি অব ব্রঙ্কস নিউইয়র্কের সভাপতি সামাদ মিয়া জাকারিয়া। মোনাজাতে মসজিদের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি আলহাজ গিয়াস উদ্দিনসহ করোনায় যাঁরা মারা গেছেন তাঁদের আত্মার মাগফেরাত ও বিশ্ব মানবতার শান্তি কামনা করা হয়।

যুক্তরাষ্ট্র ও ফ্রান্সে রেকর্ডসংখ্যক করোনা রোগী শনাক্ত

উত্তর আমেরিকা ডেস্ক

যুক্তরাষ্ট্র ও ফ্রান্সে করোনা শুরুর পর থেকে গত শনিবার এক দিনে সর্বোচ্চ শনাক্ত হয়েছে। আজ বিবিসির এক প্রতিবেদনে এ তথ্য জানানো হয়েছে। করোনার ওমিক্রন ভ্যারিয়েন্ট ছড়িয়ে পড়ায় শনাক্তের এ ঊর্ধ্বগতি।

ইউএস সেন্টার ফর ডিজিজ অ্যান্ড প্রিভেনশনের (সিডিসি) তথ্য অনুসারে, সোমবার দেশটিতে ৪ লাখ ৪০ হাজারেরও বেশি নতুন সংক্রমণের খবর পাওয়া গেছে। সিডিসির একজন মুখপাত্র নিউজ সাইট পলিটিকোকে বলেছেন, ক্রিসমাসের সময়কালে পরীক্ষা এবং পরীক্ষাকেন্দ্র বন্ধ থাকার কারণে শনাক্তের সংখ্যাটি সম্ভবত ‘অতিরিক্ত’ হয়েছে। নতুন বছরে পরিস্থিতি স্থিতিশীল হবে বলেও তিনি উল্লেখ করেন।

এর মধ্যে ফ্রান্সেও এক দিনে ইউরোপের সর্বোচ্চসংখ্যক নতুন রোগী শনাক্ত হয়েছে। দেশটিতে গত মঙ্গলবার এক দিনে ১ লাখ ৭৯ হাজার ৮০৭ জনের সংক্রমণ শনাক্ত হয়েছে। ফরাসি স্বাস্থ্যমন্ত্রী অলিভিয়ের ভেরান এর আগে সতর্ক করেছিলেন, সবকিছু দেখে মনে হচ্ছে ফ্রান্স জানুয়ারির শুরুতে ২ লাখ ৫০ হাজারের প্রাথমিক গবেষণায় দেখা যাচ্ছে, ওমিক্রন ভ্যারিয়েন্ট ডেলটার চেয়ে কম শক্তিশালী। সংক্রমিত ব্যক্তিদের হাসপাতালে ভর্তি করার প্রয়োজনও কম পড়ে। তবে সংক্রমণ বেশি হওয়ায় হাসপাতালগুলোতে শয্যাসংকট হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে।

জব হেল্প! জব হেল্প!!

- পোষ্ট অফিস জব, ট্রাফিক এনফোর্সমেন্ট এজেন্ট, স্কুল সেফটি এজেন্ট, পুলিশ অফিসার, কারেকশন অফিসার এবং এমটিএ জব সহ আমেরিকার সব ধরণের সরকারী জব-এর এপ্লিকেশন এবং পরীক্ষায় পাশ করার জন্য হেল্প করা হয়।
- পোষ্টাল (United State Postal Service) জব একটি ফেডারেল জব। এই জব-এ সকল প্রকার সরকারী সুযোগ সুবিধা বিদ্যমান। খুব সহজে এবং অল্প সময়-এ এই জব পাওয়া সম্ভব।
- জব না হওয়া পর্যন্ত আমরা আনলিমিটেড সাহায্য করে থাকি।
- আমাদের লক্ষ্য একটি সঠিক জব পেতে আপনাকে সাহায্য করা। বিস্তারিত তথ্যের জন্য যোগাযোগ করুন।

ফোন:৩৪৭-৪৫৯-০৫৪৫ (মন্ডল) (By Appointment Only)
Microsoft Certified System Engineer and
A Plus Certified Professional এবং সরকারী জব এ কর্মরত
৩৩-২৪ ৭৭ স্ট্রিট, জ্যাকসন হাইটস, নিউইয়র্ক।

Law Office of Mahfuzur Rahman

Admitted in US Federal Court
(Southern & Eastern District, Court of Appeals 2nd Circuit and Ninth Circuit.)
সহযোগিতার জন্য যোগাযোগ করুন।
ইমিগ্রেশনঃ ফ্যামিলি পিটিশন, গ্রীনকার্ড, ন্যাচারালাইজেশন এবং সিটিজেনশীপ, এসাইলাম, ডিপোর্টেশন, Cancellation of Removal, VAWA পিটিশন, লিগ্যালাইজেশন, বিজনেস ইমিগ্রেশন (H-1B, L1B, J1, EB1, EB2, EB3, EB5)
ফ্যামিলি ল’ আনকনটেস্টেড এবং কনটেস্টেড ডিভোর্স, চাইল্ড সাপোর্ট এবং কাস্টডি, এলিমনি।

Mahfuzur Rahman, Esq.
এটর্নী মাহ্‌ফুজুর রহমান
Attorney-At-Law (NY)
Barrister-At-Law (UK)

- ব্যাংক্রাপ্সী
- ল্যান্ডলর্ড ট্যানেন্ট ডিসপিউট
- রিয়েল এস্টেট ক্লোজিং
- উইল্‌স
- ইনকোর্পোরেশন
- ক্রেডিট কনসলিডেশন
- পার্সনাল ইঞ্জুরি (এক্সিডেন্ট, কনস্ট্রাকশন)
- মর্গেজ
- ক্রিমিন্যাল এবং সিভিল লিটিগেশন
- ট্যাক্স ম্যাটার

Appointment : 347-856-1736
JACKSON HEIGHTS
75-21 Broadway, 3rd Fl, Elmhurst, NY 11373
Tel: 347-856-1736, Fax: 347-436-9184
E-mail: attymahfuz@gmail.com

জ্যাকসন হাইটসের প্রাণকেন্দ্রে
50 পারসেন্ট ডিসকাউন্টে সিপিএ’র
মাধ্যমে ট্যাক্স ফাইল করুন

TAX FILING 2020
WE DO ALL TYPES OF TAXES

50% REDUCTION IN FEES AS COVID-19 RELIEF

CONTACT
KALIANNA LAKSHMANAN, CPA, CISA
7232 BROADWAY, SUITE 306
JACKSON HEIGHTS, NY 11372
Phone: 347-279-6001, 347-592-9973; Fax: 718-799-9181
Email: lakashmanan@kali-cpa.com

ওমিক্রনে শিশুদের হাসপাতালে ভর্তি বাড়ছে নিউইয়র্কে

জাহিদা আলম

করোনাভাইরাসের নতুন ধরন অমিক্রনে আক্রান্ত হয়ে যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্কে শিশুদের হাসপাতালে ভর্তির হার বাড়ছে। নিউইয়র্কের স্বাস্থ্য বিভাগের পক্ষ থেকে এ তথ্য জানানো হয়েছে।

বার্তা সংস্থা এএফপির খবরে বলা হয়েছে, যুক্তরাষ্ট্রের করোনার সংক্রমণ আবারও বাড়তে শুরু করায় এ ভাইরাস শনাক্তে যথেষ্ট পরিমাণে পরীক্ষা হচ্ছে না। এ সংকট সমাধানের প্রতিশ্রুতি দিয়েছে হোয়াইট হাউস। গতকাল রোববার এ প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে। এরপর নিউইয়র্কে শিশুদের হাসপাতালে ভর্তির এমন তথ্য এল।

নিউইয়র্ক অঙ্গরাজ্যের পক্ষ থেকে গত শুক্রবার একটি বিবৃতি দেওয়া হয়েছে। এতে বলা হয়েছে, কোভিড-১৯-

এর কারণে শিশুদের হাসপাতালে ভর্তির প্রবণতা বেড়েছে। ৫ ডিসেম্বর থেকে এ পর্যন্ত ১৮ বছর ও এর কম বয়সী শিশুর হাসপাতালে ভর্তির হার বেড়েছে চার গুণ।

এদিকে নিউইয়র্কে যে শিশুরা হাসপাতালে ভর্তি হচ্ছে, তার মধ্যে অর্ধেকেরই বয়স ৫ বছরের কম। এই বয়সের শিশুদের টিকা নেওয়ারও সুযোগ নেই।

অমিক্রন শনাক্ত হওয়ার পর যুক্তরাষ্ট্রে করোনাভাইরাসের সার্বিক সংক্রমণ বাড়ছে। যুক্তরাষ্ট্রের জনস হপকিনস ইউনিভার্সিটির দেওয়া তথ্য অনুসারে, সাত দিন ধরে দৈনিক সংক্রমণ প্রায় ১ লাখ ৯০ হাজার।

এদিকে যুক্তরাষ্ট্রে যে করোনা পরীক্ষার সংকট দেখা দিয়েছে, তা স্বীকার করেছেন দেশটির শীর্ষ সংক্রামক রোগ বিশেষজ্ঞ অ্যান্টনি ফাউসি। আগামী মাসে এই সংকট সমাধানের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন তিনি। তিনি বলেন, জানুয়ারি মাস শুরু না হওয়া পর্যন্ত সবার জন্য করোনা পরীক্ষার ব্যবস্থা করা সম্ভব হবে না। এখনো বেশ কিছু সমস্যা রয়েছে, এর কারণে করোনা পরীক্ষা করতে গিয়ে ভোগান্তিতে পড়তে হচ্ছে।

ফাউসি আরও বলেন, করোনাভাইরাসের নতুন এই ধরনের 'সংক্রমণ ক্ষমতা ব্যাপক'। করোনার যে সংক্রমণ বাড়ছে, সে পরিস্থিতি সামাল দিতে প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনের প্রশাসন কাজের গতি বাড়িয়েছে।

নিইউয়র্কে যুক্তরাষ্ট্র জাতীয় পার্টির আহ্বায়ক কমিটির বিজয় দিবস উদযাপন। ছবি : সংগৃহীত

যুক্তরাষ্ট্র জাতীয় পার্টির বিজয় দিবস উদযাপন

উত্তর আমেরিকা অফিস

বিপুল সংখ্যক নেতাকর্মীর উপস্থিতিতে ১৯ ডিসেম্বর নিউইয়র্কের জ্যাকসন হাইটসে বাংলাদেশ প্লাজা মিলনায়তনে বাংলাদেশের মহান বিজয় দিবস উদযাপন করে যুক্তরাষ্ট জাতীয় পার্টি। ওমর ফারুকের পবিত্র কোরআন তেলাওয়াত এবং সদস্য সচিব আসেফ বারী টুটুলের পরিচালনায় বিজয় দিবসের কার্যক্রম শুরু হয়।

মুক্তিযুদ্ধে শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে ১ মিনিট দাঁড়িয়ে নীরবতা পালন করা হয়। সভায় বক্তব্য রাখেন সাবেক সংসদ সদস্য সহিদুর রহমান, সাবেক চেয়ারম্যানের উপদেষ্টা গোলাম মেরাজ, জাতীয় পার্টির উপদেষ্টা সৈয়দ শওকত আলী, জাতীয় পার্টির আহ্বায়ক ও কেন্দ্রীয় সদস্য মোহাম্মদ এ বার ভূঁইয়া। সভায় ১৯৭১ সালের মহান স্বাধীনতা যুদ্ধের তাৎপর্যতা ব্যাখ্যা করে বক্তারা বলেন, জাতি স্বাধীনতার ৫০ বৎসর উৎযাপন করছে, কিন্তু মানুষের মৌলিক অধিকার থেকে বঞ্চিত।

মানুষের মৌলিক অধিকার ফিরিয়ে দিতে জাতীয় পার্টির সরকার দরকার। সভার সভাপতি মোহাম্মদ এ বার ভূঁইয়া বলেন, জানুয়ারি মাস থেকে কর্মী সংগ্রহ অভিযান শুরুর মাধ্যমে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে একটি সুন্দর সম্মেলনের মাধ্যমে যুক্তরাষ্ট্র জাতীয় পার্টির পূর্ণাঙ্গ কমিটি গঠন করা হবে।

এস্টোরিয়া ও জ্যামাইকাতে মেডিসিন বিশেষজ্ঞ ডাক্তার
MOHAMMAD M RAHMAN MD

Board Certified in Internal Medicine
Geriatrics,
Hospice & Palliative
Care Medicine
Attending Physician,
NYU School of Medicine

এখানে ল্যাব, সনোগ্রাম, ইকেজি, ফ্লু, হজ্ব ভ্যাকসিন দেয়া হয়
আমরা প্রায় সব ধরনের ইন্সুরেন্স গ্রহণ করি।

Appointment:
718-526-0700, 718-383-4500
Cell- 718-864-8882

ASTORIA OFFICE:
30-04, 36th Avenue
LIC, NY 11106
Tel: 718-383-4500

JAMAICA OFFICE:
170-12 Highland Avenue
Jamaica Estates, NY- 11432
www.drmrahman.com

Tax & Immigration
Services

Tax
Immigration
Real Estate
Mortgage
Notary

MOHAMMED PIER
Lic. Realestate Asso, Broker
EA, IRS, RTRP & notary Public
Cell: 917-678-8532

INCOME TAX
Income Tax Serice & Direct Deposit
quick Refund & Electronic Filling

IMMIGRATION SERVICES
Citizenship & Family Application
Affidavit of Support & all forms
available

REAL ESTATE
For Buying & Selling houses
mortgage services

IRS e-file

PIER TAX AND EXECUTIVE SERVICES
37-18, 73 Street, Suite# 202, Jackson Heights, NY 11372
Tel: 718-533-6581 Cell: 917-678-8532 Fax: 718-533-6583
Email: piertax@gmail.com

দীর্ঘ ১০ বছরের সাফল্য ও অভিজ্ঞতার ধারাবাহিকতায়
সকল ধরনের ইনস্যুরেন্সের
জন্য একটি বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠান

আপনার গাড়ি বাড়ি ব্যবসা ও TLC ইন্সুরেন্সের
জন্য আমাদের প্রফেশনালদের সহায়তা নিন

Low Down Payment
No Extra Fee
6 Hours DDC Classs

Experienced
Tax Professional
IRS e-file
IRS Authorized e-file Provider

Auto Home Business & TLC Insurance
TDS Insurance Brokerage Corp.
BROOKLYN
118 Beverley Road, Brooklyn, NY 11218
Phone: 718-483-9310, Fax: 718-483-9311
Email: team@tdsinsurance.com

বাড়ি ক্রয়ে ২৫% ডাউন পেমেন্ট দিলে নো ব্যাকগ্রাউন্ড চেক

- রেন্টাল
- প্রপার্টি কেনা-বেচা, শর্ট সেল-নেগোসিয়েশন কেনাবেচার ক্ষেত্রে অভিজ্ঞ
- অকশন-সিটি হাড (HUD) ব্যাংক
- মর্টগেজ ব্যবস্থা
- রি-ফাইন্যান্সসহ যাবতীয় সহযোগিতার জন্য কথা বলুন

Please call or text
646 284 4776
Abu Zaman
Licensed Real Estate Salesperson
abuzaman45@hotmail.com

Silver & Gold Realty

ইনকামট্যাক্স ২০১৯ ইনকামট্যাক্স

আন্‌জুমান ট্যাক্স সার্ভিসেস ইন্‌ক

37-21 72nd Street, Sute # 202
Jackson Heights, NY-11372

IRS Authorised E-File Provider

● ইনকামট্যাক্স, ব্যক্তিগত, ব্যবসায়িক ও কর্পোরেশন রিটার্ন ● বুক কিপিং, একাউন্টিং, সেলস্ ট্যাক্স, পে-রোল ট্যাক্স ● কর্পোরেশন ফর্ম ও নতুন ব্যবসা সেটআপ ● স্বামী-স্ত্রী ও পরিবার পরিজনদের জন্য আবেদনসহ যাবতীয় ইমিগ্রেশন সার্ভিস ● ইংরেজী অনুবাদ ও নোটারী সার্ভিস ● ইমিগ্রেশন সার্ভিসেস। আমাদের অফিস সপ্তাহে সাত দিনই খোলা থাকে।

যোগাযোগ ▶ আবু হেলেন হোসেন

718-777-5477, Cell: 917-496-7966, Fax, 718-777-8020

জব জব জব

আপনি কি আমেরিকাতে একটি সরকারী জব খুজছেন? আপনার কি হাইস্কুল ডিপ্লোমা, ব্যাচেলর অথবা মাষ্টার ডিগ্রী আছে? বাংলাদেশ অথবা ইউএস থেকে যদি থাকে তাহলে আর দেরী না করে আমাদের টিমে যোগ দিন এবং আপনার পছন্দমত ফিল্ডে একটি প্রফেশনাল জবের জন্য চেষ্টা করুন।

সিভিল সার্ভিস পরীক্ষায় (সিটি, স্টেট এবং ফেডারেল জবের) আপনাদের সর্বোচ্চ স্কোর পাওয়ার জন্য আমাদের সর্বাত্মক প্রচেষ্টা থাকে এবং সেভাবেই আমরা প্রার্থীকে প্রস্তুত করে নেই। (ম্যাথ, ইংরেজী এবং অন্যান্য ট্রিকি প্রশ্নাবলী সমৃদ্ধ আমাদের নিজস্ব প্রিপারেশন গাইড ব্যাংক)। আমেরিকার অন্য স্টেট থেকেও আমাদের টিমে যোগ দিতে পারেন।

তাছাড়া প্রফেশনাল রিজুমি, কভার লেটার এবং ফেইস টু ফেইস ইন্টারভিউ-এর জন্য তৈরী করা হয়। যাদের একাউন্টিং বেকগ্রাউন্ড তাদেরকে কুইকবুক, পিচট্রি, পেরুল ও একাউন্টিং-এর টিউটরিংসহ সবাইকে কম্পিউটার বেসিক শিখানো হয়।

আগ্রহী প্রার্থীরা আজই যোগাযোগ করুন - ৭১৮-৫৩০-২৬০৫
email: roudro123@yahoo.com

এম এ জামান (বর্তমানে নিউইয়র্ক স্ট্যাট গভ-এ কর্মরত)
সাকসেস মাল্টিপারপাস এ্যান্ড ক্যারিয়ার কনসালটিং ফার্ম (প্রতিষ্ঠাতা)
সার্টিফাইড বিজনেস ক্যারিয়ার স্কুল টিচার, দ্যা স্টেট ইউনিভার্সিটি অফ নিউইয়র্ক (জব ডেভলপার)
প্রাক্তন সাবস্টিটিউট টিচার, নিউ ইয়র্ক সিটি ডিপার্টমেন্ট অফ এডুকেশন এবং
লেকচারার ইন একাউন্টিং, এম এল আই, নিউ ইয়র্ক, কুইন্স

MITU DISABILITY CENTER
MITU PHYSICAL THERAPY P.C.
MITU HOME CARE LLC.

RONJAN
(Disability Consultant)
646-730-8416

আপনি যদি অসুস্থ হন তাহলে প্রতি মাসে ৫০০-২৫০০ ডলার পেতে পারেন

JABBAR SHARIFF
Attorney & Counselor at Law

MITU DISABILITY CENTER
- স্টেট ডিসএ্যাবিলিটি (TANF)
- ফেডারেল ডিসএ্যাবিলিটি (SSI, SSDI)
- এখানে ডাক্তার দ্বারা ফিজিক্যাল থেরাপী দেওয়া হয়।
- ইমিগ্রেশনের বিষয়ে সাহায্য করা হয়।

MITU PHYSICAL THERAPY P.C.
আমরা যেকোন ধরনের ব্যাথা / জয়েন্ট পেইনের জন্য থেরাপী দিয়ে থাকি। ঘাড়ের ব্যাথা, পিঠের ব্যাথা, হাটের ব্যাথা, গোড়ালীর ব্যাথা, নার্ভের ব্যাথা, অবস হওয়া, ঝিনঝিন করা, মাথা ধরা এবং সাইয়া টিকার ব্যাথা নিরাময়ের চিকিৎসা দিয়ে থাকি।

Nagah A. Alaidy
(ফিজিক্যাল থেরাপিষ্ট)

পরীক্ষা ছাড়াই আমেরিকার সিটিজেনশীপ

N-648 WAIVER

MITU HOME CARE LLC.
আপনি প্রতি সপ্তাহে আয় করুন
আপনার মা-বাবা, শ্বশুর-শাশুড়ী, আত্মীয়-স্বজন, প্রতিবেশী, বন্ধু-বান্ধব অথবা যেকোন রোগীকে স্বাস্থ্য সেবা দিয়ে অর্থ উপার্জন করুন। আমেরিকায় রোগীকে সেবা করার সম্পূর্ণ খরচ সরকার বহন করে থাকে।

3747, 73rd Street, Suite # 215
Jackson Heights, NY 11372
(Kings Plaza)
Phone: 718-701-2666, 646-730-8416, Fax: 718-225-1025
Email: bonijronjan@yahoo.com

আমেরিকায় স্থায়ীভাবে বসবাসের ব্যাপারে ফ্রি পরামর্শ

B1/B2 সহ অন্য যে-কোন নন-ইমিগ্রান্ট ভিসায় আগতদের স্বপরিবারে আমেরিকায় বসবাসের জন্য রয়েছে অনেক সুযোগ

- ব্যাবসায়ী ও কর্পোরেট প্রফেশনালদের জন্য আছে L1A বা E2 ভিসা নিয়ে স্বপরিবারে আমেরিকায় বসবাস ও ভবিষ্যতে গ্রীনকার্ডের সুযোগ

- Small ইনভেস্টরদের জন্য আছে সহজেই অল্প বিনিয়োগে আমেরিকান franchise ক্রয়ের মাধ্যমে E2 ভিসা নিয়ে স্বপরিবারে আমেরকিায় বসবাস ও ভবিষ্যতে গ্রীনকার্ডের সুযোগ

- বিপদগ্রস্থ পলিটিশিয়ান ও এন.জি.ও কর্মীদের জন্য পলিটিকাল এসাইলামের আবেদন করে ৬ থেকে ৮ মাসের মধ্যে সোশাল সিকিউরিটি ও ওয়ার্ক পারমিট সহ বসবাসের সুযোগ

-যারা এক বছর বা তার আগে গ্রীনকার্ডের জন্য এপ্লাই করে অপেক্ষা করছেন তাদের জন্য রয়েছে সুখবর।

-আমরা এখন H1B ও EB5 এর ব্যাপারেও সহায়তা করি।

স্বনামধন্য আমেরিকান Lawyer এর মাধ্যমে VISA/Case প্রসেস করে থাকি

FRANCHISE BROKER ACADEMY
Member

Captor USA, Inc.
Franchise & Business Consulting Firm
New addres 37-16, 73 street, Suite # 402, Jackson Heights, NY 11372
Phone: +1 (718) 433 9001, +1 (718) 433 9002; Fax: +1 (718) 744 9590
Cell: (201) 456-3103, (646) 707 9067; Email: captor.usa@gmail.com, iftekhar.cml@gmail.com

H1B	L1A VISA
EB5	E2 VISA
POLITICAL ASYLUM	

হটলাইন : +১ ২০১ ৪৫৬ ৩১০৩
সপ্তাহে ৭ দিনই খোলা

সিল টিম সিক্সের প্রতিষ্ঠাতা মার্সিঙ্কোর মৃত্যু

উত্তর আমেরিকা ডেস্ক

মার্কিন সামরিক বাহিনীতে সিল টিম সিক্সের প্রতিষ্ঠাতা কমান্ডার রিচার্ড মার্সিঙ্কো ৮১ বছর বয়সে মারা গেছেন। ফাউকিয়ার কাউন্টিতে নিজ বাড়িতে ২৫ ডিসেম্বর (বড়দিনে) তাঁর মৃত্যু হয়। আজ জাতীয় নেভি সিল জাদুঘর এবং তাঁর পরিবারিক টুইটে এ তথ্য জানানো হয়েছে।

ব্রিটিশ সংবাদমাধ্যম বিবিসির প্রতিবেদনে বলা হয়, আমেরিকার অভিজাত বিশেষ বাহিনী ইউনিটগুলির মধ্যে একটি সিল টিম সিক্স। অ্যাবোটাবাদে ওসামা বিন লাদেনের বিরুদ্ধে শেষ অভিযানটিও চালায় এই টিম। টিমটির প্রতিষ্ঠাতা মার্সিঙ্কো ভিয়েতনাম যুদ্ধের অভিজ্ঞ অফিসার। স্নায়ুযুদ্ধের শেষ পর্যায়ে আমেরিকার সন্ত্রাসবিরোধী সক্ষমতা বৃদ্ধিতেও তিনি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন।

মিলিটারি ডটকমের এক প্রতিবেদনে বলা হয়, ১৯৮০ সালে ইরানে আমেরিকান জিম্মিদের উদ্ধারে পেন্টাগনের ব্যর্থতার পর নৌবাহিনীর একটি অভিজাত ইউনিটের প্রয়োজন ছিল। তখন, সন্ত্রাস দমনে নিবেদিত নৌবাহিনীর প্রধান অ্যাডমিরাল থমাস বি. হেওয়ার্ড নতুন সিল দল গঠনের দায়িত্ব দেন মার্সিঙ্কোকে। দায়িত্ব পেয়ে ডেমো ডিক নামে পরিচিত মার্সিঙ্কো এই বিশেষ টিম গঠন করেন এবং তিন বছর এর নেতৃত্ব দেন। ১৯৮৯ সালে নৌবাহিনী থেকে একজন কমান্ডার হিসেবে অবসর নেন এবং নেভি সিলের ওপর নন-ফিকশন এবং ফিকশন বইয়ের একটি সিরিজ লিখেন।

মার্কিন নৌবাহিনীতে কর্মজীবনে ৩০ টিরও বেশি পদক এবং প্রশংসাপত্রে ভূষিত হন মার্সিঙ্কো। তাঁর দক্ষতায় সিল টিম সিক্স ব্যাপক সাফল্য অর্জন করলেও তাঁর সঙ্গে প্রায়ই ঊর্ধ্বতনদের দ্বন্দ্ব হতো।

যুদ্ধক্ষেত্রের বাইরে মার্সিঙ্কো আইনি লড়াইয়ের মুখোমুখি হন এবং মার্কিন সরকারকে প্রতারণা করার জন্য সংক্ষিপ্তভাবে জেলে যান। তাঁর মৃত্যুতে জাতীয় নেভি সিল জাদুঘরের পক্ষ থেকে শোক জানানো হয়েছে।

এন্ড্রু জুলিয়ানির পক্ষে কার্টিস স্লিউয়া

রহমান মাহবুব

নিউইয়র্ক রাজ্যের গভর্নর পদে নির্বাচনের জন্য মাঠে নেমেছেন সাবেক মেয়র রুডি জুলিয়ানির ছেলে এন্ড্রু জুলিয়ানি। তাঁর সমর্থনে এগিয়ে এসেছেন রিপাবলিকান দলের হয়ে মেয়র নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করা কার্টিস স্লিউয়া। রিপাবলিকান দলের হয়ে কেউ এখনও সমর্থন জানাননি এন্ড্রু জুলিয়ানিকে।

সাবেক প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের সময়ে হোয়াইট হাউসে কর্মরত ছিলেন এন্ড্রু। তাঁর বাবা বিখ্যাত রুডই জুলিয়ানি ডোনাল্ড ট্রাম্পের নির্বাচন সংক্রান্ত সব ভুয়া দাবির পক্ষে দাঁড়িয়ে আলোচনায় ছিলেন। এখনও এর জের চলছে। নিউইয়র্কে এক সময় সফর মেয়র হিসেবে পরিচিতই পেয়েহিলেন রুডি জুলিয়ানি। রাজ্যের সর্বত্র তাঁর নাম প্রচয় রয়েছে। বাবার নাম-পরিচয়কে কাজে লাগিয়ে সাবেক প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের সমর্থন নিয়ে রাজ্যের গভর্নর পদে নির্বাচনের প্রস্তুতি বেশ আগে থেকেই শুরু করেছেন এন্ড্রু জুলিয়ানি। ডেমোক্র্যাট রাজ্য হিসেবে পরিচিত নিউইয়র্কে গভর্নর এন্ড্রু কুমো যৌন কেলেংকারির অভিযোগে পদত্যাগে বাধ্য হলে রাজ্যের রাজনীতি দ্রুতই পাল্টে গেছে। লেফটেনেন্ট গভর্নর হিসেবে দায়িত্ব পালন করা ক্যাথি হকুল এন্ড্রু কুমোর পরে দায়িত্ব গ্রহণ করেন। এখন পর্যন্ত ডেমোক্র্যাট দলের শক্তিশালী প্রার্থী হিসেবে তাঁকেই মনে করা হচ্ছে। যদিও তাঁকে অন্তত অর্ধডজন প্রার্থীকে মোকাবেলা করতে হবে দলের প্রাইমারিতে। নিউইয়র্কের ডেমোক্র্যাট দল আগের যেকোনো সময়ের চেয়ে এখন বেশি বিভক্ত। ২০২২ সালের নভেম্বরে অনুষ্ঠেয় রাজ্যের গভর্নর নির্বাচন নিয়ে অবশ্য তোড়জোড় শুরু হয়ে গেছে এরইমধ্যে। রিপাবলিকান দলের পক্ষ থেকে এখনও আনুষ্ঠানিকভাবে কিছু বলা হয়নি। জুলিয়ানি পুত্র এন্ড্রু জুলিয়ানি নিজের নাম ঘোষণা দিলেও রিপাবলিকান দলের কোনো পক্ষকেই এখনও তাঁর সমর্থনে এগিয়ে আসতে দেখা যায়নি।

এন্ড্রু জুলিয়ানির পক্ষে কার্টিস স্লিউয়ার প্রচারাভিযান। ছবি: সংগৃহীত

নিউইয়র্ক নগরের সাম্প্রতিক নির্বাচনে রিপাবলিকান প্রার্থী হিসেবে কার্টিস স্লিউয়া শক্ত প্রতিদ্বন্দ্বিতায় না আসতে পারলেও পরিচিত হয়ে উঠেছেন। এখন পর্যন্ত কার্টিস স্লিউয়াই প্রথম কোনো রিপাবলিকান যিনি প্রকাশ্যে এন্ড্রু জুলিয়ানির পক্ষে অবস্থান গ্রহণ করলেন। নিউইয়র্ক পোস্টকে দেয়া এক সাক্ষাতকারে বলেছেন, তিনি মনে করেন এন্ড্রু জুলিয়ানি তাঁর বাবা রুডই জুলিয়ানির চেয়েও ভালো রাজনীতিবিদ। মাঠের রাজনীতিতে ৩৫বছর বয়সী এন্ড্রু এরইমধ্যে নিজের দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন।

গত গ্রীষ্মে আগাম জরিপে দেখা গেছে, রাজ্যের রিপাবলিকান দলের নেতৃত্বের মধ্যে কোনো ভোটই এন্ড্রু জুলিয়ানির পক্ষে পড়েনি। উপরন্তু দলের মধ্যে লং আইল্যান্ড থেকে নির্বাচিত কংগ্রেসম্যান লী জেলডিনের প্রতি নেতৃত্বের সমর্থন রয়েছে। বছরের শুরুর দিকে লী জেলডিন রিপাবলিকান দলের হয়ে নিউইয়র্কের গভর্নর পদে নির্বাচন করার ঘোষণা দিয়ে রেখেছেন। কার্টিস স্লিউয়ার প্রকাশ্যে সমর্থনের পর লী জেলডিনের মুখপাত্র বলেছেন, দলের মূল নেতৃত্বের বাইরে এমন সমর্থন জানানো দলের মনোনয়নপ্রক্রিয়াকে দুর্বল করবে। এন্ড্রু জুলিয়ানি এক বিবৃতিতে কার্টিস স্লিউয়াকে তাঁর সমর্থনে এগিয়ে আসার জন্য ধন্যবাদ জানিয়েছেন। কার্টিস স্লিউয়া নিউইয়র্ক পোস্টকে বলেছেন, রিপাবলিকান দলের নেতৃত্ব এন্ড্রু জুলিয়ানির প্রতি সুবিচার করা উচিত।

নিউইয়র্ক বড়দিন

সবাই দিলেন শান্তি সম্প্রীতির বার্তা

উত্তর আমেরিকা অফিস

নিউইয়র্কের বাংলাদেশি খ্রিষ্টান ধর্মাবলম্বীদের সবচেয়ে বড় গির্জা কুইন্সের উডসাইডে অনুষ্ঠিত হয় বড়দিনের অনুষ্ঠান। পাদ্রী রেভারেন্ড জেমস রয় ২৫ ডিসেম্বর সন্ধ্যায় বড়দিনের অনুষ্ঠানে কমিউনিটির গণ্যমান্য ব্যক্তি ও আন্তধর্মীয় নেতৃবৃন্দকে আমন্ত্রণ জানান।

জ্যাকসন হাইটস মোহাম্মদী সেন্টারের প্রতিষ্ঠাতা ও আন্তধর্মীয় সম্প্রীতির রূপকার ইমাম কাজী কায়ুম আমন্ত্রিত অতিথিদের মধ্যে ছিলেন অন্যতম। তিনি তাঁর শুভেচ্ছা বাণীতে বলেন, আমি আমার বাংলাদেশি খ্রিষ্টান ভাইবোনদের বড়দিনের শুভেচ্ছা দিতে অনুষ্ঠানে এসেছি।

এক. শান্তিকামী মুসলমান হিসেবে আমরাও আমাদের নবী হজরত মোহাম্মদের (সা) জন্মোৎসব পালন করে থাকি ঠিক একই উদ্দীপনায়। এমনকি বড়দিনের মতো মহাদিনে অর্থাৎ ঈদে মিলাদুননবীর দিন এপ্রিলের শেষ সোমবার মোহাম্মদী সেন্টারের প্রস্তাবনায় আমরা ২০১২ সাল থেকে আমেরিকায় অবস্থিত প্রায় ৩ মিলিয়ন মুসলমানের পক্ষ থেকে ফেডারেল হলিডের দাবিটি উত্থাপন করি এবং ক্যাম্পেইন চালিয়ে আসছি।

আমরা মনে করি মতপার্থক্য ভুলে গিয়ে নবী ঈসা (আ.)-এর জন্মোৎসবে আমরা যত বেশি সম্পৃক্ত থাকব আমাদের পক্ষে তত বেশি আমরা সমর্থন ও সাড়া পাব।

অনুষ্ঠানে আরও যাঁরা বড়দিনের শুভেচ্ছাবাণী পৌঁছে দেন, তাঁরা হলেন নিউইয়র্কস্থ বাংলাদেশ কনস্যুলেট জেনারেলের ডেপুটি কনসাল নাজমুল হাসান, টাইম টিভির সিইও আবু তাহের, এটর্নি মঈন চৌধুরী।

গির্জা কুইন্সের উডসাইডে অনুষ্ঠিত হয় বড়দিনের অনুষ্ঠান। ছবি : সংগৃহীত

ফ্লাইট বিড়ম্বনায় হাজারো যাত্রী

উত্তর আমেরিকা ডেস্ক

যুক্তরাষ্ট্রে স্থানীয় সময় গত রোববার প্রায় ১ হাজার ২০০ ফ্লাইটের যাত্রা বাতিল করা হয়েছে। এ ছাড়া বেশ কিছু জাহাজের যাত্রাও বাতিল করা হয়েছে। এতে বড়দিন উপলক্ষে ভ্রমণের পরিকল্পনা ছিল—এমন হাজারো যাত্রী ভোগান্তিতে পড়েছেন। একই অবস্থা চীনেও। বড়দিনের ছুটিতে বিশ্বে সাত হাজারের বেশি ফ্লাইট বাতিল করা হয়েছে। খবর রয়টার্সের।

যুক্তরাষ্ট্রে বড়দিনে ৯৯৭ ফ্লাইট বাতিল করা হয়েছে। আর বড়দিনের সন্ধ্যায় প্রায় ৭০০ ফ্লাইট বাতিল করা হয়েছে। বড়দিনের আগে ও পরে তিন দিনে কয়েক হাজার ফ্লাইট দেরিতে যাত্রা করেছে।

ফ্রি হোম কেয়ার সার্ভিস

যে সকল মা বাবা, ভাই-বোন, আত্মীয়-স্বজন এর মেডিকেইড ও মেডিকেয়ার আছে, তাঁদের সেবা করে আপনি সাপ্তাহিক ৫০০ ডলার করে উপার্জন করতে পারেন। এজন্যে পড়াশোনা বা কোন সার্টিফিকেট এর দরকার নাই।

যোগাযোগ করুন
নাসিমা: ৩৪৭-৮০১-৪০২৮

TRIBUNE TRAINING ACADEMY
29-28 41st Avenue, Suite 48, Queens, NY 11101
Office: (718) 790 - 2664 Cell: (917) 330 - 0891
- OSHA OUTREACH TRAINING
- SECURITY GUARD TRAINING
- WORK-ZONE FLAGGER TRAINING
- LIFT TRUCK / FORKLIFT TRAINING
- FIRST AID, CPR & AED TRAINING
- DEFENSIVE DRIVING
- RESUME BUILDING
- JOB SEEKING

Approved OSHA Authorized Training

MD NOMAN
DIRECTOR OF SCHOOL

বিস্তারিত জানতে আজই ফল করুন
আপনি কি বেকার? আপনি ভাল চাকরি খুজছেন?
তাহলে নিম্নোক্ত ট্রেনিং এর মাধ্যমে নিজেকে তৈরী করুন, উজ্জ্বল ভবিষ্যত গড়ুন।

হবিগঞ্জ সদর সমিতি ইন্‌কর অভিষেক অনুষ্ঠানে অতিথিরা। ছবি: সংগৃহীত

হবিগঞ্জ সদর সমিতির নতুন কমিটির অভিষেক ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান

উত্তর আমেরিকা অফিস

অনুষ্ঠিত হয়ে গেলো প্রবাসে বাংলাদেশীদের অন্যতম আঞ্চলিক সংগঠন যুক্তরাষ্ট্র হবিগঞ্জ সদর সমিতি ইন্‌ক'র বর্ণিল অভিষেক। ২৫ ডিসেম্বর রোববার সন্ধ্যায় জ্যাকসন হাইটসের নবান্ন পার্টি হলে এ অভিষেকে সংগঠনের সাময়িকী প্রকাশনা এবং মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানও পরিবেশিত হয়।

সংগঠনের বিদায়ী সভাপতি মোঃ আব্দুর রহমানের সভাপতিত্বে ও সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ আবুল কালামের পরিচালনায় অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন কুইন্স ডেমোক্রেটিক ডিস্ট্রিক্ট লিডার এটে লার্জ এটর্নী মঈন চৌধুরী। গেস্ট অব অনার ছিলেন বিশিষ্ট সোসাল ওয়ার্কার আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইবুন্যালের সাবেক প্রসিকিউটর ব্যারিষ্টার সৈয়দ সায়েদুল হক সুমন।আমন্ত্রিত অতিথি হিসেবে আরও

বক্তৃতা করেন বিশিষ্ট লেখিকা ও সাংস্কৃতিক কর্মি রওশন হক লাকি, ব্যারিষ্টার মনির হোসেন, নেবরাস্কা ইউনিভার্সিটিতে পিএইচডি গবেষণারত রাজনী হাসান বহ্নি।

বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন বাংলাদেশ ল সোসাইটি ইউএসএ'র সভাপতি ও জালালাবাদ এসোসিয়েশনের উপদেষ্টা এডভোকেট মো: নাছির উদ্দিন, শাহজালাল সরকারি কলেজ মাধবপুর এর সাবেক অধ্যক্ষ মোজাম্মেল হক, বাংলাদেশ ব্যাংকের সাবেক ডিজিএম ফজলুর রহমান চৌধুরী, মাধবপুর ফাউন্ডেশনের সভাপতি ও হবিগঞ্জ সদর সমিতির উপদেষ্টা জকি উদ্দিন চৌধুরী, বৃন্দাবন সরকারী কলেজ এলামনাই এসোসিয়েশানের সাবেক সভাপতি এবং হবিগঞ্জ সদর সমিতির উপদেষ্টা ইব্রাহীম বার ভূঁইয়া রিজু, বৃন্দাবন সরকারি কলেজ এলামনাই এসোসিয়েশনের সভাপতি আবু সাঈদ চৌধুরী কুটি, বিশিষ্ট সমাজকর্মী ইঞ্জিনিয়ার হাবিবুর রহমান, বৃন্দাবন সরকারি কলেজ এলামনাই এসোসিয়েশনের সাবেক সাধারণ সম্পাদক ও যুক্তরাষ্ট্র যুবলীগের যুগ্ম আহবায়ক আব্দুল ওয়াহেদ, বৃন্দাবন সরকারি কলেজ এলামনাই এসোসিয়েশনের সাধারণ সম্পাদক ফয়সল আহমেদ।

সংগঠনের প্রধান নির্বাচন কমিশনার এবং সাবেক জেলা শিক্ষা অফিসার গফ্‌ফার আহমেদ নির্বাচনে সহযোগিতার জন্য সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে নবনির্বাচিত কমিটির সাফল্য কামনা করেন। এসময় সদর সমিতির উপদেষ্টা ও সাবেক প্রধান নির্বাচন কমিশনার ইব্রাহিম বার ভূঁইয়া রিজু ২০২২-২০২৩ সালের নবনির্বাচিত কমিটির সভাপতি মিয়া মোহাম্মদ আছকির ও সাধারণ সম্পাদক মোঃ আমির

আলী সহ ৩৫ সদস্য বিশিষ্ট কমিটির কর্মকর্তাদের নাম ঘোষণার মাধ্যমে ফুল দিয়ে বরণ করে নেন। অনুষ্ঠানে অন্যদের মাঝে উপস্থিত ছিলেন যুক্তরাষ্ট্র হবিগঞ্জ সদর সমিতির উপদেষ্টা ও নিউইয়র্ক মহানগর আওয়ামীলীগের সাধারণ সম্পাদক এমদাদ চৌধুরী, টিবিএন টোয়েন্টিফোর টিভির অপারেশন ম্যানেজার পারভেজ বার ভূইয়া, হবিগঞ্জ জেলা কল্যাণ সমিতির সাবেক সাধারণ সম্পাদক ও নিউইয়র্ক স্টেট যুবদলের সাধারণ সম্পাদক রেজাউল আজাদ ভূঁইয়া রিজু, যুক্তরাষ্ট্র যুবলীগের যুগ্ম আহবায়ক ও নবীগঞ্জ উপজেলা সমিতির সভাপতি জামাল হোসেন, বৃন্দাবন সরকারি কলেজ এলামনাই এসোসিয়েশনের সাবেক সাধারণ সম্পাদক জাহেদুল মুহিত খান, চুনারুঘাট সমিতি ইউএস-এর সাবেক সভাপতি জাহাঙ্গীর আলম, বুয়েট ছাত্রলীগের সাবেক সহ-সভাপতি দানিয়াল ওমর সানী, হবিগঞ্জ জেলা কল্যাণ সমিতির সহ-সভাপতি গিয়াস উদ্দিন আহমেদ, মোহাম্মদ সাদিকুর রহমান, মোশাররফ চৌধুরী, শাফি খান, শাহ রহিম

শ্যামল, গণেশ কীর্তনীয়া, লিটন আহমেদ, মোঃ আব্দুর রকিব, ফয়সল আহমেদ খান, সোহাগ আফছর, নোবেল আমিন, হাসান চৌধুরী, আব্দুল মতিন, শাফায়াত আহমেদ, তারেক আহমেদ প্রমুখ।

এস্টোরিয়া ওয়েলফেয়ার সোসাইটি ইউএসএ শিশু-কিশোরদের মাঝে খেলনা বিতরণ করে। ছবি: প্রথম আলো

বড়দিন উপলক্ষে শিশু কিশোররা পেল খেলনা

উত্তর আমেরিকা অফিস

বড়দিন উপলক্ষে এস্টোরিয়া ওয়েলফেয়ার সোসাইটি ইউএসএ শিশু-কিশোরদের মাঝে খেলনা বিতরণ করেছে। এ উপলক্ষে গত ২১ ডিসেম্বর সোমবার বিকেলে স্থানীয় ৩৬ এভিনিউয়ে এক অনুষ্ঠানের অয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন ইউএস কংগ্রেস সদস্য কারোলাইন মেলোনি, বিশেষ অতিথি ছিলেন নিউইয়র্ক স্টেট অ্যাসেম্বলিম্যান জহরান মামদানী।

সংগঠনের সভাপতি সুহেল আহমদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে সাপ্তাহিক বাংলা পত্রিকার সম্পাদক ও টাইম টেলিভিশনের সিইও আবু তাহের, সংগঠনের অন্যতম উপদেষ্টা এমাদ চৌধুরী, দেওয়ান শাহেদ চৌধুরী ও সালেহ চৌধুরী, এ-এইচ ১৬ ড্রিম ফাউন্ডেশন ইউএসএ'র প্রতিষ্ঠাতা ও সভাপতি আলী হোসেন, কমিউনিটি অ্যাক্টিভিষ্ট এম আর সেলিম, এসোসিয়েশনের সদস্য সাব্বির আহমেদ, এরশাদুল আমীন, মাহমুদুল হাসান, আব্দুল মুহিত উপস্থিত ছিলেন।

এস্টোরিয়া ওয়েলফেয়ার সোসাইটির সাধারণ সম্পাদক জাবেদ উদ্দিনের পরিচালনায় অনুষ্ঠানে দেড় শতাধিক শিশু-কিশোরদের মাঝে বিভিন্ন ধরনের খেলনা বিতরণ করা হয়।

ওমিক্রনে নিউইয়র্কে অ্যাপেল স্টোর বন্ধ

উত্তর আমেরিকা অফিস

প্রযুক্তি প্রতিষ্ঠান অ্যাপেল নিউইয়র্কে নগরে তাদের সব প্রতিষ্ঠান সাময়িকভাবে বন্ধ রাখার ঘোষণা দিয়েছে। কোভিড-১৯এর নতুন ধরন ওমিক্রন সংক্রমণ বেড়ে যাওয়ায় অ্যাপেল এ ব্যবস্থা নিয়েছে বলে ২৭ ডিসেম্বর সোমবার জানানো হয়েছে।

নিউইয়র্ক নগরের ম্যাহাটন ফিফথ এভিনিউয়ে অ্যাপেলের বিশাল দোকান। সর্বক্ষণ ভিড় থাকা এ দোকানও কার্যত বন্ধ থাকবে। শুধু অনলাইনে কেনা সামগ্রী এ দোকান থেকে গ্রহণ করা যাবে বলে জানানো হয়েছে। কোভিড-১৯ সংক্রমণে কোনো স্থাপনার দশভাগের বেশি কর্মী আক্রান্ত হলে অ্যাপেল সংশ্লিষ্ট স্থাপনা সাময়িকভাবে বন্ধ রেখে আসছে। নিউইয়র্কের বেলায় ঠিক কতজন কর্মী এরমধ্যেই সংক্রমিত হয়েছেন তা জানানো হয়নি। ইয়েস্টচেষ্টার কাউন্টি, লং আইল্যান্ড, নিউজার্সিসহ আপস্টেটে অবস্থিত অ্যাপেলের দোকানগুলো খোলা রয়েছে এবং সশরীরে উপস্থিত হয়ে কেনাকাটা করা যাচ্ছে। আপেলের মুখপাত্র নিক লেহি নিউইয়র্ক নগরে তাঁদের কর্মীদের নিয়ে সুনির্দিষ্ট কিছু না বললেও সংবাদমাধ্যমকে বলেছেন প্রতিষ্ঠানের কর্মীদের নিরাপত্তা দেয়া সব সময় তাঁদের অগ্রাধিকারে রয়েছে।

ওমিক্রন বৃদ্ধিতে স্কুলগুলোতে হবে দ্বিগুণ পরীক্ষা কোভিড-১৯

এইচ বি রিতা

ক্রিসমাসের ছুটির পর ৩ জানুয়ারি নিউইয়র্ক সিটির স্কুলগুলোয় আবারও ক্লাস শুরু হতে যাচ্ছে। তবে ক্লাস শুরুর সাথে সিটির স্কুলগুলোতে কোভিড-১৯ পরীক্ষা দ্বিগুণ করা হবে।

২৮ ডিসেম্বর নির্বাচিত মেয়র এরিক অ্যাডামস এবং গভর্নর ক্যাথি হকুলকে সাথে নিয়ে এক সংবাদ সম্মেলনে মেয়র ডি ব্লাজিও এ কথা জানান। শিক্ষা বিভাগের ৯৫ শতাংশ কর্মী ভ্যাকসিন নিয়েছেন বলে জানান তিনি। ব্লাজিও বলেন, ওমিক্রমের ক্রমবর্ধমান হুমকি সত্ত্বেও শিক্ষার্থীরা সবাই কী করে নিরাপদে ব্যক্তিগত নির্দেশে স্কুলে ফিরে যেতে সক্ষম হবে, তা নিশ্চিতে বেশ কয়েকটি বাধ্যতামূলক নিয়ম চালু করা হচ্ছে। Stay safe and stay open— শ্লোগানটির লক্ষ্য হলো ভ্যাকসিন দেয়া শিশুসহ স্কুলে কোভিড-১৯ পরীক্ষার পরিমাণ দ্বিগুণ করে নগরজুড়ে শিক্ষার্থীদের রক্ষা করা। এই পরীক্ষা শিক্ষার্থীদের জন্য বাড়িতেও সহজলভ্য করা হবে বলে মেয়র জানান।

এদিকে এই মুহূর্তে নিউইয়র্ক সিটির স্কুলগুলোতে মাত্র ০.৮৩ শতাংশ টিকাপ্রাপ্ত শিক্ষার্থীরা ঘনিষ্ঠ যোগাযোগের পর কোভিডে আক্রান্ত হয়েছে বলে জানান সিটির স্বাস্থ্য কমিশনার ডা. ডেভ চোকশি। তিনি বলেন, শহরে স্কুলের বাইরের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগের কারণে ১৪ শতাংশ সংক্রমণ ছড়িয়ে পড়েছে।

সংবাদ সম্মেলনের সময় ইউনাইটেড

নিউইয়র্ক সিটির স্কুলগুলোয় ৩ জানুয়ারি আবারও ক্লাস শুরু হতে যাচ্ছে। ছবি : সংগৃহীত

ফেডারেশন অব টিচার্সের সভাপতি মাইকেল মালগ্রু ৩ জানুয়ারি স্কুলে ফিরে যাওয়ার বিষয়ে শিক্ষকদের উদ্বেগের ওপর এক বিবৃতি দিয়েছেন। তিনি বলেন, শিক্ষকরা তাঁদের কাজ করার জন্য প্রস্তুত। তবে আসল সমস্যা হলো সিটি তার নিজ কাজটি করতে পারে কিনা! সিটিকে নিশ্চিত করতে হবে যে, প্রতিটি স্কুলে নতুন পরীক্ষার প্রস্তুতি ও নিরাপত্তা পাওয়া যাবে। আমরা আগামী সপ্তাহে নিরাপদে স্কুল পুনরায় খোলার কাছাকাছি চলে এসেছি। কিন্তু আমরা এখনও আশাতীত নই।

প্রবাসে প্রতিশ্রুতিশীল বাঙালিদের প্রতিনিধি

রহমান মাহবুব

আনতারা হক

সৈয়দা অনতারা হক। ১৫ বছর বয়সী কিশোরী। সিলেটের সুরমা পারের মেয়ে আনতারা। নিউইয়র্কে তার জন্ম ও বেড়ে ওঠা। প্রবাসে আনতারার মতো প্রজন্মকে নিয়ে উৎকণ্ঠা যেমন আছে, তেমনই আশাবাদেরও শেষ নেই। বহু সংস্কৃতির মিশ্রণের দেশে পূর্বসূরীদের ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি কতটা ধারণ করবে আমাদের উত্তর প্রজন্ম—এ নিয়ে সংশয়-সন্দেহেরও শেষ নেই। উত্তর প্রজন্মের নানা তৎপরতার মধ্য দিয়েই বাঙালির বেঁচে থাকার স্বপ্ন প্রবাসে আমরা দেখি বেশ তীব্রভাবে। সৈয়দা আনতারা হক এমনই একজন।

নিউইয়র্কের সৈয়দ মুকুল হক এবং ইফফাত হক চৌধুরীর সন্তান। মা-বাবা দু'জনই জানালেন, বাঙালি সংস্কৃতিকে ধারণ-লালন করেই আমেরিকার পরিবেশে এই কন্যার বেড়ে ওঠা। গত ২৬ ও২৭ ডিসেম্বর ছিল নিউইয়র্কে সদর অ্যাসোসিয়েশনের অনুষ্ঠান এবং বাংলাদেশের বিজয়ের সুবর্ণজয়ন্তী উৎসব। সৈয়দা আনতারা হক এ অনুষ্ঠানে নৃত্য এবং গান পরিবেশন করে সবাইকে মুগ্ধ করেছে। তার বাবা মুকুল হক বলেন, ' আনতারাকে আমি ও আমার স্ত্রী পরিপূর্ণরূপে গড়ে তোলার চেষ্টা করছি। পড়াশোনার পাশাপাশি বাংলা সংস্কৃতি, নৃত্য, গান শিখছে সে।'

মেয়েকে শেকড়ের সংস্পর্শে থাকার জন্য প্রেরণা দেন বলে জানান জনসংগঠক মুকুল হক।

নিউইয়র্কের এস্টোরিয়ায় অবস্থিত সেন্ট জোনস প্রেপ স্কুলের ১০ম গ্রেডের শিক্ষার্থী আনতারা। প্রথম আলোর সাথে আলাপে আনতারা জানায়, বাবা-মা তাকে অনুপ্রাণিত করে থাকেন। মহামারির আগে শেষবারের মতো বাংলাদেশে গিয়েছিল সে। দেশের আত্মীয়-স্বজনের সান্নিধ্য ও ভালোবাসা অন্য যেকোনো জাতিগোষ্ঠির চেয়ে ভিন্ন। বাংলা সঙ্গীতের জন্য তার আগ্রহ সৃষ্টিতে শিক্ষকদের প্রতি কৃতজ্ঞ আনতারা হক। প্রয়াত শিক্ষিকা বীনা মজুমদারকে স্মরণ করে শ্রদ্ধা ও ভালোবাসার সাথে। নিলুফার ইয়াসমিন এবং কাবেরী দাশসহ নিউইয়র্কে সাংস্কৃতিক অঙ্গনের সংগীত শিক্ষকদের প্রতিও কৃতজ্ঞ সে।

আনতারা জানায়, শিক্ষকদের উপদেশ ও অনুশীলন তাকে সাহায্য করে। বাঙালি সংস্কৃতিকে ধারণ করে নানা ধরনের বাংলা গান তাকে উৎসাহ যোগায়, অনুপ্রাণিত করে। গানের পাশাপশি নাচের চর্চাও করছে সে। মহামারির কারণে নিউইয়র্কে এখন সশরীরে উপস্থিত হয়ে সঙ্গীত শিক্ষার সুযোগ সংকুচিত হয়ে উঠেছে। তারপরও অনুশীলন অব্যাহত রাখার জন্য ভার্চুয়ালি ক্লাস করছে আনতারা। স্কুলের নিয়মিত লেখাপড়ার পাশাপশি বাংলা সঙ্গীত শিক্ষা ও চর্চার জন্য আলাদা সময় দিতে হয়। এ কথা উল্লেখ করে আনতারা জানায়, আগ্রহ থাকলে সবকিছু সমন্বয় করে এগিয়ে যাওয়া সম্ভব। নিজেকে একজন সফল মানুষ হিসেবে গড়ে তুলে বাবা-মায়ের মুখ উজ্জ্বল করতে চায় আনতারা। দূরপ্রবাসে বাংলা সংস্কৃতির যোগ্য প্রতিনিধি হয়ে নিজেকে গড়ে তোলার প্রত্যয়ের কথা জানিয়ে সবার কাছে নিজের ও পরিবারের জন্য শুভকামনা প্রত্যাশা করেছে আনতারা হক।

৬৮ বছর পর এল যে চিঠি ...

উত্তর আমেরিকা ডেস্ক

একটি চিঠি। তাতে লেখা রয়েছে এক নবজাতকের জন্মের খবর। পরিবারে নতুন অতিথি আসার সুসংবাদ মা–বাবাকে জানিয়ে চিঠিটি লিখেছিলেন এক দম্পতি। কিন্তু সেই চিঠি আর প্রাপকের ঠিকানায় পৌঁছেনি। আটলান্টিক পেরিয়ে যখন চিঠিটি প্রাপকের দরজায় পৌঁছাল, তত দিনে ৬৮ বছর পেরিয়ে গেছে। চিরবিদায় নিয়েছেন চিঠির প্রাপক।

অবাক করা এই ঘটনা ঘটেছে যুক্তরাষ্ট্রে। মার্কিন সংবাদমাধ্যম ফক্স২১ নিউজের এক প্রতিবেদনে স্থানীয় সময় গত মঙ্গলবার বলা হয়েছে, সম্প্রতি মিনেসোটার বাসিন্দা সুসান নরডিন নামের এক নারীর ঠিকানায় একটি চিঠি আসে। ডেনমার্কের রাজধানী কোপেনহেগেন থেকে চিঠিটি পোষ্ট করা হয়েছিল ৬৮ বছর আগে, ১৯৫৩ সালে। লেখা হয়েছিল মিনেসোটায় এডওয়ার্ড নেলসন দম্পতির কাছে। লিখেছিলেন তাঁদের মেয়ে ও তাঁর স্বামী।

প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, এখন সুসান যেই বাড়িতে বসবাস করেন, সেখানেই থাকতেন নেলসন দম্পতি। পরে তাঁদের মেয়ে বাড়িটি বিক্রি করে দেন। চিঠি পেয়ে সুসান সামাজিক

যোগাযোগমাধ্যমে পোষ্ট দিয়ে এর প্রাপককে খুঁজতে শুরু করেন। মরগান পার্ক কমিউনিটির ফেসবুক পেজে পোষ্ট দেন তিনি। জানতে পারেন, চিঠির প্রাপক মারা গেছেন। তবে সুসান সন্ধান পান ওই চিঠির প্রাপকের নাতনি কোনি অ্যান্ডারহোলমের। অ্যান্ডারহোলম এখন ওহাইওতে বাস করেন। পরে তাঁর হাতে পুরোনো এই চিঠিটি তুলে দেওয়া হয়েছে।

কোনি অ্যান্ডারহোলম জানান, তখন বাবা কর্মসূত্রে জার্মানিতে থাকতেন। স্ত্রীকে নিয়ে কোপেনহেগেনে গিয়েছিলেন তিনি। সেখানেই জন্ম নেয় ওই দম্পতির ছেলে জিমি। সন্তান জন্মের সুখবর জানিয়ে আটলান্টিকের ওপার থেকে মা–বাবাকে চিঠি লিখেন তাঁরা। সেই চিঠি এত দিন পর প্রাপকের ঠিকানায় পৌঁছেছে।

চিঠির প্রাপক এডওয়ার্ড নেলসন দম্পতি শুধু নন, যাঁর জন্মের পর এই চিঠি লেখা হয়েছিল, সেই জিমিও সম্প্রতি মারা গেছেন। ভাইকে নিয়ে কোনি অ্যান্ডারহোলম বলেন, গত আগস্টে তিনি মারা গেছেন। বেঁচে থাকলে আমরা তাঁকে এই চিঠির কথা জানাতে পারতাম। এটা দেখাতে পারতাম। এত বছরের পুরোনো এই চিঠি আমাকে নস্টালজিক করে তুলেছে।

তবে প্রায় সাত দশক ধরে চিঠিটি কোথায় ছিল, এত দিন প্রাপকের ঠিকানায় পৌঁছায়নি কেন—এমন নানা প্রশ্নের উত্তর অজানা রয়ে গেছে।

NONA ENTERTAINMENT PRESENTS
NONA Entertainment
শ্রাবণী
ASIF AKBAR
DIRECTOR: MOHON ISLAM
music video
STORY: S ARKO | LYRICS: DR. CHOUDHURY S. HASAN | MUSIC: NAFEEZ IQBAL
ARTIST: SUSMITA SINHA & ASHIK CHOWDHURY | ART DIRECTOR: SOHRAB | DOP: ARIFUL ISLAM
CREATIVE: FOISAL AGUN | LINE PRODUCER : MD SOHEL KHAN | EDIT/COLOR: FOKRUL ISLAM | LABEL : NONA ENTERTAINMENT
PRODUCED BY : DR CHOUDHURY S. HASAN

Shahjalal®

শাহজালাল পরোটা

এখন সর্বত্র পাওয়া যাচ্ছে

PREMIUM FOODS USA INC.

50-49, 49th Street, Woodside, New York 11377

Tel: 718 440 9451, 718 392 0024 | Fax: 718.360.0439

www.premiumfoods.us

ডা. মো. আব্দুল বাছিত
মেডিসিন বিশেষজ্ঞ

ডা. শামসি রহমান
মেডিসিন বিশেষজ্ঞ বাংলাদেশি মহিলা ডাক্তার

বাংলাদেশী মেডিসিন বিশেষজ্ঞ

ডাঃ শামসি রহমান
Ex-Attending Physician Ambulatory Care Elmhurst Hospital
মেডিসিন বিশেষজ্ঞ বাংলাদেশী মহিলা ডাক্তার

ডাঃ মোঃ আব্দুল বাছিত
মেডিসিন বিশেষজ্ঞ
Diplomate of American Board of Internal Medicine
Assistant Professor of Medicine
MOUNT SINAI SCHOOL OF MEDICINE
Attending Physician (Medicine Department)
QUEENS HOSPITAL CENTER

সেবা সমূহ

Same Day Appointment
Walk-in Welcome

- প্রাইমারী কেয়ার/ মেডিসিন বিশেষজ্ঞ।
- অফিসেই রক্ত, প্রশাব পরীক্ষা ও ইকেজির ব্যবস্থা আছে।
- ফ্লু, হজ্বসহ অন্যান্য ভ্যাকসিন।
- জব, ফুল, টি.এল.সি (TLC) সম্পর্কিত শারীরিক পরীক্ষা।
- ফ্রি ব্লাড প্রেসার ও ডায়াবেটিস চেক-আপের ব্যবস্থা।
- যাদের হেলথ্ ইন্সুরেন্স নাই বিশেষ চিকিৎসার সুযোগ।

জ্যাকসন হাইটস অফিস - রোগী দেখার সময়:
সোম থেকে শুক্রবার ঃ সকাল ১০টা থেকে বিকাল ৩:৩০ মিঃ পর্যন্ত।
শনিবার ঃ সকাল ১০টা থেকে বিকাল ৩ টা পর্যন্ত।

ওজনপার্ক অফিস - রোগী দেখার সময় ঃ
মঙ্গলবার থেকে শুক্রবার ঃ বিকাল ৪টা থেকে সন্ধ্যা ৭:৩০ মিঃ পর্যন্ত।
শনিবার ঃ বিকাল ৩টা থেকে ৫:৩০ মিঃ পর্যন্ত।

বাছিত মেডিকেল কেয়ার

JACKSON HEIGHTS OFFICE:
40-37 74th Street
Elmhurst, NY 11373
Tel: 917-780-4510
Fax: 347-875-3911

OZONE PARK OFFICE:
97-47 77th Street,
Ozone Park, NY 11416
Tel : 718-307-5796
Fax : 347-875-3911

একসিডেন্ট ও ইনজুরি কেইসেস
অভিজ্ঞ আমেরিকান ট্রায়াল আইনজীবি দ্বারা পরিচালিত
আইনী প্রতিষ্ঠান

LAW OFFICES OF
SURDEZ & PEREZ, P.C.

SURDEZ & PEREZ, P.C.

We Specialize in Personal Injury and Negligence Cases
Call us:
718-482-7766, 917-562-1368
প্রয়োজনে আমরাই পৌঁছে যাব আপনার কাছে

পরামর্শের জন্য ফি লাগে না

Free Consultation

কেবলমাত্র কেইসে সাফল্য লাভের পরই আমরা ফি গ্রহণ করে থাকি

আমাদের কার্যক্রম ও পরামর্শের ক্ষেত্রসমূহ:
- গাড়ী দুর্ঘটনা
- বাস,ট্রেন অথবা মোটর সাইকেল
- ব্রেইন ইনজুরি
- এলিভেটর একসিডেন্ট
- স্লুল লায়াবিলিটি
- খেলার মাঠে দুর্ঘটনা
- বার্ণ ইনজুরি
- নির্মাণ কাজে দুর্ঘটনা
- পিছলে পড়ে গেলে
- লেড পয়জনিং
- কুকুর কামড়ালে
- ডাক্তারের ভুল চিকিৎসা

আমাদের বৈশিষ্ট্যসমূহ:
অভিজ্ঞতা সম্পন্ন ট্রায়াল এটর্ণী দ্বারা পরিচালিত একটি আইনী প্রতিষ্ঠান। সততা ও নিষ্ঠা। ক্লায়েন্টের পক্ষে রায়ের জন্য দক্ষতার সাথে সর্বাত্মক চেষ্টা। দ্রুত কেস সেটেলমেন্টের নিশ্চয়তা

যে কোন পরামর্শের জন্য যোগাযোগ করুন

Mohammed Ali
718-482-7766
917-562-1368
alimd@surdezlaw.com
alimd1040@yahoo.com

32-72 Steinway Street, Suite# 401
Astoria, NY 11103

www.surdezperezlaw.com

Immigrant Elder Home Care LLC
হোম কেয়ার

ঘরে বসেই প্রিয়জনদের সেবার মাধ্যমে অর্থ উপার্জন করুন

$২১ প্রতি ঘন্টা

নিউইয়র্ক ষ্টেটের হেলথ ডিপার্টমেন্টের সিডিপেপ/হোম কেয়ার প্রোগ্রামের মাধ্যমে আপনি ঘরে বসেই আপনার পিতা-মাতা শ্বশুড়-শ্বাশুড়ী, আত্মীয়-স্বজন ও প্রতিবেশীদের সেবা দিয়ে প্রতি সপ্তাহে অর্থ উপার্জন করতে পারেন।

কোন প্রশিক্ষণের প্রয়োজন নেই এবং আমরা কোন ফি চার্জ করি না।

আজই যোগাযোগ করুন:
গিয়াস আহমেদ, চেয়ারম্যান / সিইও /৯১৭-৭৪৪-৭৩০৮

Corporate Office
37-05 74st, 2nd Fl
Jackson Heights, NY 11372
917-744-7308, 718-457-0813

Long Island Office
1 Blacksmith Lane
Dix Hill, NY 11731
718-406-5549

Bronx Office
2148 Starling Ave.
Bronx, NY 10462
917-744-7308, 718-457-0813

Ozone Park Office
175 B Forbell Street
Brooklyn, NY 11208
Tel: 917-744-7308

Buffalo Office
642 Walden Avenue
Buffalo, NY 14211
Tel: 347-837-1162

May this coming year bless you with
love peace and empowerment

ইংরেজী নতুন বছরের

শুভেচ্ছা

Mohammad Khairul
President
SK Foundation
Businessman & Community Activist
Phone: 347-484-0936
Email: khairulm077@gmail.com

2022
Happy New Year

ইংরেজী নববর্ষের
শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন

পুরাতন বছরের দুঃখ-গ্লানি মুছে নতুন বছর বয়ে আনুক সবার
জীবনে অনাবিল সুখ, শান্তি ও সমৃদ্ধি

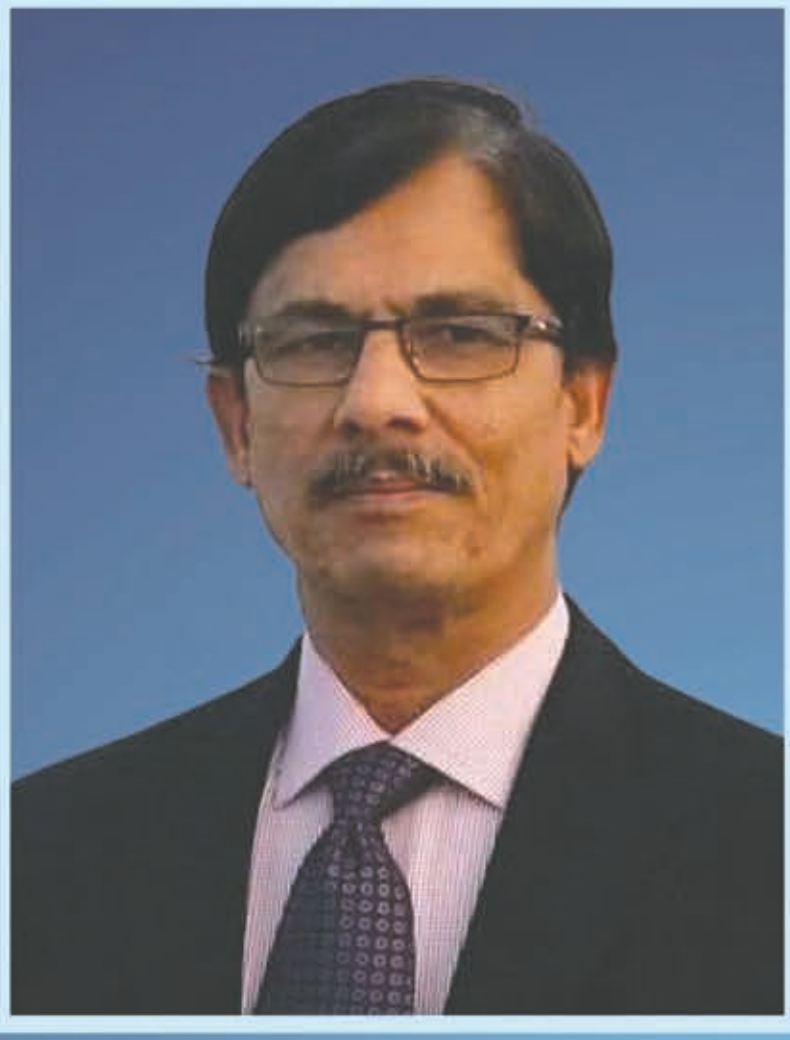

কাজী আশরাফ হোসেন নয়ন
সভাপতি পদপ্রার্থী
বাংলাদেশ সোসাইটি
সাবেক সভাপতি
মিরসরাই সমিতি ইউএসএ

Total
— দেশী ওটিটি অপারেটর —

TBN 24

টিবিএন২৪ টেলিভিশন
দেখতে সাবস্ক্রাইব করুন
টোটাল কেবল্

একমাত্র আমাদেরই রয়েছে সুদক্ষ টেকনিশিয়ান সহ সর্বোচ্চ সময় কাষ্টমার কেয়ার সুবিধা

বাৎসরিক ফী $240.00
সংযোগটি পেতে আজই কল করুন
718 777 6556

দ্বি-বার্ষিক সম্মেলন ২০২২

৯ জানুয়ারী, রবিবার ২০২২
সময় ঃ দুপুর ১টা থেকে রাত ৯টা পর্যন্ত

স্থান ঃ জুইস সেন্টার
৩৭ এভিনিউ ও ৭৭ স্ট্রীটের কর্ণারে

প্রধান অতিথি
জামসেদ আনোয়ার তপন
সাধারণ সম্পাদক, উদীচী কেন্দ্রীয় সংসদ

বিশেষ অতিথি
রফিকুল হাসান জিন্নাহ
সহ-সভাপতি, উদীচী কেন্দ্রীয় সংসদ

বিশেষ অতিথি
আজিজুল মালিক
সদস্য কেন্দ্রীয় কমিটি, দায়িত্বপ্রাপ্ত সদস্য- কানাডা ও আমেরিকা

সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানঃ উদীচী শিল্পী গোষ্ঠী

আয়োজনেঃ আহ্বায়ক কমিটি
উদীচী শিল্পী গোষ্ঠী যুক্তরাষ্ট্র

PEOPLE N TECH

A Global Leader in Skill Development, Job Placement & Outsourcing

If you are stuck at home during this pandemic, take advantage of the time and get certified as a software tester and earn 100k to 200k

25% - 35%

DISCOUNT

QA Selenium Automation Course

Weekend Batch Start Date:
April 11th 2020 (VA Campus)
Saturday and Sunday (9:00AM to 2:00PM)

Weekday Batch Start Date:
April 14th 2020 (VA Campus)
Tuesday and Wednesday (6:00PM to 11:00PM)

Weekend Afternoon Batch Start Date:
April 19th 2020,(NY Campus)
Saturday and Sunday (2:30PM to 7:30PM)

Provided jobs to 6000+ Students

We have 15 years of experience in Training and Job Placement.

Certified Computer Training Institute by:

New York State Education Department & Bureau of Proprietary School Supervision
State Council of Higher Education for Virginia

Authorized Empolyment Agency by:

NYC Department of Consumer Affairs NYCDCA Certified

info@piit.us | 1-855-JOB-PIIT(1-855-562-7448) | www.piit.us

M&N HOME CARE SERVICES LLC

$23/hr

CD PAP - PCA - HHA

866-688-6922

নিউইয়র্কে শ্রীমঙ্গল পৌরসভার মেয়র মোহাম্মদ মহসিন মিয়া মধুকে গণসংবর্ধনা। ছবি : সংগৃহীত

শ্রীমঙ্গলের মেয়রকে প্রবাসী সংবর্ধনা

উত্তর আমেরিকা অফিস

নিউইয়র্কে শ্রীমঙ্গল পৌরসভার মেয়র মোহাম্মদ মহসিন মিয়া মধুকে গণসংবর্ধনা দিয়েছে যুক্তরাষ্ট্র প্রবাসী শ্রীমঙ্গলবাসী। ২২ ডিসেম্বর বুধবার রাতে কুইন্সের আগ্রা প্যালেসে শ্রীমঙ্গল এসোসিয়েশন অব আমেরিকা এই সংবর্ধনার আয়োজন করে। অনুষ্ঠানটি শ্রীমঙ্গলবাসীর মিলনমেলায় পরিণত হয়।

শ্রীমঙ্গল এসোসিয়েশনের সভাপতি মামুনুর রশীদ শিপুর সভাপতিত্বে এবং সহ-সভাপতি মিজানুর রহমান, সাধারণ সম্পাদক মোস্তাক এলাহী চমন ও সাংগঠনিক সম্পাদক খলিলুর রহমানের যৌথ পরিচালনায় অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জালালাবাদ এসোসিয়েশন অব কানাডার প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি ও বিএনপির স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উদযাপন কমিটি কানাডার আহ্বায়ক ফয়সল আহমদ চৌধুরী, নিউইয়র্ক স্টেট আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক শাহীন আজমল, মৌলভীবাজার ডিস্ট্রিক্ট এসোসিয়েশন অব নর্থ আমেরিকার সভাপতি ফজলুর রহমান, জকিগঞ্জ সোসাইটির উপদেষ্টা ও স্টেট আওয়ামী লীগের সহ-সভাপতি সৈয়দ আতিকুর রহমান, আমেরিকা বাংলাদেশ ওয়েলফেয়ার এসোসিয়েশন ও বেঙ্গল ট্যাক্স সার্ভিসের প্রতিষ্ঠাতা জুলকার হায়দার।

সভায় বক্তব্য রাখেন সংগঠনের উপদেষ্টা লুৎফে এলাহী মবু, মাওলানা মো. মাশহুদ ইকবাল, সুফিয়ান আহমদ চৌধুরী, সদস্য আলম উদ্দীন, দিলদার হোসেন, গোবিন্দ বানিয়া, নোমানুল হক, সাকিল আলী, প্রণয় সেন চৌধুরী, রিপন মিয়া। পবিত্র কোরআন থেকে তেলাওয়াত এবং দেশ, জাতি ও করোনামুক্ত বিশ্ব কামনায় বিশেষ দোয়া, মোনাজাত পরিচালনা করেন পার্কচেস্টার জামে মসজিদের সাবেক ইমাম ও খতিব মাওলানা মো. মাসহুদ ইকবাল। মেয়র মহসিন মিয়া মধু আয়োজকদের প্রতি বিশেষ কৃতজ্ঞতা জানিয়ে আজীবন তাঁর এলাকার অসহায় দরিদ্রসহ সাধারণ মানুষের সেবায় নিজকে নিয়োজিত রাখার অঙ্গীকার ব্যক্ত করেন। শ্রীমঙ্গলের উন্নয়নসহ বিভিন্ন বিষয় তুলে ধরে আরও সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার প্রত্যয় ব্যক্ত করেন।

ট্র্যান্ডি ইউএসএ এখন জ্যাকসন হাইটসে

রোকেয়া দীপা

শাড়ি যেকোনো নারীর মোহনীয়তা আর ভালো লাগার আরেক নাম। নারীকে আকর্ষণীয় করে তুলতে শাড়ি অতুলনীয় পোশাক। দেশে, কি প্রবাসে— সব নারীর পোশাকের আধুনিকায়ন হলেও বাঙালি নারীর সৌন্দর্য্য ফুটে ওঠে কেবল শাড়িতেই।

বিদেশের মাটিতে সর্বোচ্চ কোয়ালিটির দেশীয় পণ্য পৌঁছে দিতে ট্র্যান্ডি আমারিকার মাটিতে জেকসন হাইটসে একটা শোরুম দেয়। আমেরিকার মাটিতে বাংলাদেশের প্রতিবেশী দেশগুলোর বড় বড় ব্র্যান্ড থাকলেও বাংলাদেশের নিজস্ব কোনো বড় ব্র্যান্ড আজো প্রতিষ্ঠিত হয়নি। যদিও বাংলার জামদানি, মসলিন ও অনান্য তাঁতপণ্য পৃথিবী বিখ্যাত। এই শূন্যতা তাদের ব্যাথিত

করেছে।

দেশীয় পণ্যের প্রতি অগাধ ভালোবাসা থেকে বিদেশের মাটিতে সর্বোচ্চ কোয়ালিটির দেশীয় পণ্য পৌঁছে দিতে তারা একঝাঁক তরুণ-তরুণী নিরলস কাজ করে যাচ্ছে। তারকা মডেলদের এক্সক্লুসিভ ঢাকাই জামদানি শাড়িসহ যেকোনো জামদানি পণ্য সবচেয়ে কম দামে ট্র্যান্ডি ইউএসএতেই পাওয়া যাচ্ছে।

এছাড়া মণিপুরী, মসলিন, জামদানি কাপড়ের থলে, ব্লাউজ, জামদানি থ্রী পিস, পাঞ্জাবি—নানা ধরনের দেশীয় জিনিস পাওয়া যায়। বাংলাদেশ থেকে খুব কষ্ট করে দেশি শাড়ি এখন আনাতে হবে না। আমেরিকায় বসেই পাওয়া যায় প্রায় দেশের দামে দেশীয় পণ্য! জ্যাকসন হাইটসে তাদের শোরুমে। দেখে-শুনে নিজের পছন্দ মতো করে কেনার সুযোগ আছে। তাদের ঢাকা অফিস থেকে বিশ্বব্যাপী জামদানি পণ্য হোলসেল করা হয়। মুগ্ধতা ছড়িয়ে দিতে চায় তারা —এই প্রত্যয় নিয়ে তাদের পথচলা! প্রতিদিন সকাল ১০টা থেকে রাত ১১টা, অফিস টাইমের পরেও রাত ১১টা অবধি আপনার প্রিয়জনকে নিয়ে আসতে পারেন।

HAPPY NEW YEAR 2022

বাড়ি ক্রয়, বিক্রয় কিংবা ভাড়ার জন্য আপনার
প্রয়োজন দক্ষ, সৎ বিশ্বস্ত এজেন্ট

সুখেন গমেজ

লাইসেন্স রিয়েল এস্টেট এজেন্ট

929 395 8430
347-846-1200
347-846- 1569
Sukhen.gomes@gmail.com
Sukhen.kw.com
Sukhen Gomes Real Estate
Sukhen Gomes Keller Williams
Sukhen.gomes.real.estate
@GomesSukhen
Sukhen Gomes

kw LANDMARK II
KELLERWILLIAMS. REALTY

75-35 31st Avenue, Suite:202,Jackson Heights,NY- 11370

মুহিবুন্নেছা সম্মাননা পদক প্রদান অনুষ্ঠানে পরিকল্পনামন্ত্রী

১০০ লাখ কোটি ডলার ছাড়াচ্ছে বিশ্ব

শেষ পৃষ্ঠার পর

আর চীনের ১৩ লাখ ৪০ হাজার কোটি ডলার।ইতিপূর্বে সিইবিআরের ওয়ার্ল্ড ইকোনমিক লিগ টেবলের (ডব্লিউইএলটি) গত বছরের ডিসেম্বরের পূর্বাভাসে ২০২৮ সালে চীন যুক্তরাষ্ট্রকে টপকে যেতে পারে বলে উল্লেখ করা হয়েছিল।ভারতের বর্তমান অর্থনীতি যে গতিতে এগোচ্ছে, তা অব্যাহত থাকলে আগামী বছরের মধ্যে তারা ফ্রান্সকে পেছনে ফেলবে।

বিশ্বব্যাংকের তথ্যমতে, ফ্রান্সের বর্তমান অর্থনীতির পরিমাণ ২ লাখ ৭৮ হাজার কোটি ডলার। আর ভারতের ২ লাখ ৭২ হাজার কোটি ডলার। ফ্রান্স ও ভারত যথাক্রমে বর্তমান বিশ্বের ষষ্ঠ ও সপ্তম বৃহৎ অর্থনীতি।সিইবিআরের প্রতিবেদন মতে, ইউরোপের শীর্ষ অর্থনীতি জার্মানি অব্যাহতভাবে ভালো করছে। ২০৩৩ সালের মধ্যে তা জাপানকে টপকে বিশ্বের তৃতীয় অর্থনীতিতে পরিণত হতে পারে।

আর ২০৩৬ সালের মধ্যে শীর্ষ দশ অর্থনীতিতে প্রবেশ করতে পারে রাশিয়া। প্রায় দুই বছর করোনার সঙ্গে লড়াইয়ের পর ধীরে ধীরে ঘুরে দাঁড়াচ্ছে বিশ্ব অর্থনীতি। তবে সম্প্রতি বিশ্বের দেশে দেশে মূল্যস্ফীতি বেড়েছে। যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, চীনসহ শীর্ষ অর্থনীতিগুলোতে এ অবস্থা প্রকট। যুক্তরাষ্ট্রের বর্তমান মূল্যস্ফীতি ৬ শতাংশের বেশি, যা প্রায় তিন দশকের সর্বোচ্চ। চীনের ৭ শতাংশের বেশি। যুক্তরাজ্যের ৪ শতাংশের বেশি যা ২০১১ সালের পর সর্বোচ্চ।

এ অবস্থায় চলতি দশকে অর্থনীতির বিকাশ মূল্যস্ফীতি কীভাবে নিয়ন্ত্রণ করা হচ্ছে, অনেকটা তার ওপর নির্ভর করবে বলে মন্তব্য করেছে সিইবিআরের ডেপুটি চেয়ারম্যান ডগলাস ম্যাকউইলিয়ামস। তিনি বলেন, অর্থনীতির বিকাশ অব্যাহত রাখতে হলে মূল্যস্ফীতিকে নিয়ন্ত্রণে রাখতে হবে। এ জন্য কেন্দ্রীয় ব্যাংকসহ সংশ্লিষ্টদের দূরদর্শীপূর্ণ নীতি গ্রহণ করতে হবে। ২০২২ সাল যদি সাবধানে পার করা না যায়, তবে ২০২৩-২৪ সালের মধ্যে নতুন মন্দায় পড়তে পারে বিশ্ব অর্থনীতি।

মার্কিন নিষেধাজ্ঞা নিয়ে নতুন শঙ্কা

শেষ পৃষ্ঠার পর

পর নিরাপত্তা বাহিনীর সদস্যরা একটু সমঝে চলছেন। তবে এতে গুমের আশঙ্কা বাড়ে বলে তাঁরা মন্তব্য করেছেন।এদিকে র‍্যাব কর্মকর্তাদের ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপের আগেই বাংলাদেশের নিরাপত্তা বাহিনীর জন্য দেওয়া অনুদান কোথায় কীভাবে ব্যবহৃত হয়েছে, তা জানতে চেয়েছে যুক্তরাষ্ট্র। মানবাধিকার সুরক্ষার স্বার্থে বিভিন্ন দেশের নিরাপত্তা বাহিনীর জন্য এই অনুদান দেয় দেশটি। গুরুতর মানবাধিকার লঙ্ঘনের দায়ে র‍্যাব কর্মকর্তাদের ওপর নিষেধাজ্ঞা ও অনুদানের খরচের খতিয়ান চাওয়ার মধ্যে যোগসূত্র দেখছেন অনেকে।১ ডিসেম্বর যুক্তরাষ্ট্র এক চিঠিতে জানায়, লিহেই আইনের নতুন সংশোধনী অনুযায়ী মার্কিন অনুদান অব্যাহত রাখতে চাইলে চুক্তি সই করতে হবে।এ ছাড়া মানবাধিকার সুরক্ষার স্বার্থে বাংলাদেশের নিরাপত্তা বাহিনীর জন্য দেওয়া অনুদান কোথায়, কীভাবে ব্যবহৃত হয়েছে, তা-ও জানাতে হবে।

মার্কিন অনুদান পেতে বাংলাদেশ চুক্তি করবে কি না, সে বিষয়ে ১৫ ডিসেম্বরের মধ্যে জবাব দিতে বলা হয়েছিল। যদিও ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত সময় চেয়েছে বাংলাদেশ।নিরপরাধ বেসামরিক নাগরিক, রাজনৈতিক প্রতিপক্ষ এবং শান্তিপূর্ণ আন্দোলনকারীদের ওপর দমন, নিপীড়ন ও গুরুতর মানবাধিকার লঙ্ঘনের অভিযোগে র‍্যাবের বর্তমান ও সাবেক ছয় কর্মকর্তার ওপর নিষেধাজ্ঞা দেয় যুক্তরাষ্ট্রের অর্থ মন্ত্রণালয়ের বৈদেশিক সম্পদ নিয়ন্ত্রণ কার্যালয়। সেখানে র‍্যাবের বর্তমান মহাপরিচালক চৌধুরী আব্দুল্লাহ আল মামুন, অতিরিক্ত মহাপরিচালক খান মোহাম্মদ আজাদ, সাবেক মহাপরিচালক (বর্তমানে আইজিপি) বেনজীর আহমেদ, সাবেক অতিরিক্ত মহাপরিচালক তোফায়েল মুস্তাফা সারওয়ার, সাবেক অতিরিক্ত মহাপরিচালক মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর আলম এবং সাবেক অতিরিক্ত মহাপরিচালক মোহাম্মদ আনোয়ার লতিফ খানের নাম রয়েছে। এ ছাড়া যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্র দপ্তর পৃথক এক ঘোষণায় র‍্যাব-৭-এর সাবেক অধিনায়ক মিফতাহ উদ্দীন আহমেদের ওপর সে দেশে ঢোকার ওপর নিষেধাজ্ঞা দিয়েছে। কক্সবাজারের টেকনাফে পৌর কাউন্সিলর একরামুল হককে বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ডের মধ্য দিয়ে গুরুতর মানবাধিকার লঙ্ঘনে সম্পৃক্ততার জন্য তাঁর বিরুদ্ধে এ ব্যবস্থা নেয়া হয়।আইন ও সালিশ কেন্দ্রের (আসক) তথ্যানুযায়ী, গত জানুয়ারি থেকে নভেম্বর পর্যন্ত দেশে ৬৭টি ক্রসফায়ারের ঘটনা ঘটেছে।

এর মধ্যে র‍্যাবের সঙ্গে ২৫টি, পুলিশের ২৫টি, নৌ-পুলিশ একটি এবং বিজিবির ক্রসফায়ারে ১৬ জন নিহত হয়েছেন। ১ থেকে ৬ ডিসেম্বর পর্যন্ত ক্রসফায়ারে ছয়জন মারা গেছেন। ৬ ডিসেম্বরের পর দেশে ক্রসফায়ারে কেউ মারা যায়নি। র‍্যাবের গোয়েন্দা বিভাগ সূত্র বলছে, প্রতিষ্ঠার পর থেকে র‍্যাবের সঙ্গে ১ হাজার ২৩টি বন্দুকযুদ্ধে ১ হাজার ৩১০ জন নিহত হয়েছেন। ক্রসফায়ারের ৯৮১টি ঘটনা তদন্ত করে ২৬ জন র‍্যাব সদস্যকে দোষী সাব্যস্ত করা হয়েছে।র‍্যাব কর্মকর্তাদের ওপর নিষেধাজ্ঞার পর নিরাপত্তা বাহিনীর অন্য সদস্যসহ স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তাদের ওপর নিষেধাজ্ঞা দেয় কি না, এমন আশঙ্কা রয়েছে সরকারি কর্মকর্তাদের মধ্যে। যদিও এ নিয়ে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের কোনো কর্মকর্তা নাম প্রকাশ করে বক্তব্য দিতে রাজি হননি। তাঁরা বলছেন, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীসহ স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের শীর্ষ কর্মকর্তাদের ওপর যুক্তরাষ্ট্র নতুন করে নিষেধাজ্ঞা দিলে আপাতদৃষ্টিতে খুব একটা ক্ষতি হবে না। তবে এমন ঘটনা ঘটলে নেতিবাচক ভাবমূর্তি তৈরি হবে। একজন কর্মকর্তা বলেন, বাংলাদেশের নিরাপত্তা বাহিনীর জন্য দেওয়া অনুদান কোথায়, কীভাবে ব্যবহৃত হয়েছে—হঠাৎ করে তা কেন জানতে চাইছে তারা। একই সময়ে র‍্যাব কর্মকর্তাদের ওপর নিষেধাজ্ঞা এসেছে; এসবের মধ্যে যোগসূত্র আছে।

র‍্যাবের মুখপাত্র কমান্ডার খন্দকার আল মঈন সম্প্রতি বাংলাদেশের একটি দৈনিক পত্রিকাকে বলেন, তাঁরা এখনো যুক্তরাষ্ট্রের নিষেধাজ্ঞার সরকারি চিঠি পাননি। চিঠি পেলে স্বরাষ্ট্র বা পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে তা নিরীক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিয়ে জবাব দেয়া হবে।মানবাধিকারকর্মী নূর খান লিটন বলেন, দুই সপ্তাহ বন্দুকযুদ্ধ কমেছে বলে খুশি হওয়ার কিছু নেই। কারণ, আগের পরিসংখ্যান বলছে, বন্দুকযুদ্ধের সংখ্যা কমলে গুমের সংখ্যা বেড়ে যায়। আবার গুমের সংখ্যা কমলে বন্দুকযুদ্ধ বেড়ে যায়।এ বিষয়ে আওয়ামী লীগের শীর্ষস্থানীয় তিনজন নেতার সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তাঁদের কেউ কথা বলতে চাননি। বিষয়টি নিয়ে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খানের সঙ্গে কথা বলার পরামর্শ দেন তাঁরা। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী এ বিষয়ে পুলিশের সঙ্গে কথা বলার পরামর্শ দেন।

বাংলাদেশের নিরাপত্তা বাহিনীর জন্য দেওয়া অনুদান খরচের খতিয়ান ও র‍্যাব কর্মকর্তাদের ওপর নিষেধাজ্ঞার মধ্যে যোগসূত্র আছে কি না, সে বিষয়ে কোনো মন্তব্য করেননি তিনি। অসত্য তথ্যের ওপর ভিত্তি করে র‍্যাব কর্মকর্তাদের ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়েছে বলেও দাবি করেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী। বাংলাদেশের অন্য কর্মকর্তাদের ওপর মার্কিন নিষেধাজ্ঞা আসতে পারে বলে যে গুঞ্জন রয়েছে, সে বিষয়েও কোনো মন্তব্য করেননি তিনি।

সিলেটের উন্নয়নের একযোগে কাজ করি: পরিকল্পনামন্ত্রী

বিশেষ প্রতিনিধি

পরিকল্পনামন্ত্রী এমএ মান্নান এমপি বলেছেন, বঙ্গবন্ধু কন্যা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা গণমানুষের ভাগ্য উন্নয়নে আন্তরিকভাবে কাজ করে যাচ্ছেন। আসুন উন্নয়নের জন্য আমরা একযোগে কাজ করি। কাজের জন্য টাকা কোনো সমস্যা নয়।

সিলেট প্রেসক্লাব আয়োজিত সিলেট প্রেসক্লাব-মুহিবুন্নেছা সম্মাননা পদক প্রদান অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এ কথা বলেন। ২৭ ডিসেম্বর সোমবার সন্ধ্যায় ক্লাবের আমীনুর রশীদ চৌধুরী মিলনায়তনে প্রবীণ সাংবাদিক আব্দুল হামিদ মানিককে এ পদক প্রদান করা হয়। সিলেট প্রেসক্লাব সভাপতি ইকবাল সিদ্দিকীর সভাপতিত্বে ও সাধারণ সম্পাদক আব্দুর রশিদ মো. রেনুর পরিচালনায় অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি ছিলেন সিলেট সিটি করপোরেশনের মেয়র আরিফুল হক চৌধুরী।

সিলেট সিটি কর্পোরেশনের মেয়র আরিফুল হক চৌধুরীকে আরও বেশি করে উন্নয়ন প্রকল্প প্রেরণের তাগাদা দিয়ে মন্ত্রী বলেন, এসব প্রকল্প বাস্তবায়নে তাঁর সর্বাত্মক সহযোগিতা অব্যাহত থাকবে।

ঘুরে দাঁড়ানোর চেষ্টায়

শেষ পৃষ্ঠার পর

তাঁর লিভার সিরোসিস শনাক্ত হয়েছে। এর আগে তিনি করোনায় আক্রান্ত হয়েছিলেন। বিদেশে চিকিৎসার জন্য তাঁর পরিবার ও দলের পক্ষ থেকে সরকারের কাছে বারবার আবেদন করা হলেও তা নাকচ হয়েছে। ফলে দাবি আদায়ের জন্য বড় আন্দোলনের পথে হাঁটার চিন্তা করে বিএনপি। এরই ধারাবাহিকতায় বিএনপি এবং এর অঙ্গ ও সহযোগী সংগঠনগুলো দেশব্যাপী নানা কর্মসূচি পালন করছে। ৩০ ডিসেম্বরের মধ্যে দেশের ৩২টি জেলায় সমাবেশ করবে বিএনপি। পরবর্তী সময়ে বাকি জেলায়ও এমন কর্মসূচি পালনের কথা রয়েছে।

বিএনপির একাধিক দায়িত্বশীল নেতার সঙ্গে কথা বলে জানা যায়, আসছে বছরের শুরু থেকে নির্দলীয় নিরপেক্ষ সরকারের দাবিতে মাঠ গরম করার কথা ছিল। কিন্তু খালেদা জিয়ার মুক্তি ও বিদেশে চিকিৎসার মতো গুরুত্বপূর্ণ বিষয় থাকায় সেই পরিকল্পনা বদলাতে হয়েছে। অনেকটা আগাম মাঠে নামতে হয়েছে। শান্তিপূর্ণ কর্মসূচির মধ্য দিয়ে খালেদা জিয়ার জন্য সারা দেশে বিভিন্ন কর্মসূচি পালন করা হচ্ছে। তাঁরা বলছেন, এসব কর্মসূচির মধ্য দিয়ে খালেদা জিয়াকে বিদেশে চিকিৎসার দাবি আদায় হলেও চলমান আন্দোলনে ভাটা পড়বে না। দাবি আদায় হলেও চলমান আন্দোলনের ধারাবাহিকতা বজায় রেখে তা আরও বেগবান করা হবে আগামী দিনের কঠোর আন্দোলনের জন্য। ওই আন্দোলন হবে নির্দলীয় নিরপেক্ষ সরকারের অধীনে নির্বাচন অনুষ্ঠানের, আন্দোলন হবে সরকার পতনের। আর খালেদা জিয়াকে ঘিরে জনগণকে সম্পৃক্ত করে ভালোভাবে ঘুরে দাঁড়াতে চায় বিএনপি।

বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য গয়েশ্বর চন্দ্র রায় ২৮ ডিসেম্বর নওগাঁয় বলেছেন, 'আমরা গণতান্ত্রিক ও নিয়মতান্ত্রিকভাবে পথ চলতে চাই। সেই পথে চলতে গিয়ে যখন বাধাপ্রাপ্ত হব, তখন আর নিয়মের তোয়াক্কা করব না।'

বিএনপির চলমান আন্দোলনকে 'কমপ্লিট প্যাকেজ' বলছেন দলটির স্থায়ী কমিটির সদস্য আমীর খসরু মাহমুদ চৌধুরী। তাঁর মতে, বিএনপির চলমান আন্দোলন কেবল খালেদা জিয়ার মুক্তি ও বিদেশে চিকিৎসার দাবিতে নয়। একই সঙ্গে নির্দলীয় নিরপেক্ষ সরকারের অধীনে নির্বাচন অনুষ্ঠানের মাধ্যমে জনগণের সরকার প্রতিষ্ঠারও আন্দোলন।

ইসলামে মিতব্যয়িতা

শেষ পৃষ্ঠার পর

আল্লাহ তাঁর দয়াপ্রাপ্ত মুমিনদের কিছু বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করেছেন। এগুলোর অন্যতম হলো মিতব্যয়িতা। সুরা ফুরকান-এর ৬৭ নম্বর আয়াতে ইরশাদ হয়েছে, '(রহমানের বান্দা তো তারাই) যারা অপব্যয়ও করে না, আবার কৃপণতাও করে না। তাদের পন্থা হয় উভয়ের মধ্যবর্তী।'

প্রয়োজনের অতিরিক্ত সম্পদ বা খাদ্যটুকু অপচয় না করে গরীবকে সাহায্য করলে যেমন অপব্যয় থেকে নিজেকে গোনাহ থেকে রক্ষা করা যায় অন্যদিকে বহুলাংশে গরীব মানুষের অভাব-অনটন লাঘব হয়। এ বিষয়ে পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হয়েছে, 'আত্মীয়-স্বজনকে তার হক দিয়ে দাও এবং অভাবগ্রস্ত ও মুসাফিরকেও। আর কিছুতেই অপব্যয় কোরো না। নিশ্চয়ই অপব্যয়কারীরা শয়তানের ভাই।' (সুরা : বনি ইসরাইল, আয়াত : ২৬-২৭)

রাসুলে কারিম (সা.) অপব্যয়ের বিরুদ্ধে কঠোর অবস্থানে ছিলেন। একদা রাসুলুল্লাহ (সা.) সাদ (রা.)-কে অজুর মধ্যে প্রয়োজনের অতিরিক্ত পানি ব্যয় করতে দেখে বলেন, 'হে সাদ! অপচয় করছ কেন? সাদ (রা.) বলেন, ওজুতে কি অপচয় হয়? নবীজী (সা.) বলেন, 'হ্যাঁ। প্রবহমান নদীতে বসেও যদি তুমি অতিরিক্ত পানি ব্যবহার করো, তা অপচয়।' (ইবনে মাজা, হাদিস : ৪২৫)

অপচয় যেমন মিতব্যয়িতার প্রতিবন্ধক, তেমনি অপব্যয়ও মিতব্যয়ী হওয়ার পথে অন্তরায়। কেউ জৌলুস প্রদর্শনে কিংবা অপ্রয়োজনীয় বিনোদনে খরচ করছে লাখ লাখ টাকা। আর তার পাশের একজন অসুস্থ গরীব মানুষ হয়তো টাকার অভাবে দু'বেলা খাবার খেতে পারছে না। একজন মুমিনকে মনে রাখতে হবে, সঞ্চয় করতে গিয়ে যেন কৃপণের তালিকাভুক্ত হয়ে না যায়, আবার যেন অপব্যয়কারী হিসেবে চিহ্নিত না হয়। কৃপণতা না করে ইসলাম নির্দেশিত খাতে খরচে কোনো রকমের দ্বিধাবোধ না করে।

মিতব্যয়ী হলে মহান আল্লাহ দারিদ্র্যমুক্ত জীবন দান করবেন—এমনটিই রাসুলে কারিম (সা.)-এর ভবিষ্যদ্বাণী। আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসুলে কারিম (সা.) বলেন, 'যে ব্যক্তি পরিমিত ব্যয় করে সে নিঃস্ব হয় না।' (মুসনাদে আহমাদ : ৭/৩০৩) অর্থাৎ যে ব্যক্তি অর্থব্যয়ে পরিমিতবোধের চর্চা করবে, অনটন তার নাগাল পাবে না। ইসলামের এ মহান শিক্ষা যথাযথ অনুসরণ না করার কারণেই আজ আমাদের অনেকে উপার্জনের যাচিত সুফল থেকে বঞ্চিত। লাখ লাখ টাকা প্রতি মাসে উপার্জন করেও অভাব যেন তার পিছনে লেগেই আছে।

প্রাচুর্যের সময় খরচের উৎসবে মেতে না উঠে হারাম খরচ সম্পূর্ণ বাদ দিয়ে মিতব্যয়িতার পথ অবলম্বন করে উদ্বৃত্ত অর্থ ভবিষ্যতের জন্য সঞ্চয় করতে হবে, যেন পরবর্তী সময়ে নিজের প্রয়োজনে অন্যের কাছে হাত পাতার মতো পরিস্থিতির মুখোমুখি না হতে হয়। পবিত্র কোরআনুল কারিমে ইরশাদ হয়েছে, 'তুমি (কৃপণতাবশে) নিজের হাত ঘাড়ের সঙ্গে বেঁধে রেখে একেবারে ব্যয়কুণ্ঠ হয়ো না, আবার (অপব্যয়ী হয়ে) একেবারে মুক্তহস্তও হয়ো না, তাহলে তুমি তিরস্কৃত ও নিঃস্ব হয়ে বসে থাকবে।' (বনি ইসরাইল, আয়াত : ২৯)

অপব্যয় ও অপচয় না করে আত্মীয়দের হক আদায় ও দান-সদকার পাশাপাশি সন্তানদের জন্য কিছু সঞ্চয় করাও ইসলামের শিক্ষা। সন্তানদের কারো মুখাপেক্ষী রেখে যাওয়া নবীজী (সা.) কখনও পছন্দ করেননি। রাসুলে কারিম (সা.) বলেন, 'তুমি তোমার উত্তরাধিকারীদের মানুষের করুণার মুখাপেক্ষী রেখে যাওয়ার চেয়ে তাদের সচ্ছল রেখে যাওয়া উত্তম।' (বুখারি : ১/৪৩৫; মুসলিম : ৩/১২৫১)। আল্লাহপাক যেন আমাদেরকে ইসলামের নির্দেশিত মতে মিতব্যয়ী হয়ে জীবনযাপনের তৌফিক দেন। আমিন।

পাত্রী চাই

কানাডিয়ান সিটিজেন, ৪৩ বৎসর বয়সী, ইলেকটিক্যাল ডিপলমা -কানাডা, MBA-লন্ডন, Uk& DU, ডিভোসী পাএের জন্য সমমনা পাত্রী চাই। যোগাযোগ-14373247008

পাত্রী চাই

নিউইয়র্কে বসবাসরত আমেরিকার নাগরিক ৪৮+ বয়সী মুসলিম পাত্রের জন্য মার্জিত, ধার্মিক ৩০-৩৮ বয়সী আমেরিকায় বসবাসকারী পাত্রী চাই। পাত্রের শর্ট-ডিভোর্স আছে। যোগাযোগ: ৬৪৬-৪৯৬-৬৮৭৯

বাসা ভাড়া

জ্যামাইকার হলিসে হিলসাইড এভিনিউর কাছে ১৯৬ স্ট্রিটে দুই বেডরুম, বাথরুম, কিচেন, লিভিংরুম, ডাইনিংরুমসহ বাসা ভাড়া হবে। ৯১৭-৪১২-৭৭৩৯

ক্যাব ড্রাইভার আবশ্যক

ব্র্যান্ড নিউ হাইব্রিড RAV4 এর জন্য ইয়েলো ক্যাব ড্রাইভারের প্রয়োজন.আরও বিস্তারিত তথ্যের জন্য কামাল চৌধুরীর সাথে যোগাযোগ করুন(917)602-8876

নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি

জ্যাকসন হাইটসের প্রানকেন্দ্রে অবস্থিত কর্ণফুলী ইনকাম ট্যাক্স কোম্পানীতে ট্যাক্স, একাউন্টিং ও অফিস সহকারি পদে কিছু লোক জরুরি ভিত্তিতে নিয়োগ দেয়া হবে। অনুগ্রহ করে রিজ্যুমি ইমেইল করুন Karnafullytax@yahoo.com

বাসা ভাড়া

এলমহার্স্টে ২ বেডরুমের বাসা সাবলেট দেয়া হবে। যোগাযোগ: ৬৪৬-৫৯১-৯৯৪৫

House for rent

1 Bedroom apartment in east Elmhurst 100th street & 25th Ave next to La-Guardia Airport. Phone: 9177457249

গ্রোসারী বিক্রয়

সম্পূর্ণ চালু অবস্থায় স্টারলিং এভিনিউ ব্রঙ্কস নিউইয়র্ক এর একটি গ্রোসারী স্টোর বিক্রয় হবে। যোগাযোগ: ৩৪৭-২৭৮-২৩০০ (৩.০০-৫.০০)

বাসা ভাড়া

কুইন্সের উডসাইড এলাকায় ৫৭স্ট্রীটের উপরে ১ বেডরুম বাসা আগামী ১লা জানুয়ারি থেকে ভাড়া দেওয়া হবে। যোগাযোগ: ৯১৭-৪১২-২৯৬২

বেসমেন্ট ভাড়া

কুইন্স ভিলিজের ৯১ এভিনিউ এবং ২১৬ স্ট্রীটে ২ বেডরুম ও লিভিং একটি বেসমেন্ট ভাড়া দেওয়া হবে। যোগাযোগ: 917-868-9679

এপার্টমেন্ট ভাড়া

জ্যামাইকা এ্যাভিনিউতে E F J & LI R R ট্রেনের সন্নিকটে তিন বেড দুই বাথরুম বড় লিভিং রুম ও কিচেনসহ প্রাইভেট হাউসের একটি এ্যাপার্টমেন্ট সেপ্টেম্বরের ১ তারিখ থেকে ভাড়া দেওয়া হবে। যোগাযোগ ৭১৮-৬৯০-৬৭৪৮

বাসা ভাড়া

হিলসাইডের ও পারসন্স বুলোবার্ডের F ট্রেনের এক ব্লকের মধ্যে দুই বেডরুম লিভিংসহ (হিলকৃষ্ট হাই স্কুলের সামনে) বেইসমেন্ট এবং দ্বিতীয় তলায় এক বেডরুম আলাদা কিচেন বাথরুমসহ অতি সত্তর ভাড়া দেওয়া হবে। যোগাযোগ-৩৪৭-২৭৯-৫৪০০

বাসা ভাড়া

লং আইল্যান্ডের মিনিয়োলা এলাকায় বাস ও ট্রেন এর সন্নিকটে এক বেডরুম বাসা (দ্বিতীয় তলা)। জানুয়ারি ২০২২ থেকে ভাড়া দেওয়া হবে। যোগাযোগ: 347-220-2037

ইমিগ্রেশনে সহযোগিতা

আমেরিকায় নতুন বা পুরাতন- আপনার দরকার ওয়ার্ক পারমিট, সোশ্যাল এবং ফাইনালি গ্রীনকার্ড। যেভাবেই এদেশে এসে থাকুন, যে অবস্থাতেই থাকুন না কেন- একটা ব্যবস্থা আমরা করে দেবই। দেশে থাকা আত্মীয়-বন্ধুকে আনতেও আমরা সহযোগিতার পথ দেখাই। ইমিগ্রেশনের যে-কোন জটিল সমস্যা সমাধানের জন্য কল বা টেক্সট করুন **(৭১৮) ৮৩৯-৫৮১২**

York Holding Realty
Licensed Real Estate Broker
Over 20 Years Experience in Real Estate Business
Zakir H. Chowdhury
Now Hiring Sales Persons
Free Training (Free course fees for selected people)
Earn up to 300K Yearly
Call Us: 718-255-1555 | 917-400-3880
We are Specialized in Residential, Commercial, Industrial, Bank Owned, Co-op, Condo, Buying-Selling & Rentals
718-255-4555
zchowdhury646@gmail.com
www.yorkholdingrealty.com
70-32 Broadway, Jackson Heights NY-11372

OFFICE SUITS
FOR RENT
জ্যাকসন হাইটসের প্রাণ কেন্দ্র ৭২ স্ট্রিট ও রুজভেল্ট এভিন্যুর কর্ণারে প্রফেশনাল অফিস সেন্টারে বিভিন্ন সাইজের পৃথক অফিস রুম ভাড়া দেয়া হবে।
Please Contact: **646-641-5348**
Email: DgDesignNYC@gmail.com

ড্রাইভিং ইন্সট্রাকটর প্রয়োজন
জ্যাকসন হাইটস্-এ **এআর ড্রাইভিং** স্কুলের জন্য একজন ইন্সট্রাকটর প্রয়োজন।
যোগাযোগঃ **৩৪৭-৪৫৯-৭০৯২**

নিউইয়র্কে রিয়েল এস্টেট ব্যবসায় বিশ্বস্ত নাম **আসিফ চৌধুরী**
লাইসেন্সড রিয়েলেটর
(ডিজিট্যাল কার্ডের জন্য ৮৫৩৭৭ নাম্বারে টেক্সট করুন)
যোগাযোগ: ৯১৭-৭৪১- ৫৩০৮ (সেল)
অফিস: ৭১৮- ২৬২- ০২০৫
ফ্যাক্স: ৭১৮-২৬২- ০২৫৪
ইমেইল: ashif.choudhury@gmail.com
EXIT REALTY PRIME
১৮৯-১০ হিলসাইড আভিন্যু, সুইট: ই হলিস, এনওয়াই ১১৪২৩
www.EXITPrimeNY.com

PRIVATE TUTORING
GRADE 4 - 12
MATH & ELA | SHSAT | SAT
NY ST EXAM | NY ST REGENTS
→ EXPERT TUTOR :
+20 YEARS TEACHING EXPERIENCE IN PUBLIC & PRIVATE SCHOOLS IN
Sty V , Bronx Sci, Trinity ...
FOR RATE AND MORE DETAIL PLEASE VISIT :
TanvirTutoring.com/privatelesson
833-826-8478

বাসা ভাড়া

জ্যামাইকা হিলসাইড এভিনিউয়ে ৮৮-২১ ১৮৭ স্ট্রীটের ২য় তলায় একটি বেডরুম, বাথরুম, কিচেনসহ ভাড়া দেওয়া হবে। সম্পূর্ণ রিনোভেটেড। ভাড়া সমস্ত বিলসহ ১৬০০ ডলার। যোগাযোগ: 929-386-6473

House for rent

One bedroom, bath, kitchen, Living room combo, one or two persons only couple preferable no kids no pets no smoking. 516-591-6047

Room for rent

Queens jamaica hills, Near Jamaica Muslim center. 917-324-0264

রুমমেট চাই

এস্টোরিয়া স্টাইনওয়ের অতি নিকটে একজন অধূমপায়ী রুমমেট আবশ্যক। যোগাযোগ: ৭১৮-৬৯৬-৭৫২১

রুম ভাড়া

এফ ও ই ট্রেনের নিকটে 139 ষ্টিটে একজন কর্মজীবি মহিলা বা স্টুডেন মেয়ের কাছে আলাদা রুম ভাড়া দেওয়া হবে। ফুল ফার্নিসড। 347-475-8406/ 347-725-7526

Basement for rent

2 bedroom 1bathroom for rent in 155 street & Sutphin Blvd. Rent $1250. Including wifi & bills.Next to Titash Grocery. No negotiation please. Contact: 929-261-2110

বেসমেন্ট ভাড়া

হিলসাইড ও জ্যামাইকা এভিনিউর মাঝে ১৯৯ স্ট্রিট, হোলিসে ২ বেডরুম, ১ লিভিং রুমের বেসমেন্ট ভাড়া হবে। ব্যাচেলর/ছোট পরিবার অগ্রাধিকার। মোবাইল: ৩৪৭-২৩৮-৬২৯৩, ৩৪৭-৪৭৬-২২৮৩

পাত্র চাই

আমেরিকান নাগরিক, চাকুরীরতা B.S in applied mathematics (UMD), MS in Project Management (UMD) এবং বর্তমানে MBA পাঠরত া(UMD) ধার্মিক মেয়ের জন্য সমমানের শিক্ষিতা মুসলিম পাত্র চাই। অনুগ্রহ পূর্বক ছবি ও বায়োডাটাসহ যোগাযোগ করুন: nazir.ullah@longandfoster.com

পাত্র চাই

নিউইয়র্কে জন্মগ্রহণকারী বয়স ৩২ ব্যাংকে উচ্চপদে কর্মরত লম্বা, সুন্দরী পাত্রীর জন্য পাত্র চাই। পাত্রের বায়োডাটা ছবিসহ যোগাযোগ করুন। mhpatwa@gmail.com

পাত্রী চাই

কানাডিয়ান সিটিজেন, ৪৩ বৎসর বয়সী, ইলেকট্রিক্যাল ডিপ্লোমা - কানাডা, MBA-লন্ডন, Uk & DU, ডিভোর্স পাত্রের জন্য সমমনা পাত্রী চাই। **যোগাযোগ- 13475538417**

পাত্রী চাই

পাত্র সিটিজেন ৫/৬ ইঞ্চি,ধার্মিক মধ্যবিত্ত পরিবারের ধার্মিক হিজাব পড়া সুন্দরী পাত্রী চাই। যোগাযোগ: 929-422-8642

Groom wanted

US citizen,Bangladeshi Muslim girl,35 Optometrist, looking for someone residing in US, 35-38, good education/career. Tel :202-386-5401

Help Wanted

Looking for employee's for an ice cream parlor located at Gaithersburg, MD. looking to hire: CSR, Manager, Ice cream maker and Young/energetic individuals with/without experience. In house training will be available for reliable employees. If anyone is interested contact the following numbers: +1-347-499-9427, +1-917-687-5248

অ্যাটিক ভাড়াঃ

ব্রংক্সের পার্ক চেষ্টার এলাকায় জেমেগা সাবওয়ে থেকে মাত্র ২ ব্লকের মধ্যে ১ বেডরুম, ১বাথরুম, লিভিং, ডাইনিং ও কিচেন স্পেসসহ ভাড়া দেওয়া হবে। ১ ব্লকের মধ্যে মসজিদ, বাংলাদেশী গ্রোসারি, স্কুল।
যোগাযোগ:
347-340-6474

চুক্তিতে ড্রাইভিং লাইসেন্স

১০০ ভাগ নিশ্চয়তাসহকারে ড্রাইভিং লাইসেন্স পাওয়ার ব্যবস্থা করা হয়।

যারা বার বার ড্রাইভিং টেষ্ট দিয়ে বিফল হয়েছেন তাদের জন্য এটি একটি সুবর্ণ সুযোগ।

যোগাযোগ সাঈদ–৯১৭–৮০৭–৪৮৫১

বাসা ভাড়া

জ্যামাইকা হলিসে, ২য় তলা ১ সেপ্টেম্বর মাস থেকে ২টা বেডরুম, বড় বাথরুম, লিভিং ও কিচেন একসাথে। সম্পূর্ণ নতুন ও বড় এটিকসহ ভাড়া দেওয়া হবে। নিরিবিলি ও মনোরম পরিবেশ। রাস্তা গাড়ি পার্কিং সুবিধা আছে। মসজিদ, দোকান, লন্ড্রি, স্কুল ও বাস বাসার কাছে। Q3, Q2, Q83 ভাড়া আলোচনাসাপেক্ষে। বিস্তারিত জানতে কল করতে পারেন ৯১৭–৭১৭–৮৫৮২

সেমিবেসমেন্ট ভাড়া

ইষ্ট নিউইয়র্ক ব্রুকলিন নতুন সেমিবেসমেন্ট ভাড়া হবে। যোগাযোগ 347-575-1913

পাত্র চাই

আমেরিকান সিটিজেন, ২৯ বছর বয়সী কর্মরত রেজিস্ট্রার ফার্মাসিস্ট পাত্রীর জন্য পাত্র চাই। Doctor, Eng. Pharmacist, IT professional অগ্রাধিকারযোগ্য। যোগাযোগ: 718-902-7200

জীবনসঙ্গীর প্রত্যাশায়

মার্জিত, শিক্ষিত, প্রতিষ্ঠিত ও সিটিজেন (৪৪) একজন ব্যাচেলর পাত্র তার জীবন সঙ্গীর প্রত্যাশায়। জীবন খুব একটা জটিল না; আমরাই জীবনকে জটিল বানাই; আপনার বর্তমান জীবনযাত্রা যাইহোক না কেন? আত্মবিশ্বাস, খোলা মন ও আন্তরিকতার সাথে ছবি ও টেলিফোন নম্বর সহ যোগাযোগ করুন। (সকল প্রকার গোপনীয়তার প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি।) যোগাযোগ: (718) 524-9777 , everlybrown@yahoo.com

আবশ্যক

ম্যানহাটানে পিজা স্টোরে পুরুষ লোক আবশ্যক। পূর্ব অভিজ্ঞতার প্রয়োজন নাই। ফোন :929-398-0617

আবশ্যক

কুইন্স কাউন্টিতে অবস্থিত একটি মসজিদে ধর্মভীরু, সৎ ও যোগ্য স্বেচ্ছাসেবী (ভলান্টিয়ার) প্রয়োজন। মার্জিত, শিক্ষিত এবং উদার প্রকৃতির মুসলমান ভাইবোনদের দৃষ্টি আকর্ষন করছি। সবার কাছ থেকে কিছুটা সময় ও সার্বিক সহযোগীতা পেলে মসজিদটির অস্তিত্ব টিকে থাকবে। সত্বর যোগাযোগ করুন: (646) 684-8762, (917) 722-1405, (718) 524-9777

লোক আবশ্যক

জ্যাকসন হাইসের প্রানকেন্দ্রে সেলভেল ফোনের দোকানে সেলস পার্সন ও টেকনিশিয়ান আবশ্যক। কাজ জানা এবং ইংরেজী জানাদের অগ্রাধিকার দেয়া হবে। ভাল বেতন আলোচনা সাপেক্ষে দেয়া হবে। 718-478-8100

অফিস ভাড়া

জ্যাকসন হাইটসের প্রাণকেন্দ্রে ফার্নিচার, ইন্টারনেট, বিদ্যুৎসহ একটি অফিস ভাড়া দেওয়া হবে। ভাড়া: 700 যোগাযোগ: 646-645-9830

হাউস কীপার আবশ্যক

জ্যামায়কার হিলসাইড ও ১৬৯ স্ট্রীটে একজন বয়স্ক মহিলাকে সপ্তাহের ৬ দিন দেখাশুনার জন্য একজন অভিজ্ঞ মহিলা হাউস কীপার আবশ্যক। **থাকা-খাওয়া ফ্রি + আকর্ষণীয় বেতন**। দীর্ঘমেয়াদী চিন্তায় বিশ্বাসী শুধুমাত্র সিরিয়াস প্রার্থীগণ কল করুন।
ফোন: **৩৪৭–৪৪৫–৫০৯৩**, ৯১৭-৪৩৫-৯৪১৬

জ্যাকসন হাইটসে প্রিন্টিং স্টোর বিক্রয়

জ্যাকসন হাইটসে অবস্থিত
একটি প্রিন্টিং স্টোর
সম্পূর্ণ চালু অবস্থায় অতিসত্ত্বয়
বিক্রয় করা হবে
শুধুমাত্র আগ্রহীরা যোগাযোগ করুন
Ph: 201-884-0513

আওয়ামী ফোরামের বিজয়ের সুবর্ণজয়ন্তী উদযাপন। ছবি: সংগৃহীত

আওয়ামী ফোরামের বিজয়ের সুবর্ণজয়ন্তী উদযাপন

উত্তর আমেরিকা অফিস

বাংলাদেশ আওয়ামী ফোরাম ইউএসএ আয়োজিত বঙ্গবন্ধুর জন্মশত বার্ষিকী ও বিজয়ের সুবর্ণজয়ন্তী উপলক্ষে এক আলোচনা সভা ও মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান উদযাপন করা হয়। অনুষ্ঠানটি গত ১৯ ডিসেম্বর সন্ধ্যায় এস্টোরিয়ায় বৈশাখী পার্টি হলে জাঁকজমকভাবে পালিত হয়।

অনুষ্ঠানে সংগঠনের নেতৃবৃন্দের পাশাপাশি বিভিন্ন রাজনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক সংগঠন, মুক্তিযোদ্ধা, সাংবাদিকসহ বিভিন্ন শ্রেণী-পেশার মানুষ উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন সংগঠনের সভাপতি মো. হারুন অর রশীদ। প্রধান অতিথি ছিলেন যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামী লীগের ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক আবদুস সামাদ আজাদ। বিশেষ অতিথি ছিলেন যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামী লীগের প্রতিষ্ঠাতা সাধারণ সম্পাদক এমএ সালাম, যুক্তরাষ্ট্র জাতীয় পার্টির সভাপতি হাজী আবদুর রহমান, বীর মুক্তিযোদ্ধা ইসমাইল খান আনসারী। সংগঠনের ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক মাহমুদুল হাসানের পরিচালনায় বক্তব্য রাখেন সংগঠনের উপদেষ্টা, ডা. টমাস দুলু রয়, বীর মুক্তিযোদ্ধা শওকত আকবর রিচি, সাবেক ছাত্রনেতা আকতার হোসেন, নিউইয়র্ক স্টেট আওয়ামী লীগের সহ-সভাপতি এম আর সেলিম, সহ-সভাপতি আবুল বাশার মিলন, আজহারুল ইসহাক খোকা।

MD AHSAN HABIB Esq.
Attorney -at-Law
Real Estate, Immigration , Litigation
AH LAW FIRM PLLC
Address:
164-13 Hillside Ave
Jamaica NY 11432
ahlegaledge@gmail.com
+1 929 294 5772

বেসমেন্ট ভাড়া
জ্যাকসন হাইটস সংলগ্ন নর্দান বুলেভার্ড ও ৮০ স্ট্রিটে প্রাইভেট বাসার বেসমেন্ট (২ বেডরুম,লিভিং রুম, ডাইনিং, কিচেনসহ) ১ আগস্ট থেকে ভাড়া হবে। ছোট পরিবারকে অগ্রাধিকার দেয়া হবে।
যোগাযোগ: ৯১৭-৪৭৬-৬৮৭৩

পাত্র চাই
পাত্রী আমেরিকান গ্রীনকার্ডধারী উচ্চশিক্ষীতা Sociology (ঢা.বি.)। সঙ্গত কারণে বিবাহ বিচ্ছেদ, নি:সন্তান। ৫০ উর্ধ্ব পাত্র চাই। আগ্রহী ইচ্ছুক পাত্র বা অভিভাবক যোগাযোগ করুন। zaibunnessa14@gmail.com

বৃদ্ধাশ্রমে সাহায্যের আবেদন
ঢাকার উত্তরখান আপন নিবাস বৃদ্ধাশ্রম। বর্তমানে ৮৮ জন কুড়িয়ে পাওয়া মা আছেন।তারা মোটামুটি মানসিকভাবে অসুস্থ।আপনারা সহযোগিতা করে এই ভালো কাজের শরীক হতে পারেন। যোগাযোগ: শেলিনা ইসলাম, ফোন: ০১১-৮৮-০১৮১৬৭৭৯১৬৩ বিকাশ: ০১৮১৬৭৭৯১৬৩

পাত্রী চাই
সু-প্রতিষ্ঠিত,পেশায় ইঞ্জিনিয়ার, Green Care Holder, USA থেকে উচ্চশিক্ষায় শিক্ষিত ৫''৭ ৩৩ বছর পাত্রের জন্য পাত্রী চাই। যোগাযোগ: 732-595-2602। Email: kanalyst2020@gmail.com

ঢাকায় বাড়ি বিক্রয়
(নিকুঞ্জ-২) নিকুঞ্জ ১৪নং রোড, ঢাকা বাংলাদেশ সম্পূর্ন বাড়ি বিক্রয় হবে। যোগাযোগ:৭১৮-৬৭৫-০৫৯৯

বাসা ভাড়া
দুটো রুমসহ কিচেন, টয়লেট সম্পূর্ণ পৃথক ১ তালা ভাড়া দেওয়া হবে। Melville, Long Island, Newyork. Half hollow Hills school district. যোগাযোগ: 929-328-5042

বাসা ভাড়া
সাউথ জ্যামাইকা ১৬৪-৬১ ১০৯ এভিনিউ। ৩ বেডরুম,১বাথরুম, লিভিং, ডাইনিং ও কিচেন ২য় তলায়। ফোন: 646-255-0947

বাসা ভাড়া
ফেব্রুয়ারির ১ তারিখ থেকে জ্যামাইকা 197-20 99th Rd, Jamaica NY 11423, দুই বেডরুমের বাসা ভাড়া দেওয়া হবে। যোগাযোগ: ৩৪৭-২৭৯-৯০২৩

বাসা ভাড়া
জানুয়ারি থেকে কুইন্স এর হলিসে ১টি ২ বেডরুমের বাসা ভাড়া দেয়া হবে। যোগাযোগ: ৯১৭-৫৪৭-১৫১০

রুমমেট চাই
Jamaica 148 Street 88 Aveতে মনোরম পরিবেশে এপার্টমেন্টে ২ জন অধুমপায়ী নামাজী ব্যাচেলর রুমমেট আবশ্যক। এখন সম্পূর্ণ খালি আছে। লোকেশন: তাজমহল রেস্টুরেন্ট/ কাওরান বাজার এর অপজিটে। এক ব্লকের মধ্যেই F Train. ভাড়া আলোচনা সাপেক্ষে। যোগাযোগ: 347-553-4830

রুম ভাড়া
জ্যাকসন হাইটস আপনা বাজারের সামনে এ্যাপার্টমেন্ট বিল্ডিং এ মা মেয়ে সাথের একজন ছাত্রী অথবা কর্মজীবি মহিলার কাছে একটি রুম ভাড়া দেওয়া হবে। কিচেন ও বাথরুম শেয়ার করতে হবে। যোগাযোগ: 347-237-3171

বেসমেন্ট ভাড়া
জ্যামাইকা হিলসাইড এফ ট্রেনের পাশে ১৮০ স্ট্রীটে ২ বেডরুমের বেসমেন্ট ভাড়া হবে। যোগাযোগ: 347-639-4571

ডেলিভারি ম্যান আবশ্যক
নিউইয়র্কের পাঁচ বোরোতে নিউজ পেপার ডেলিভারি দেওয়ার জন্য গাড়িসহ দুজন ডেলিভারি ম্যান আবশ্যক। ফোন 518-253-0966

পাত্রপাত্রীর খোঁজে
অভিভাবক বা পাত্রপাত্রী নিজে যোগাযোগ করুন। কোন ফি নাই। সম্পূর্ণ অলাভজনক সেবামূলক উদ্যোগ। যোগাযোগ email: drmah007@gmail.com, **ফোন: ৫৭১–৪৮৯–৯০১৩**

রেস্টুরেন্টে লোক আবশ্যক
উডসাইডের একটি বাংলাদেশী রেস্টুরেন্টে কিচেন হেলপার, কাস্টমার সার্ভিস ও ক্লিনার পদে জরুরীভিত্তিতে লোক আবশ্যক। যোগাযোগ-347-792-4704

Help wanted
Salon/SPA workers $900-$1200 weekly Ayodhay Salon 37-43 76th St, Jackson Heights. 718-433-9616. www.ayodhany.com

নিউইয়র্কে স্বনাম ধন্য বাংলাদেশী বিশেষজ্ঞ
Utpal Chowdhury, MD.
Board certified internal medicine
Attending physician(Emergency)-New York Community Hospital, Brooklyn. Jamaica Hospital Medical Center, Queens.

অন্যান্য সব ধরনের চিকিৎসা করা হয়
পরিষেবা/চিকিৎসা
- ফিজিক্যাল এক্সাম
- স্কুল ও কলেজের জন্য টীকা
- টিএলসি এক্সাম
- হজ ও ওমরাহ যাত্রীদের জন্য টীকা
- চর্মরোগ
- ডায়বেটিস
- উচ্চ রক্তচাপ
- থাইয়েড
- এজমা
- বাতের ব্যাথা
- যৌন রোগ

TREATMENT / SERVICES
- COMPLETE PHYSICAL
- HIGH BLOOD PRESSURE
- SCHOOL /JOB PHYSICAL
- HIGH CHOLESTEROL
- TLC
- ASTHMA
- VACCINATION
- SKIN PROBLEM
- DIABETES
- EKG

Please call for Appointment
At# 917-503-5002

ডাঃ উৎপল চৌধুরী

Jamaica office
167-02 Highland Ave, 1st Floor,
Jamaica, NY 11432
Phone: (718) 297-4444 & (917) 503-5006
Fax: (718) 297-4443& (917) 503-5005
Office Hours:
Monday & Thursday, 5pm-9pm
Wednesday & Friday, Sunday 9am-3pm

Jackson Heights office
40-37 76th Street, 1st Floor, Elmhurst, NY 11373
Phone: (917) 503-5002 & (718) 533-0002
Fax: (917) 503-5004 & (718) 533-0005
Office Hours:
Monday, Tuesday Thursday 9am-3pm
Wednesday & Friday 5pm-9pm
Sunday: Lab. Work only. 9am-1pm

Tel: 917-503-5002,
Fax: 917-503-5004

আমরা প্রায় সব ধরণের ইন্স্যুরেন্স নিয়ে থাকি
যাদের স্বাস্থ্যবীমা নেই তাদের হ্রাসকৃত মূল্যে চিকিৎসা করে থাকি
We accept all major insurances including Medicare, Medicaid

True Medical Care P.C.
40-37 76th Street, 1st Floor Elmhurst, NY 11373 167-02 Highland Ave, 1st Floor Jamaica, NY 11432

আমেরিকায় নতুন এসেছেন- থেকে যেতে চান; পলেটিক্যাল এসাইলাম করবেন নাকি স্টুডেন্ট, এল১, ই২ ভিসা- কোনটা? এমপ্লয়মেন্ট-বেইজড-গ্রীনকার্ডও আছে। আমাদের সংগে কথা বলুন, বুঝুন আগে সবকিছু- তারপর যা হয় করুন।

বহু বছর যাবৎ আমেরিকায় আছেন কিন্তু নানা জটিলতা বা অনিচ্ছাকৃত ভুল-ভাল কাগজ বা তথ্যের কারণে আটকে রয়েছে আপনার প্রসেসিং। আপনার প্রয়োজন ওয়ার্ক পারমিট, সোসাল, ট্রাভেল ডকিউমেন্ট। এবং ফাইনালী গ্রীনকার্ড। এরপর সিটিজেনশীপ। যেখানেই সমস্যা সেখানেই সমাধানও।

যেভাবেই এদেশে এসে থাকুন, বি১বি২ বা এফ১এফ২, সি-১ ট্রানজিট বা মেক্সিকো বর্ডার দিয়ে ইন্সপেকশন ছাড়া- সব সমস্যারই সমাধান আছে। বিয়ের মাধ্যমে গ্রীনকার্ড পেয়েছেন কিন্তু স্পাউসের অসহযোগিতার কারণে 'কন্ডিশন' রিমোভ করতে পারছেন না, হুমকী খাচ্ছেন! অথবা, সিটিজেন বিয়ে করার পরও নানা কারণে-জটিলতায় গ্রীনকার্ড পাচ্ছেন না। আইন কিন্তু আপনারই পক্ষে, শুধুমাত্র সবকিছু বুঝতে হবে, সমস্যানুযায়ী সমাধান করতে হবে।

বাংলাদেশ থেকে স্পাউস-ভাই-বন্ধু-আত্মীয়কে আমেরিকায় আনতে চাচ্ছেন কিন্তু 'রাস্তা' খুঁজে পাচ্ছেন না! ইংরেজীতে সিটিজেনশীপ পরীক্ষা দিতে পারছেন না, অসুস্থ্য। এসব সমস্যারও সমাধান রয়েছে। ইমিগ্রেশনের প্রতিটি ধাপের প্রতিটি সমস্যা নিয়েই আমরা কাজ করি, সহযোগীতা করি।

নিউ ইয়র্কে রয়েছেন কিন্তু মেডিকেল ইন্সুরেন্স নেই ফ্রি চিকিৎসা সেবা পাচ্ছেন না! আমরা আছি- কোন অসুবিধে নেই। পেয়ে যাবেন ড্রাইভার লাইসেন্সও। ব্যাংক একাউন্ট, নতুন কোম্পানী, নিজের নামে ইআইএন সবই হবে।

আমরা সহযোগীতা করছি। সকল সমস্যারই সমাধান আছে।
কল করুন বা এসএমএস (টেক্সট) করুন (৭১৮) ৮৩৯-৫৮১২

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় এলামনাই এসোসিয়েশন উত্তর আমেরিকা ইন্‌কের বিজয়ের সুবর্ণজয়ন্তী উদ্‌যাপন। ছবি: সংগৃহীত

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় এলামনাই এসোসিয়েশন বিজয়ের সুবর্ণজয়ন্তী উদযাপন

উত্তর আমেরিকা অফিস

যথাযোগ্য মর্যাদায় প্রবাসে বাংলাদেশের মহান বিজয়ের সুবর্ণজয়ন্তী উদযাপন করেছে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় এলামনাই এসোসিয়েশন উত্তর আমেরিকা ইন্‌ক। এ উপলক্ষে ১৭ ডিসেম্বর শুক্রবার ভার্চুয়াল আয়োজনে আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়। বাংলাদেশ ও আমেরিকার জাতীয় সঙ্গীত পরিবেশন এবং বাংলাদেশের মহান স্বাধীনতা সংগ্রামে জীবন উৎসর্গকারী শহীদদের ও করোনায় মৃত্যুবরণকারীদের আত্মার মাগফিরাত কামনা করে অনুষ্ঠানের সূচনা করা হয়।

সংগঠনের সভাপতি আবদুল আজিজ নঈমীর সভাপতিত্বে ও সাধারণ সম্পাদক এস এম ইকবাল ফারুকের সঞ্চালনায় আলোচনায় অংশ নেন চাকসুর সাবেক জিএস ড. জমির চৌধুরী, সংগঠনের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি ও উপদেষ্টা পরিষদের সদস্য অধ্যাপক জাহাঙ্গীর এস ডিকেন্স, অধ্যাপক স্বপন দাস, পারভেজ কাজী, বিষ্ণু গোপ, সামশুদ্দিন আজাদ, প্রতিষ্ঠাতা সাধারণ সম্পাদক ও উপদেষ্টা পরিষদের সদস্য শামীম আল মামুন, মীর দোস্ত মোহাম্মদ খান, সংগঠনের সিনিয়র সহ-সভাপতি সাবিনা শারমিন নিহার, সংগঠনের সহ-সভাপতি হাসান মাহমুদ, চট্টগ্রাম সরকারী কমার্স কলেজের সাবেক ভিপি কামাল হোসেন মিঠু, চাকসুর সাবেক সহ- ছাত্রী মিলনায়তন সম্পাদিকা জামিলা ইলিয়াস চট্টলা, সাবেক সাধারণ সম্পাদক রফিকুল ইসলাম, উপদেষ্টা পরিষদের সদস্য মাহমুদ আহমেদ, অধ্যাপক লুৎফুর রহমান, গণ সংযোগ ও সাংগঠনিক সম্পাদক রতন চৌধুরী, ম্যাগাজিন ও প্রকাশনা সম্পাদক মীর কাদের রাসেল, আকতার চৌধুরী, মোহাম্মদ জাহেদ।

জে.এম. আলম মাল্টি সার্ভিসেস ইনক্
ট্যাক্স
★ পারসনাল ট্যাক্স
★ বিজনেস ট্যাক্স
★ সেল্‌স ট্যাক্স
★ বিজনেস সেটআপ
AUTHORIZED IRS e-file PROVIDER
ইমিগ্রেশন
★ ফ্যামিলি পিটিশন
★ সিটিজেনশীপ আবেদন
★ গ্রীণকার্ড নবায়ন
★ সব ধরনের এফিডেভিট
আলম টুর এন্ড ট্রাভেলস
AIR TICKET
•Emirates • Qatar Airways • Etihad Airways • Turkish Airlines • Saudia & More
(646) 685-3785, (212) 810-0449
E: Alamttravels@gmail.com, WWW.Alamtourandtravels.com
Immigrant Elder Home care LLC
Authorized Homecare Provider Department of Health, State of New York
নিউইয়র্ক স্টেটের হেলথ ডিপার্টমেন্টের সিডিপেপ/হোম কেয়ার প্রোগ্রামের মাধ্যমে আপনি ঘরে বসেই আপনার পিতা-মাতা, শ্বশুর-শ্বাশুড়ী, আত্মীয়-স্বজন ও প্রতিবেশীদের সেবা দিয়ে প্রতি সপ্তাহে অর্থ উপার্জন করতে পারেন।
ঘরে বসেই প্রিয়জনদের সেবার মাধ্যমে
প্রতি ঘন্টা ২১.০০ ডলার পর্যন্ত উপার্জন করুন
কোন প্রশিক্ষনের প্রয়োজন নেই এবং আমরা কোন ফি চার্জ করি না।
Jahangir M Alam
President & CEO
72-26 Roosevelt Ave, 2nd Fl, Suite # 201, Jackson Heights, NY 11372
Office: (718) 433-9283, Cell: (212) 810-0449
E: jmalamms@gmail.com (347) 891-7070

JOY TECH ELECTRONICS & COMPUTER
সেলস এবং রিপেয়ার
Laptop এবং Desktop কম্পিউটার রিপেয়ার।
Cellphone, TAB, iPad রিপেয়ার ও আনলক করা হয়।
GSM আনলক সেলফোন বিক্রয়।
সবধরনের Accesories পাওয়া যায়
সিম কার্ড এক্টিভেশন / সব ফোন বিল পে করা হয়।
ultra mobile SIMPLE mobile h2o UNLIMITED T-Mobile univision mobile Lycamobile
Ph : (347) 730-5984 | Cell: (646) 707-7733
37-22 73RD ST, SUITE # 1D, JACKSON HEIGHTS, NY 11372

ল' অফিস অব এটর্নি মো: গোলাম মোস্তফা
Our Services
★ Personal Injury & Workers Compensation (Recovery over 3 million dollar)
★ Car Accidents
★ Medical Mal Practice
★ Accident in Construction
★ Lead Poisoning
★ Slip and Fall
★ Dental Mal Practice
★ Immigration all kinds &
★ Green Card via employment & Investments
★ Real Estate & Business Closings
★ Non payment or no over time payment
★ Will, Trust and Estate Planning
★ Bankruptcy, Landlord-Tenant
★ Family Matter-Divorce
★ All Civil Matters
"Prior results do not guarantee a similar outcome"
New York State Attorney
M. Mostofa, Esq
LL.B Honors (1st Class) & LL.M (1st Class), Bangladesh
Advocate, Bangladesh Supreme Court.
LL.B Honors, UK. Barrister-At-Law, London
LL.M, USA. Attorney-At-Law, NY
Queens: 146-10 Hillside Ave, 2nd Fl. Jamaica, NY 11432
Long Island : 405 Elm Dr, Roslyn, NY 11576
Ph# 917-285-6247
E-mail: abmostofa1@gmail.com
বাড়ি বিক্রয়ের সুযোগ্য ও বিশ্বস্ত সাথী
সর্বোচ্চ মূল্যে বিক্রীর নিশ্চয়তা - দীর্ঘ বকেয়া মর্টগেজ / মর্ণগেজারের মালদার বাড়ি বিক্রয়ে বিশেষ অভিজ্ঞতা
Attorney Realty Inc.
Regulated by Experienced Real Estate Attorney
REAL ESTATE SALESPERSONS
MOSHARRAF HOSSAIN Cell: 347-307-1406
ADVOCATE MD NURUZZAMAN Cell: 347-469-9268
ADVOCATE MOHAMMAD HASHIM Cell: 646-552-2748

পায়ের রোগ বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক
Bangladeshi Foot Specialist
DR. SADI ALAM, DPM
আপনি পায়ের কোন সমস্যায় ভুগছেন?
নিউইয়র্কে বাংলাদেশী চিকিৎসকের পরামর্শ নিন
PLEASE ASK YOUR DOCTOR FOR REFERRAL
Jamaica Office: 168-32 Highland Ave, Jamaica, NY 11432
Hollis: 196-22 Hillside Ave, Hollis, NY 11423
Jackson Heights Office: 7017 37th Ave, Jackson Heights, NY 11372
Brooklyn Office: 486 McDonald Ave, Brooklyn, NY 11218
Alam Podiatry, P.C.
Ozone Park Office: 530 Conduit Blvd, Brooklyn, NY 11208
Bronx Office: 3099 Bainbridge Ave, Bronx, NY 10467
Parkchester Office: 1381 Castle Hill Ave, Bronx, NY 10462
FOR APPOINTMENT
Phone: 347-509-4470 | Fax: 646-845-1861 | Email: dralamdpm@gmail.com
WE ACCEPT ALL MAJOR INSURANCE PLANS

মুক্তিযোদ্ধা সংসদ যুক্তরাষ্ট্র কমান্ডের বিজয়ের সুবর্ণজয়ন্তী উদযাপন অনুষ্ঠান। ছবি : সংগৃহীত

মুক্তিযোদ্ধা সংসদ যুক্তরাষ্ট্র কমান্ডের বিজয়ের সুবর্ণজয়ন্তী উদযাপন

উত্তর আমেরিকা অফিস

বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা সংসদ যুক্তরাষ্ট্র কমান্ড বিজয়ের সুবর্ণজয়ন্তী উদযাপন করেছে। এ উপলক্ষে ১৭ ডিসেম্বর শুক্রবার সন্ধ্যায় সংগঠনের কমান্ডার বীর মুক্তিযোদ্ধা আব্দুল মুকিত চৌধুরীর সভাপতিত্বে জ্যাকসন হাইটসের নবান্ন পার্টি হলে সভা অনুষ্ঠিত হয়। ভারপ্রাপ্ত ডেপুটি কমান্ডার বীর মুক্তিযোদ্ধা আজিজুল ইসলাম সভা পরিচালনা করেন।

প্রধান অতিথি ছিলেন নিউইয়র্কে বাংলাদেশের কনসাল জেনারেল নাজমুল আহসান ও বিশেষ অতিথি ছিলেন জাতিসংঘে বাংলাদেশ মিশনের প্রেস মিনিস্টার নূর-ই-এলাহি মিনা এবং ডেমোক্র্যাটিক পার্টির ডিসট্রিক্ট লিডার অ্যাট লার্জ অ্যাটর্নি মঈন চৌধুরী।

যুক্তরাষ্ট্র ও বাংলাদেশের জাতীয় সংগীত সম্মিলিতভাবে পরিবেশনের মাধ্যমে অনুষ্ঠান শুরু করা হয়। পবিত্র কোরআন থেকে তেলাওয়াত করেন বীর মুক্তিযোদ্ধা শরিফউদ্দিন। মুক্তিযুদ্ধের ৩০ লাখ শহীদ ও ত্যাগ স্বীকার করা সকলের স্মরণে স্মরণে এক মিনিট নীরবতা পালন করা হয়। জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান, জাতীয় চার নেতাসহ মুক্তিযুদ্ধের নেতৃবৃন্দকে শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করে প্রয়াতদের আত্মার মাগফেরাত কামনা করে মোনাজাত করা হয়। দোয়া পরিচালনা করেন বীর মুক্তিযোদ্ধা নুরুল আমিন। বক্তব্য রাখেন বীর মুক্তিযোদ্ধা গিয়াসউদ্দিন আহমদ এবং বীর মুক্তিযোদ্ধা শামসুল হক।

সভাপতির বক্তব্যে বীর মুক্তিযোদ্ধা আব্দুল মুকিত চৌধুরী প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্ব দুর্নীতিহীন বাংলাদেশ গঠনে তাঁর হাতকে শক্তিশালী করার প্রত্যয় ব্যক্ত করেন এবং বঙ্গবন্ধুর সোনার স্বপ্নের বাংলা গঠনে মুক্তিযোদ্ধারা তাঁর পাশে রয়েছেন বলে জানান।

উইঘুর–অধ্যুষিত এলাকার পণ্য আমদানিতে নিষেধাজ্ঞা আইন পাস

উত্তর আমেরিকা ডেস্ক

উইঘুর–অধ্যুষিত চীনের জিনজিয়াং প্রদেশ থেকে পণ্য আমদানিতে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করে নতুন একটি আইন পাস করল যুক্তরাষ্ট্র। গত বৃহস্পতিবার ওই আইনে স্বাক্ষর করেছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন।

যুক্তরাষ্ট্রের গণমাধ্যম সিএনএনের খবরে বলা হয়েছে, নতুন এই আইনের নাম 'দ্য উইঘুর ফোর্সড লেবার প্রিভেনশন অ্যাক্ট'। উইঘুর ইস্যুতে চীনের ওপর চাপ বাড়াতে এই আইনটি পাস করা হয়েছে। যুক্তরাষ্ট্র বেশ আগে থেকেই বলে আসছে, উইঘুরদের বিরুদ্ধে গণহত্যা চালাচ্ছে চীন।

চীনের জিনজিয়াং অঞ্চল থেকে যেসব পণ্য আমদানি করা হয় সেগুলোর মধ্যে রয়েছে সুতা, টমেটো ও সৌরবিদ্যুৎ উৎপাদন যন্ত্রে ব্যবহৃত পলিসিলিকন। এই পণ্যগুলোকে প্রাধান্য দিয়ে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়েছে। তবে চীনের দাবি, সেখানে উইঘুরদের কোনো ধরনের নির্যাতন চালানো হচ্ছে না।

চীনের এই অঞ্চলে সবচেয়ে বেশি সুতা উৎপাদন করা হয়। এ ছাড়া সৌরবিদ্যুৎ উৎপাদনে যেসব যন্ত্রাংশ ব্যবহার করা হয়, তারও উৎপাদনের শীর্ষে চীন। যুক্তরাষ্ট্র ছাড়াও বিভিন্ন দেশে এসব পণ্য রপ্তানি করে চীন। এদিকে আইন পাসের পর ওয়াশিংটনে চীনের দূতাবাসের পক্ষ থেকে বলা হয়েছে, এই নিষেধাজ্ঞা আরোপের ক্ষেত্রে সত্য উপেক্ষা করা হয়েছে। এ ছাড়া চীনের বিরুদ্ধে অপবাদ দেওয়া হচ্ছে। চীনের দূতাবাসের মুখপাত্র লিউ পেনজিউ বলেন, যুক্তরাষ্ট্র এই পদক্ষেপের মধ্য দিয়ে আন্তর্জাতিক আইন লঙ্ঘন করা হয়েছে।

বাকের বিজয় উৎসব ও বিজয় মেলা

উত্তর আমেরিকা অফিস

যুক্তরাষ্ট্রের কানেকটিকাট অঙ্গরাজ্যের বাংলাদেশি আমেরিকান এসোসিয়েশন অব কানেকটিকাটের (বাক) উদ্যোগে ১৮ ডিসেম্বর শনিবার স্থানীয় স্টাম্পফোর্ড সিটির কলনন মিডিল স্কুলে অনুষ্ঠিত হয় বিজয় উৎসব ও বিজয় মেলা। বাকের সভাপতি নুরুল আলম ও সাধারণ সম্পাদক হুমায়ুন আহমেদ চৌধুরী বলেন, খুব অল্প সময়ের মধ্যে আমাদের নবনির্বাচিত কমিটির এটি প্রথম অনুষ্ঠান। স্থানীয় বাংলাদেশি কমিউনিটির স্বার্থে বাক-এর নবনির্বাচিত কমিটির মাধ্যমে আমরা সবাইকে একত্রিত করে আমাদের সংগঠনকে পরিচালনা করব।

বাংলাদেশ কনসুলেট নিউইয়র্কের সহযোগিতায় ৮ কর্মকর্তাকে নিয়ে একটি টিম বিকাল ৫টা থেকে রাত ১১টা পর্যন্ত মোবাইল কনসুলেট সার্ভিস সেবা প্রদান করে। অনুষ্ঠানের আহ্বায়ক জাবের শফি ও সদস্য সচিব জাফর আহমদ বলেন, কানেকটিকাটের স্টাম্পফোর্ডে এই প্রথম বাকের এত বড় আয়োজনের জন্য বাকের কর্মকর্তাদের প্রতি আমরা কৃতজ্ঞ। বাকের সাবেক সভাপতি মঈনুল হক চৌধুরী হেলাল ও সাবেক উপদেষ্টা আব্দুল মান্নান চৌধুরী ও সাবেক উপদেষ্টা নাজিম আহমদ বাকের কর্মকর্তাদের প্রতি ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানান। অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি ছিলেন বাংলাদেশ কনসুলেট নিউইয়র্কের ভারপ্রাপ্ত কনসাল জেনারেল এসএম নাজমুল হাসান। বিশেষ অতিথি স্টাম্পফোর্ড সিটি মেয়র ক্যারোলিন সিমেন্সের পক্ষ বক্ত রাখেন মেয়র অফিস সেক্রেটারি। বিশেষ অতিথি ছিলেন বাংলাদেশ কনসুলেট নিউইয়র্ক কাউন্সিলর ও কনসাল আয়েসা হক, ফার্স্ট সেক্রেটারি (ভিসা পাসপোর্ট ইউং) পাসুন কুমার চক্রবর্তী।

বাকের বিজয় উৎসব। ছবি : উত্তর আমেরিকা অফিস

সিলেট সদর থানা অ্যাসোসিয়েশনের রজতজয়ন্তী

উত্তর আমেরিকা অফিস

সৌহার্দ আর ভ্রাতৃত্ববোধকে জাগ্রত করে দূরপ্রবাসে নিজেদের মধ্যে ঐতিহ্যের বন্ধন দৃঢ় রাখার প্রত্যয় ঘোষণার মধ্যে দিয়ে সিলেট সদর থানা অ্যাসোসিয়েশনের রজতজয়ন্তী উদযাপিত হয়েছে। মহান স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী ও সংগঠনের রজতজয়ন্তী উপলক্ষে সুরমা পারের লোকজনের সমাবেশ ঘটেছিল দু'দিনব্যাপী অনুষ্ঠানমালায়। মুক্তিযোদ্ধাদের প্রতি শ্রদ্ধা, ভালোবাসা, আলোচনা, সঙ্গীত দিয়ে সাজানো হয়েছিল রজতজয়ন্তীর অনুষ্ঠান।

২৬ ডিসেম্বর কুইনসের ম্যাজিস্টিক মিলনায়তনের শান্তি ও প্রত্যাশার বেলুন উড়িয়ে অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করা হয়। অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন সংগঠনের সভাপতি আব্দুল মালেক খাঁন লায়েক, সাধারণ সম্পাদক দুরুদ মিয়া রোনেল, বীর মুক্তিযোদ্ধাদের মধ্যে সিলেট সদর উপজেলার সাবেক চেয়ারম্যান বাবুল হোসেন বাবুল, মুক্তিযোদ্ধা সংসদের কমান্ডার আব্দুল মুকিত চৌধুরী, ইব্রাহীম চৌধুরী, আবু তাহের, ডা আব্দুল বাতেন, সুফিয়ান খাঁন, নিউইয়র্ক কনসাল অফিসের ভাইস কনসাল আসিফ উদ্দিন আহমেদ, রানা, ফেরদৌস চৌধুরী, মাহবুব রহমান, সেলিনা উদ্দিন, কাজী কয়েস, শাহিন আজমল, সরাফ সরকার, নুরুল ইসলাম, মইনুল হক চৌধুরী হেলাল, মুকুল হক, মিনহাজ আহমেদ চৌধুরী, রাজীব খান, গৌতম দেব, জয়দেব জয়, শাহনেয়াজ কোরেশী, আব্দুল মালিক জুয়েল।

মহামারির নতুন ধরন ওমিক্রনের সংক্রমণের কারণে স্বাস্থ্য সতর্কতা মেনে অনুষ্ঠানে উপস্থিতি সীমিত ছিল। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বক্তারা যুক্তরাষ্ট্রে সিলেট সদর অ্যাসোসিয়েশনের কর্মকাণ্ডের ভূয়সী প্রশংসা করেন। পথমেলার পথিকৃৎ এ সংগঠন প্রবাসে দেশজ ঐতিহ্য ও সংস্কৃতিকে তুলে ধরার জন্য গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছে বলে তাঁরা বলেন। মহামারির বিপন্ন সময়ে নিজেদের জীবনের ঝুঁকি নিয়ে সংগঠনটি প্রবাসে ও দেশে জনগণের পাশে দাঁড়িয়ে অন্যন্য ভূমিকা পালনের কথা উচ্চারিত হয় বক্তাদের কণ্ঠে। রজতজয়ন্তী উপলক্ষে প্রকাশিত হয়েছে একটি সমৃদ্ধ স্মারক ম্যাগাজিন 'কপোত'।

মাহবুব রহমানের সম্পাদনায় সিলেট অঞ্চলের খ্যাতিমান লেখকেরা এ স্মারকগ্রন্থে লিখেছেন। সাহিত্য মূল্যের দিকে এ স্মারক ম্যাগাজিনটি সময়ের গুরুত্বপূর্ণ দলিল হয়ে থাকবে বলে কপোতের প্রকাশনা পর্বে বক্তারা উল্লেখ করেন। দু'দিনব্যাপী নানা পর্বের আলোচনায় অংশ নেন এটর্নি মঈন চৌধুরী, নির্বাচিত কাউন্টি বিচারক সোমা সাঈদ, সংগঠনের সাবেক সভাপতি জেড চৌধুরী জুয়েল, ব্যারিস্টার সায়েদুল হক সুমন, কবি ফকির ইলিয়াস, আসিফ চৌধুরী, রওশন হক, ফারহানা ইলিয়াস তুলি, শারমিলি চৌধুরী, রোকেয়া দীপা।

সঙ্গীত পর্বে শিল্পীদের কাছে প্রাধান্য পেয়েছে সিলেটের আঞ্চলিক গান। এরমধ্যে ধামাইল, হাসন রাজা, আরকুম শাহ, শাহ আবদুল করিম, কবি দিলওয়ারের গানের অনুষ্ঠানে বক্তারা বলেন, বাঙালি সংস্কৃতির গুরুত্ব উপাদান পাওয়া যায় সিলেটের অঞ্চলের ফোক গানে। বাংলা সঙ্গীত ও সংস্কৃতিকে সমৃদ্ধ করা এসব গান সব বাঙালির মনকে উতলা করে।

অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করে অনেকেই বলেছেন মহামারির বিপন্ন সময়ে সিলেট সদর অ্যাসোসিয়েশন যেমন সকলের পাশে থেকেছে, তেমনি কঠিন এক সময়ে মানসম্পন্ন অনুষ্ঠান উপহার দিয়ে নিজেদের অগ্রসর সংগঠক হিসেবে তারা প্রমাণ করেছে। নিউইয়র্কের জনসমাজের কাছে এটি মাইলফলক হয়ে থাকবে।

সিলেট সদর থানা অ্যাসোসিয়েশনের রজতজয়ন্তী অনুষ্ঠান। ছবি : উত্তর আমেরিকা অফিস

কানাডায় অভিবাসী হওয়ার সুযোগ বাড়ছে

উত্তর আমেরিকা অফিস

কানাডা সরকার ২০২২ সালে ৪ লাখ ১১ মানুষকে তাদের দেশে বসবাসের সুযোগ দিতে চায়। চলতি বছর চার লাখ এক হাজার অভিবাসীকে স্থায়ীভাবে বসবাসের সুযোগ দিয়েছে তারা। যাঁরা অস্থায়ীভাবে দেশটিতে বসবাস করছিলেন, তাঁদের গুরুত্ব দিয়েই এ অভিবাসন সুবিধা দেয়া হয়েছে। গত বৃহস্পতিবার কানাডার অভিবাসনবিষয়ক মন্ত্রী সিন ফ্রাসার এ তথ্য জানান।

কানাডার অর্থনীতির চালিকাশক্তি ও জনসংখ্যা বৃদ্ধিতে অভিবাসীদের ওপর নির্ভরশীল। তবে ২০২০ সালে এই স্থায়ী অভিবাসন সুবিধা কমে গিয়েছিল। ওই বছর ১ লাখ ৮৫ হাজার মানুষকে এ সুবিধা দেয়া সম্ভব হয়েছিল। এর পেছনে মূল কারণ ছিল করোনাভাইরাসের মহামারি। এ মহামারির কারণে দেশটির সীমান্ত অধিকাংশ সময় বন্ধ ছিল। এদিকে কানাডার অভিবাসনমন্ত্রীর বিবৃতিতে বলা হয়, যাঁরা নতুন করে দেশটিতে স্থায়ী বসবাসের সুযোগ পেয়েছেন, তাঁদের একটি বড় অংশ কানাডায় অস্থায়ীভাবে বসবাস করছিলেন। গত ১০০ বছরের মধ্যে এত অভিবাসীকে এক বছরে স্থায়ী বসবাসের সুযোগ দেয়নি কানাডা। এ প্রসঙ্গে অভিবাসনমন্ত্রী বলেন, 'গতবছর আমরা একটি উচ্চাভিলাষী লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করেছিলাম। আমরা তা অর্জন করতে পেরেছি।'

কানাডার প্রধানমন্ত্রী জাস্টিন ট্রুডো ক্ষমতায় আসেন ২০১৫ সালে। তিনি ক্ষমতায় আসার পর থেকেই অভিবাসন সুবিধা বাড়িয়েছেন। এসংক্রান্ত একটি লক্ষ্যমাত্রাও নির্ধারণ করেছেন তিনি। কানাডার অভিবাসন নীতি অনুসারে প্রতিবছর দেশটির মোট নাগরিক অনুপাতে ১ শতাংশ মানুষকে অভিবাসন সুবিধা দেয়া হবে। কানাডার বর্তমান জনসংখ্যা ৩ কোটি ৮ লাখ। এ হিসাব অনুসারে প্রতিবছর ৩ লাখ ৮০ হাজার অভিবাসী নেয়ার কথা কানাডার। তবে প্রতিবছর এ সংখ্যা বাড়াচ্ছে কানাডা সরকার। নতুন ঘোষণায় বলা হয়েছে, আগামী বছর ৪ লাখ ১১ মানুষকে কানাডায় স্থায়ী বসবাসের সুযোগ দেয়া হবে।

কানাডার সরকার গতকাল বেশ কিছু নতুন তথ্য প্রকাশ করেছে। এসব নথি অনুসারে, ছয় মাস ধরে কানাডায় অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড বৃদ্ধি পাচ্ছে। করোনার মহামারি আগে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড যেমন ছিল, তার প্রায় কাছাকাছি পৌঁছেছে।

পাসপোর্টের ফি বাড়াল যুক্তরাষ্ট্র

উত্তর আমেরিকা ডেস্ক

যুক্তরাষ্ট্র পাসপোর্টের জন্য ফি বাড়িয়েছে। গত মঙ্গলবার ঢাকার মার্কিন দূতাবাসের অফিশিয়াল ফেসবুক পেজে দেওয়া এক বিজ্ঞপ্তিতে এসব তথ্য জানানো হয়।

বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, ২০২১ সালের ২৭ ডিসেম্বর থেকে পাসপোর্টের জন্য ফি ২০ ডলার বৃদ্ধির বিষয়টি কার্যকর হয়েছে।

মার্কিন দূতাবাস বলেছে, 'ভ্রমণ ও পরিচয় শনাক্তকরণে বিশ্বের অন্যতম সর্বোচ্চ নিরাপদ এই নথি তৈরি অব্যাহত রাখতে আমাদের জন্য এই ফি বাড়ানো আবশ্যক।'

বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, একজন প্রাপ্তবয়স্ক নাগরিকের জন্য পাসপোর্টের ফি ১১০ ডলার থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ১৩০ ডলার হবে।

আর ১৬ বছরের কম বয়সী নাবালকের জন্য পাসপোর্টের ফি ৮০ ডলার থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ১০০ ডলার হবে।

অপ্রাপ্তবয়স্ক নাগরিকের পাসপোর্ট আবেদনের জন্য এক্সিকিউশন ফি ৩৫ ডলার অপরিবর্তিত থাকবে। যার ফলে একজন অপ্রাপ্তবয়স্ক নাগরিকের পাসপোর্টের জন্য মোট ফি ১৩৫ ডলার।

ইনফো কর্নার

অনেক বাধা-বিপত্তি ডিঙিয়ে নানা স্বপ্ন, আশা নিয়ে বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে আমেরিকায় পাড়ি জমান অনেকে। কিন্তু আমেরিকায় আসার কয়েকদিন পর অধিকাংশই বাস্তবতা অনুধাবন করতে পারেন। অনেকেই বুঝতে পারেন, স্বপ্নের দেশ আমেরিকায় টিকে থাকা এত সহজ নয়। এর পেছনে রয়েছে নানাবিধ কারণ। তার মধ্যে ইংরেজি ভাষায় দুর্বলতা, কাজে অদক্ষতা, বিভিন্ন অঙ্গরাজ্যে নিত্যপণ্যের উচ্চ দাম উল্লেখযোগ্য। ফলে অনেকেই নিজে চলতে অথবা পরিবার চালাতে হিমশিম খান। সমস্যা যেমন আছে, তেমনি সব সমস্যার সমাধানও রয়েছে। নতুন আসা বাঙালি অভিবাসীদের অনেকেই মার্কিন সরকারের দেয়া বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধা সম্পর্কে অবগত নন। জীবনধারণের জন্য আমেরিকান সরকার খাদ্য, চিকিৎসা, আবাসন, শিক্ষা ক্ষেত্রে অনেক সুযোগ-সুবিধা দিয়ে থাকে। এ লেখার মাধ্যমে এসব সুযোগ-সুবিধা সম্পর্কে আলোচনা করার চেষ্টা করা হবে, যাতে কেউ পর্যাপ্ত তথ্য না জানার কারণে ভোগান্তির শিকার হন। **আসিফ মোক্তাদির**

শারীরিকভাবে অক্ষম ব্যক্তির জন্য সুবিধা

অনেকেই নানা দুর্ঘটনার শিকার হয়ে কাজ করার সক্ষমতা হারান। এতে পরিবার চালানো আরও কষ্টসাধ্য হয়ে পড়ে। শারীরিকভাবে কাজ করতে অক্ষম ব্যক্তির জন্য মার্কিন সরকার সুযোগ-সুবিধার ব্যবস্থা করে রেখেছে। এ সুবিধা পেতে শারীরিক অক্ষমতা দেখিয়ে ডিজঅ্যাবিলিটির জন্য আবেদন করতে হবে। আবেদন করার পর যাচাই-বাছাই করে সুবিধা প্রদান করা হয়। শারীরিকভাবে অক্ষম ব্যক্তি সোশ্যাল সিকিউরিটি ডিজঅ্যাবিলিটি ইন্স্যুরেন্স এবং সাপ্লিমেন্টাল সিকিউরিটি ইনকাম —এ দুই পদ্ধতির মাধ্যমে সাহায্য পেয়ে থাকেন। শারীরিকভাবে অক্ষম হওয়ার আগে ব্যক্তির আয়ের পরিমাণের ওপর নির্ভর করে মাসিক অর্থ প্রদানের মাধ্যমে সাহায্য করা হয়।

কারা আবেদন করতে পারবেন: যাঁরা কাজ করতে একেবারেই অক্ষম তাঁদের এ সুবিধা প্রদান করা হবে। সাময়িক অসুস্থতার জন্য এ সুবিধা প্রদান করা হয় না। তাছাড়া শারীরিকভাবে অক্ষম হওয়ার আগে দীর্ঘসময় ধরে কাজের অভিজ্ঞতা থাকতে হয়। এ সুবিধার জন্য অনলাইনে, ফোনে কিংবা সশরীরে আবেদন করা যাবে।
ইমেইল : NY.DD.PC3.CORRES@ssa.gov

মা ও নবজাতক শিশুকে সহায়তা

গর্ভবতী মা, নবজাতক শিশু এবং ৫ বছর বয়সী সন্তানদের সহায়তা করার জন্য WIC প্রোগ্রাম চালু রয়েছে। এ প্রোগ্রামের আওতায় ডেবিট কার্ডের মতো কার্ড প্রদান করা হয়, যা দিয়ে নির্দিষ্ট দোকান থেকে বিভিন্ন পুষ্টিকর খাবার কেনা যায়। এই কার্ড দিয়ে কি কি খাবার কেনা যাবে তা আগে থেকে ঠিক করে দেয়া হয়। আয়ের ওপর নির্ভর করে প্রদানকৃত টাকার পরিমাণ ভিন্ন হয়। এ প্রোগ্রামের জন্য অনলাইনে বা ফোনে আবেদন করা যাবে। অনেকেই এ প্রোগ্রামের কথা না জানায় আবেদন করেন না। ফলে এ সুযোগ থেকে বঞ্চিত হন।

ওয়াশিংটনে অনুষ্ঠিত হয় মুজিব জন্মশতবার্ষিকী। ছবি: সংগৃহীত

মুজিব জন্মশতবার্ষিকী উদযাপিত

ওয়াশিংটন

উত্তর আমেরিকা অফিস

জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদযাপন পরিষদ গ্রেটার ওয়াশিংটন ডিসি কর্তৃক উদযাপিত হলো মুজিব জন্মশতবার্ষিকী। মুজিব জন্মশতবার্ষিকী এবং মহান বিজয় দিবস উপলক্ষে ১৮ ডিসেম্বর শনিবার টুইন মার্ক মিডল স্কুলে আয়োজিত হয় এই অনুষ্ঠান।

জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদযাপন পরিষদ গ্রেটার ওয়াশিংটন ডিসির ড. মনসুর খন্দকার আহ্বায়ক ও শামীম চৌধুরী সদস্য সচিব, এটর্নি মো. আলমগীর উপদেষ্টা, মো. আলাউদ্দিন কোষাধ্যক্ষ, খালেদা আক্তার সমন্বয়ক, তরুন প্রজন্মের শেখ সেলিম, জিয়া করিম, তাপস, দেওয়ান আরশাদ আলী বিজয়, হাসনাত সানি, আবু সরকার, ড. জাহীদ হোসেন ও মুক্তিযাদ্ধা মো. রশীদ হারুনের অক্লান্ত পরিশ্রমে সফলভাবে মুজিব জন্মশত বার্ষিকী উদযাপিত হয়।

ড. মনসুর খন্দকার স্বাগত বক্তব্য রাখেন, প্রধান উপদেষ্টা এটর্নি মো. আলমগীর ধন্যবাদ বক্তব্য রাখেন এবং বঙ্গবন্ধু জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদযাপন পরিষদের প্রস্তাবনা পাঠ করেন।

ভয়েজ অব আমেরিকার আনিস আহমেদের সঞ্চালনায় প্যানেল আলোচনা 'মুক্তিযুদ্ধ, বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশ'-এ অংশ নেন বীর মুক্তিযাদ্ধা ড. নুরুননবী, বীর মুক্তিযাদ্ধা তাজুল ইমাম, ড. নজরুল ইসলাম ও ড. আখতার মাহমুদ।

ইউপি চেয়ারম্যান হলেন একই কলেজের তিন শিক্ষক

ঢাকা ডেস্ক

রাজশাহীর বাঘায় একই কলেজের তিনজন শিক্ষক ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান নির্বাচিত হয়েছেন। সম্প্রতি অনুষ্ঠিত ইউপি নির্বাচনে নিজ নিজ এলাকা থেকে বিজয়ী হন তাঁরা। তিনজনই বাঘা উপজেলার বাউসা মহাবিদ্যালয়ের শিক্ষক।

সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা গেছে, চতুর্থ ধাপের নির্বাচনে বাউসা মহাবিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ নুর মোহাম্মদ তুফান স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে মোটরসাইকেল প্রতীকে চেয়ারম্যান নির্বাচিত হয়েছেন। তিনি উপজেলা আওয়ামী লীগের আইনবিষয়ক সম্পাদক (বহিষ্কৃত) ও জেলা পরিষদের নির্বাচিত সদস্য ছিলেন। সম্প্রতি তিনি অবসরে গেছেন বলে জানা গেছে।

বাউসা ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনকালীন আওয়ামী লীগের দলীয় প্রার্থীর ওপর হামলা অভিযোগে করা মামলায় বর্তমানে তিনি কারাগারে। জেল থেকেই নির্বাচন করে চেয়ারম্যান হিসেবে বিজয়ী হয়েছেন।

অপরদিকে একই কলেজের শিক্ষক রফিকুল ইসলাম রফিক আড়ানি ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনে নৌকা প্রতীক নিয়ে বিপুল ভোটের ব্যবধানে চেয়ারম্যান নির্বাচিত হয়েছেন। তিনি বাউসা মহাবিদ্যালয়ের হিসাববিদ্যা বিষয়ের শিক্ষক। রফিকুল ইসলাম রফিক আড়ানি ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সভাপতি ও বর্তমান চেয়ারম্যান।

গত ২৮ নভেম্বর তৃতীয় ধাপের নির্বাচনে একই কলেজের বাংলা বিষয়ের শিক্ষক মোখলেসুর রহমান লালপুর উপজেলার আড়বাব ইউনিয়ন থেকে স্বতন্ত্র (আওয়ামী লীগের বিদ্রোহী) প্রার্থী হিসেবে চেয়ারম্যান নির্বাচিত হয়েছে। মোখলেসুর রহমান আড়বাব ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সভাপতি (বহিষ্কৃত) ও লালপুর উপজেলা কৃষক লীগের আহ্বায়ক ছিলেন।

এ বিষয়ে আড়ানি ইউনিয়নের নবনির্বাচিত চেয়ারম্যান বাউসা মহাবিদ্যালয়ের শিক্ষক রফিকুল ইসলাম রফিক বলেন, 'আমরা একই কলেজে আলাদা বিষয়ে শিক্ষকতা করি। নিজ নিজ এলাকায় আওয়ামী লীগের রাজনীতি করি। আমি আওয়ামী লীগের দলীয় মনোনয়ন নিয়ে দ্বিতীয়বারের মতো নৌকার প্রার্থী হিসেবে নির্বাচিত হয়েছি। অন্য দুজন স্বতন্ত্র হিসেবে নির্বাচন করে চেয়ারম্যান নির্বাচিত হয়েছেন।'

৩১টি আর্জেন্ট

প্রথম পৃষ্ঠার পর

এবং নিউজার্সিতে মোট ৩১টি স্থাপনা সাময়িকভাবে বন্ধ করার কথা এখন পর্যন্ত জানানো হয়েছে। প্রকাশিত তালিকা থেকে জানা গেছে, কেবল নিউইয়র্ক নগরেরই ২০টি আর্জেন্ট কেয়ার বন্ধ করে দেয়া হয়েছে। উয়েস্টচেস্টার কাউন্টিতে ২টি, লং আইল্যান্ডে ৪টি এবং নিউজার্সিতে ৫টি কেন্দ্র বন্ধ করার কথা জানানো হয়েছে।

সিটিএমডি তাদের উয়েভসাইতে দেয়া এক বার্তায় বলেছে, জনসমাজকে সেবা দেয়া তাদের জন্য অগ্রাধিকারের কাজ। যদিও প্রতিষ্ঠানটির ডাক্তার এবং অন্যান্য স্বাস্থ্যকর্মীরও স্বাস্থ্য নিরাপত্তা তাদের অগ্রাধিকারের সাথে বিবেচনা করতে হচ্ছে উল্লেখ করে বার্তায় বলা হয়েছে, এসব কেন্দ্র সাময়িকভাবে বন্ধ রাখার মধ্য দিয়ে খোলা কেন্দ্রগুলোতে পর্যাপ্ত লোকবল রাখা সম্ভব হবে।

ওমিক্রন সংক্রমণের কারণে সর্বত্র কর্মি-সংকট দেখা দিয়েছে। কবে আবার এসব আর্জেন্ট কেয়ার খোলা হবে, সে নিয়ে কিছু জানানো হয়নি। সিটি এমডি নিউইয়র্ক এবং নিউজার্সি এলাকায় ১৫০টি আর্জেন্ট কেয়ার পরিচালনা করে থাকে।

২০২২ সালে নিউইয়র্কে স্বাগতম নতুন

প্রথম পৃষ্ঠার পর

ইতিহাসের এক কঠিন সময়ে। মহামারির নতুন ঢেউয়ে নাকাল হয়ে ওঠা নগরের হাজারো সমস্যার মধ্যেও নগরবাসী স্বাগত জানাচ্ছেন নগরপিতার এ অভিষেককে।

গত আট বছর নিউইয়র্কে মেয়র হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন মেয়র ডি ব্লাজিও। আমেরিকার চলমান রাজনৈতিক বিভক্তিতে উদারনৈতিকতার স্লোগান ও প্রতিশ্রুতি দিয়ে ক্ষমতায় এসেছিলেন ব্লাজিও। তাঁর রাজনৈতিক অর্জন নিয়ে আলোচনা-সমালোচনা হবে। হয়ত সব প্রতিশ্রুতি তিনি রক্ষা করতে পারেননি। তবে ইতিহাসের সবচেয়ে কঠিন সময়ে বিপন্ন নগরকে নেতৃত্ব দেয়ার জন্য বিল ব্লাজিও স্মরণীয় হয়ে থাকবেন।

কোভিড-১৯ মহামারির প্রথম ধাক্কায় পড়া নিউইয়র্ক নগরে লাশের ট্রাক, এ্যাম্বুলেন্স সাইরেনের ভীতিকর স্মৃতির সাথে মানুষ বিল ডি ব্লাজিওকে মনে রাখবেন। অন্তত জনগণের পাশে দাঁড়িয়েছেন। অভয় দিয়েছেন। সাহায্যের হাত প্রসারিত করতে বার বার বেপরোয়াও হয়ে উঠেছেন ব্লাজিও। আমেরিকার রাজনীতির ভবিষ্যত তাঁকে কোথায় স্থান দেবে, তা এখনই বলা যায় না। তবে এখনই যা বলা যায়, তা হচ্ছে প্রত্যাশার হাতছানির মধ্যে মেয়র এরিক অ্যাডামসের অভিষেক ঘটছে। একজন মধ্যপন্থী ডেমোক্র্যাট হিসেবে তাঁর কাছে নগরবাসীর প্রধান প্রত্যাশা আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির উন্নয়ন। অপরাধে ছেয়ে গেছে পুরো নগর। প্রতিদিন মানুষ খুন হচ্ছে, ছিনতাইয়ের শিকার হচ্ছে।

একজন সাবেক পুলিশ কর্মকর্তা এবং নিউইয়র্কের জনসমাজ থেকে পর্যায়ক্রমে উঠে আসা এরিক অ্যাডামস এ নগরকে অপরাধমুক্ত করতে পারবেন— এমন প্রত্যাশায় লোকজন গত নির্বাচনে তাঁকে নির্বাচিত করেছে।

ওমিক্রন মোকাবেলার জটিল কাজটিও এখন এরিক অ্যাডামসকেই মোকাবেলা করতে হবে। নতুন বছরে নিউইয়র্ক নগরের নতুন নগর পিতাকে আমাদের শুভেচ্ছা ও স্বাগতম। এবারই প্রথমবারের মতো মেয়রের ট্রানজিশন টিমে স্থান পেয়েছেন তিনজন বাংলাদেশি-আমেরিকান। তাঁরা হচ্ছেন মোর্শেদ আলম, শাহরিয়ার রহমান ও কাজী আজম। এবারই প্রথমবারের মতো একজন বাংলাদেশি-আমেরিকান নারী শাহানা হানিফ সিটি কাউন্সিলে নির্বাচিত হয়েছেন।

নতুন বছর আর নতুন নেতৃত্বের হাতে নিউইয়র্ক মহানগরী এগিয়ে যাক শান্তি ও সমৃদ্ধির পথে —এ প্রত্যাশা সবারই।

ব্যবসায়িদের স্বার্থ নিয়ে গঠিত জেবিবিএ কথা

প্রথম পৃষ্ঠার পর

এ দিকে জেবিবিএ দুই ভাগে বিভক্ত হয়ে পড়েছে। মামলাও করেছেন একে অপরের বিরুদ্ধে। আগামী ৯ জানুয়ারি জেবিবিএর একাংশের কমিটির নির্বাচন। ২৪ ডিসেম্বর নির্বাচনে গিয়াস-তারেক ও টুকু - মনির প্যানেল মনোনয়ন পত্র জমা দিয়েছেন। নির্বাচনকে ঘিরে ব্যবসায়িদের মধ্যে আনন্দ উত্তেজনা বিরাজ করলেও অনেকেই হতাশা ব্যক্ত করেছেন। কারন জেবিবিএ গঠিত হওয়ার পর থেকে দলীয় কোন্দল লেগেই আছে। অভিষেক, মেলা ও দুয়েকটি অনুষ্ঠান ছাড়া তেমন কোন সংগঠনিক কার্যক্রম দেখা যায়নি।

সোলেমান আলি অভিযোগ করেন, ব্যবসায়িদের কাছ থেকে আদায়কৃত চাঁদার অর্থ বেহুদা খরচ ছাড়া ভাল কোন কার্যক্রমের চোখে পড়েনি। তিনি আরো অভিযোগ করেন হুমায়ুন খান নিহত হওয়ার পর তার পরিবারকে দেওয়ার জন্য ২০ হাজার ডলার উত্তোলন করার কথা ছিল। জেবিবিএর সাধারন সদস্যরা ৭০০ ডলার উত্তোলন করেন। পরে অজ্ঞাত কারনে অর্থ সংগ্রহ স্থবির হয়ে পড়ে। কিন্তু উত্তোলনকৃত অর্থ আজও তার পরিবারের হাতে তুলে দেওয়া হয়নি।

এ বিষয়ে জেবিবিএর সভাপতি শাহ নেওয়াজ বলেন, আমার কাছে অর্থ নিতে কেউ আসেনি। নিহতের পরিবার থেকে যে কেউ অর্থ নিতে আসবে আমি তাঁর পরিবারকে ১ হাজার ডলারের চেক দেব। জেবিবিএর ৯ জানুয়ারির নির্বাচনে সভাপতি প্রার্থী গিয়াস আহমেদ ও অপর প্যানেলের সভাপতি প্রার্থী মাহবুবুর রহমান টুকু বলেন, অতীতের কথা আমরা আর আমলে নিতে চাইনা। আমরা নির্বাচিত হলে ব্যবসায়িদের কল্যাণে কাজ করব।

অপর দিকে জেবিবিএর অপর অংশের আহবায়ক কমিটি গঠন করা হয়েছে। সেই অংশের আহবায়কের দায়িত্ব পালন করছেন সাবেক সভাপতি পিয়ার আহমেদ। তিনি বলেন, আমরা শীঘ্রই নির্বাচনের তারিখ ঠিক করে জানাব।

পিয়ার আহমেদ অংশের জেবিবিএর সদ্য বিদায়ী সভাপতি আবুল ফজল দিদার বলেন, আমার এখন জ্যাকসন হাইটসে ব্যবসা নেই তাই আমি আর জেবিবিএর প্রতিনিধিত্ব করিনা। আবার যদি কখনো জ্যাকসন হাইটসে ব্যবসা করি তাহলে জেবিবিএতে যুক্ত হব। জেবিবিএ ব্যবসায়িদের কল্যাণে কাজ করছে কিনা এমন প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, কোন জেবিবিএ নেতারাই এখন ব্যবসায়িদের কল্যাণে কাজ করছেনা। তারা শুধু নেতা হওয়ার জন্য কাজ করছে। জেবিবিএতে বড় ব্যবসায়িদের অনেকেই ব্যবসায়িদের সাথে যুক্ত নন বলে অভিযোগ তোলেন। ৯ জানুয়ারি জেবিবিএর নির্বাচনের প্রধান নির্বাচন কমিশনার মোহাম্মদ এ বার ভূঁইয়া ও কমিশনার বেলায়েত হোসেন জানান, ৯ জানুয়ারির নির্বাচন হবে সুষ্ঠ অবাধ ও নিরপেক্ষ।

ছুটিতে গেছেন আপিল বিভাগের বিচারপতি মোহাম্মদ ইমান আলী

ঢাকা অফিস

বিচারপতি হাসান ফয়েজ সিদ্দিকীকে নতুন প্রধান বিচারপতি নিয়োগের দিন থেকে ছুটিতে গেছেন সুপ্রিম কোর্ট আপিল বিভাগের প্রধান জ্যেষ্ঠ বিচারপতি মোহাম্মদ ইমান আলী। তবে তিনি কতদিনের জন্য ছুটিতে গেছেন, সে বিষয়ে জানা যায়নি।

ছুটির সময়সীমা সম্পর্কে সুপ্রিম কোর্টের একাধিক কর্মকর্তার সঙ্গে কথা বললেও তাঁরা বিষয়টি জানেন না বলে জানান। অন্যদিকে আগামী রোববার সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগের কার্যতালিকায় বিচারপতি মোহাম্মদ ইমান আলীর নাম নেই। এ থেকেই তাঁর ছুটির বিষয়টি নিশ্চিত হওয়া যায়।একটি সূত্র জানায়, ব্যক্তিগত কারণ দেখিয়ে ছুটি নিয়েছেন বিচারপতি মোহাম্মদ ইমান আলী। গত বুধবার বর্তমান প্রধান বিচারপতি সৈয়দ মাহমুদ হোসেন ওই ছুটি মঞ্জুরের আবেদনে সই করেন।

বিচারপতি মোহাম্মদ ইমান আলী

প্রসঙ্গত, আপিল বিভাগের জ্যেষ্ঠতা ভেঙে দেশের নতুন প্রধান বিচারপতি হিসেবে নিয়োগ পেয়েছেন বিচারপতি হাসান ফয়েজ সিদ্দিকী। জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে বর্তমানে দায়িত্বরত বিচারপতি মোহাম্মদ ইমান আলী অবসরে যাবেন ২০২২ সালের ৩১ ডিসেম্বর। বিচারপতি হাসান ফয়েজ সিদ্দিকী (নতুন প্রধান বিচারপতি) ২০২৩ সালের ২৫ সেপ্টেম্বর, বিচারপতি মো. নূরুজ্জামান ২০২৩ সালের ৩০ জুন এবং বিচারপতি ওবায়দুল হাসান ২০২৬ সালের ১০ জানুয়ারি অবসরে যাবেন।

নিউইয়র্কে কোভিড-১৯ সংক্রমণ আশঙ্কাজনক

প্রথম পৃষ্ঠার পর

এমনিতেই কোভিড রোগীতে ভরে উঠেছে। একান্ত জরুরি নয় এমন সব সার্জারি বন্ধ রাখা হয়েছে। নতুন সংক্রমণের ঢেউয়ে মৃত্যুর সংখ্যা এখনও আশংকাজনক না হলেও সর্বত্র উদ্বেগ বিরাজ করছে।

২৭ ডিসেম্বর সোমবার সকালে রাজ্য গভর্নর ক্যাথি হকুল জানান, হাসপাতালে ভর্তির সংখ্যা সাড়ে পাঁচ হাজার ছাড়িয়ে গেছে। আবারও এ্যাম্বুলেন্সের সাইরেনে নিউইয়র্কের রাজপথ জনপদ আতঙ্কের হয়ে উঠেছে। ডিসেম্বরের শুরু থেকে ২৭ ডিসেম্বরের মধ্যে হাসপাতালে ভর্তির সংখ্যা ৮০ শতাংশ বেড়ে গেছে। ক্রিসমাস ও নববর্ষের এ সময়টিতে উৎসবে থাকা লোকজনের মধ্যে সংক্রমণ দ্রুত ছড়াচ্ছে। সংক্রমণের নতুন ধরন ওমিক্রনে আক্রান্ত অনেকেই শুরুতে টেরই পাচ্ছেন না। একাধিক টেস্ট করার পর পজিটিভ পাওয়া যাচ্ছে। নিউইয়র্কের সব টেস্টিং কেন্দ্রে লোকজনকে ভিড় করতে দেখা যাচ্ছে। গভর্নর ক্যাথি হকুল বলেন, সামনের দিনগুলোতে সংক্রমণ ও হাসপাতালে ভর্তির সংখ্যা আর বাড়বে বলে স্বাস্থ্যসেবীরা আশঙ্কা করছেন।

রাজ্যের দেয়া তথ্য অনুযায়ী, মহামারি শুরু হওয়ার পর থেকে নিউইয়র্কের সংক্রমণ এখন শীর্ষে পৌঁছেছে। ২৪ ডিসেম্বর শুক্রবার রাজ্যের ৪৯ হাজার ৭০৮ জনকে সংক্রমিত পাওয়া গেছে। পরদিন শনিবার ৩৬ হাজার ৪৫৪ জন এবং ২৬ ডিসেম্বর রোববার আরও ২৬ হাজার ৭৩৭ জনের মধ্যে ভাইরাস পজিটিভ পাওয়া গেছে। টেস্টিংয়ের বাইরে থাকা লোকজন ব্যাপকভাবে সংক্রমিত বলে স্বাস্থ্যসেবীরা ধারণা করছেন। নিউইয়র্ক রাজ্যের ভারপ্রাপ্ত হ্যালথ কমিশনার মেরি ব্যাসেথ বলেন, রাজ্যের ৫ থেকে ১১ বছর বয়সের শিশুদের মধ্যে টিকা গ্রহণের হার এখনও খুবই কম। এ কারণেই শিশুদের আক্রান্ত হওয়া এবং হাসপাতালে ভর্তি বাড়ছে বলেও মনে করা হচ্ছে।

অভিবাসীদের জন্য নিরাশার আরেকটি

প্রথম পৃষ্ঠার পর

পর ক্ষমতায় এসেই প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প তাঁর অগ্রাধিকার কর্মসূচি হিসেবে বেছে নিয়েছিলেন অভিবাসন ইস্যুকে। অভিবাসনের দেশ আমেরিকায় অভিবাসীদের জন্য সুযোগ সৃষ্টি নয়। সব সুযোগ বন্ধ করার চেষ্টাই তিনি করে গেছেন চার বছর। আমেরিকার অভিবাসী গোষ্ঠী একবাক্যে সমর্থন করেছে পরিবর্তনের। পরিবর্তনের সনদ নিয়ে ক্ষমতায় আসা প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন ২০২১ সালের জানুয়ারি মাসেই নির্বাহী আদেশ জারি করে ট্রাম্প যুগের অবস্থা থেকে ঘুরে দাঁড়ানোর প্রকাশ্য অবস্থান ঘোষণা করেন। আশার আলো দেখতে পায় অভিবাসী গ্রুপগুলো।

ব্যাপকভাবে অভিনন্দিত হতে থাকেন প্রেসিডেন্ট বাইডেন। ঘোষণা দেন সহসাই সমন্বিত অভিবাসন আইন পাস করা হবে। এ নিয়ে কংগ্রেস সদস্যদের পদক্ষেপ নেয়ার নির্দেশ প্রদান করেন। প্রেসিডেন্ট বলেন, একটি মানবিক অভিবাসন ব্যবস্থা গড়ে তোলা হবে আমেরিকায়। এরমধ্যেই বছর চলে গেছে। প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন ক্ষমতায় আসছেন, এমন খবর পেয়েই বাঁধ ভাঙ্গা জোয়ারের মতো দক্ষিণ সীমান্ত দিয়ে লোক আসতে শুরু করে। এদের সামাল দিতে হিমশিম খেতে হয়েছে বাইডেন প্রশাসনকে। সীমান্ত দিয়ে আসা নথিপত্রহীনদের সামাল দিতে শেষ পর্যন্ত ট্রাম্পের নির্দেশ পুনর্বহাল করতে হয়েছে। মেক্সিকোতে অবস্থান করেই অভিবাসীদের আশ্রয়ের আবেদন করতে হবে। সামান্য সংখ্যাগরিষ্ঠতায় হলেও কংগ্রেসে আধিপত্য ছিল ডেমোক্র্যাটদের। এ সুবিধার মধ্যেও নিজের দলকেই অভিবাসন সংস্কার নিয়ে ঐক্যবদ্ধ করতে পারেননি প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন।

সর্বশেষ প্রয়াস হিসেবে সামাজিক নিরাপত্তার ব্যয়বহুল 'বিল্ড ব্যাক বেটার আমেরিকা' আইন প্রস্তাবের সাথে অভিবাসন সংস্কারের কিছু উপদান যুক্ত করতে চেয়েছিলেন প্রেসিডেন্ট। সিনেট পার্লামেন্টেরিয়ান থেকে তৃতীয় দফা তা নাকচ করে দেয়া হয়েছে। ফলে অর্থ প্রস্তাবের সাথেও অভিবাসন সংস্কার নিয়ে কিছু একটা করার শেষ প্রয়াসটাও উবে গেছে। এর আগে ভাইস প্রেসিডেন্ট কমলা হ্যারিস সীমান্ত ভ্রমণে গিয়ে বলেছেন, কেউ আমেরিকায় আসবেন না। ট্রাম্পের সময়ে আরোপিত ব্যবস্থা আশ্রয়প্রার্থীদের মেক্সিকোতে থাকতে হবে। এ ব্যবস্থার পক্ষে সুপ্রিম কর্মরত রায় প্রদান করলে বাইডেন প্রশসনের তেমন কিছু করারও আর অবশিষ্ট থাকে না। ইলিনয়েস থেকে নির্বাচিত ডেমোক্র্যাট সিনেটর রিচার্ড ডারবিন বলেছেন, অভিবাসন সংস্কার নিয়ে লড়াই শেষ হয়ে যায়নি। প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনের বিল্ড ব্যাক বেটার আমেরিকা আইনে যে করেই হোক তাঁরা অভিবাসন সংক্রান্ত কিছু সুবিধা অন্তর্ভুক্ত করার শেষ চেষ্টা চালিয়ে যাবেন।

পুরো বিষয়টিই হয়ে উঠেছে অভিবাসীদের জন্য আশা জিইয়ে রাখা। আমেরিকার ব্যবসা বাণিজ্যে এখন চরম কর্মিসঙ্কট চলছে। ব্যবসায়ীদের পক্ষ থেকে বারবার দাবি জানানো হচ্ছে, দ্রুততার সাথে অভিবাসন আইন সংস্কার করে অভিবাসীকর্মীদের জন্য কাজের সুযোগ সৃষ্টি করার জন্য। আমেরিকান বিজনেস ইমিগ্রেশন কোয়ালিশন নামের সংস্থাটি ১৭ ডিসেম্বর এক আবেদনে শ্রমিক সঙ্কট জরুরিভাবে মোকাবেলার জন্য কংগ্রেসের প্রতি আহ্বান জানিয়েছে। কংগ্রেস দ্রুততার সাথে ব্যবস্থা গ্রহণ না করলে আমেরিকার জনগণেরই ভোগান্তি বাড়বে বলে জানায় ইমিগ্রেশন কোয়ালিশন।

রাজনৈতিক মূল্য দেবেন বাইডেন?

প্রথম পৃষ্ঠার পর

এর মোকাবেলা করা এক মহা রাজনৈতিক চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

মার্কিন ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অফ হ্যালথের বিদায়ী পরিচালক ফ্রান্সিস কলিন্স বলেন, সহসাই সংক্রমণের সংখ্যা প্রতিদিন দশ লাখে পৌঁছবে। ব্রাউন ইউনিভার্সিটির জনস্বাস্থ্য বিভাগের ডিন আশিস জাহ আশঙ্কা করে বলেছেন জানুয়ারি মাস আমেরিকার জন্য খুবই নাজুক হয়ে উঠবে। আসছে সপ্তাহ থেকে দশদিনের মধ্যে প্রতিদিন সংক্রমণের সংখ্যা পাঁচ লাখে পৌঁছবে বলে তাঁর ধারণা।

ভ্যাকসিনের পূর্ণ ও বুস্টার ডোজ গ্রহণ করা লোকজনের মৃদু সংক্রমণ প্রতিক্রিয়া দেখা গেলেও মার্কিন স্বাস্থ্যসেবীরা টিকা না দেয়া লোকজনকে নিয়ে রীতিমতো উৎকণ্ঠিত এখন। বিপুল সংখ্যক টিকা না দেয়া লোকজন সংক্রমিত হচ্ছে এবং এদের মধ্যেই হাসপাতালে ভর্তির সংখ্যা বাড়ছে। স্বাস্থ্যবান টিকা গ্রহণ করা লোকজনের মধ্যেও ওমিক্রন সংক্রমণের পর শারীরিক অবস্থা নাজুক হয়ে পড়তে দেখা যাচ্ছে। শিশুদের মধ্যে ব্যাপক সংক্রমণের ঘটনা আগের সব হিসেবকে পাল্টে দিয়েছে। আমেরিকার বেশ কিছু রাজ্যের হাসপাতালে এরইমধ্যে রোগী ধারণক্ষমতা অতিক্রম করেছে। সরকার কীভাবে মহামারির চলমান ঢেউ মোকাবেলা করবে, তা এখনও আমেরিকার জনগণের কাছে পরিষ্কার নয়। ২০২০ সালের শুরুতে কোভিড-১৯ মহামারি শুরু হলে আমেরিকায়ই সবচেয়ে বেশি মানুষের মৃত্যু ঘটেছে। প্রায় সাড়ে ৮ লাখ মানুষের মৃত্যুর পর মহামারি মোকাবেলায় এখন পরিবর্তিত পদক্ষেপ নেয়া হচ্ছে। নতুন করে লকডাউন করা হচ্ছে না। আগে যে মাস্ক ব্যবহার করা হয়েছে, এখন তা পরিবর্তন করে বলা হচ্ছে, ওমিক্রন সংক্রমণ থেকে বাঁচার জন্য এন-৯৫ বা এধরনের মাস্ক ব্যবহার করতে হবে। সাধারণ কাপড়ের মাস্ক সংক্রমণ থেকে সুরক্ষা দেয়ার জন্য যথেষ্ট নয় বলে জানানো হচ্ছে। কোয়ারেন্টাইন পালন করার মেয়াদ স্বল্প করা হয়েছে। সংক্রমণের আলামত শেষ হওয়ার পরপরই নতুন করে সংক্রমণ পরীক্ষা না করার জন্য বলা হচ্ছে। আলামতহীন অবস্থায় সংক্রমণ বেশ কিছুদিন শরীরে পজিটিভ পাওয়া যাবে বলে বলা হচ্ছে। এরইমধ্যে আমেরিকার সর্বত্র টেস্টিং কেন্দ্রগুলো আবার উপচে উঠেছে। এখন সরাসরি উপস্থিত হয়ে টেস্টিং করার সুযোগ সংকুচিত হয়ে উঠেছে। পরিস্থিতি যে নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যাচ্ছে, তা কিছুতেই জনসমক্ষে বলছেন না প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন। ২৭ ডিসেম্বর রাজ্য গভর্নরদের সাথে এক সভায় দেয়া বক্তৃতায় তিনি বলেন, শেষ কথা হচ্ছে আমেরিকার জনগণকে বলতে চাই আমরা প্রস্তুত আছি পরিস্থিতি মোকাবেলার জন্য।

সরকার ঠিক কী প্রস্তুতি নিচ্ছে ,এ নিয়ে আমেরিকার জনগণ নিশ্চিত নয়। বলা হয়েছে, ফেডারেল সরকারর পক্ষ থেকে সামরিক ও বেসামরিক স্বাস্থ্যকর্মী, এ্যাম্বুলেন্স ও স্বাস্থ্য সুরক্ষাসামগ্রী ব্যাপকভাবে রাজ্যপর্যায়ে পাঠানো হচ্ছে। আগামী সপ্তাহ থেকে বিনা মূল্যের র‍্যাপিড টেস্টিং কিট ঘরে ঘরে পৌঁছে দেয়ার কথা।

প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন ক্ষমতা গ্রহণের পর মহামারি মোকাবেলায় তাঁর পূর্বসূরী ডোনাল্ড ট্রাম্পের চেয়ে জনআস্থা প্রেসিডেন্ট বাইডেনের প্রতিই বেশি ছিল। কিন্তু মাত্র কয়েক মাসের ব্যবধানে জনগণের মধ্যে আর সে আস্থা অবশিষ্ট নেই। মেয়াদের এ পর্যন্ত প্রেসিডেন্ট বাইডেন মহামারি মোকাবেলায় জন আস্থার দিক থেকে সর্বনিম্ন পর্যায়ে অবস্থান করছেন। ক্রিসমাসের আগে নেয়া এক জনমত জরিপে দেখা গেছে, ৪৭ শতাংশ লোকজনই মহামারি সামাল দেয়ার জন্য প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনের কার্যক্রমকে আর অনুমোদন প্রদান করছে না। মাত্র ৪২ শতাংশ মনে করছে, প্রেসিডেন্ট বাইডেন মহামারি মোকাবেলায় সঠিক কাজ করছেন। ক্ষমতা গ্রহণের শুরুতে আমেরিকার ৬০ শতাংশ লোকজন মহামারি মোকাবেলায় প্রেসিডেন্ট বাইডেনের পদক্ষেপকে সমর্থন করেছে।

মহামারির সংক্রমণ সামাল না দিতে পারলে প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনকেই এর রাজনৈতিক মূল্য দিতে হবে। এরমধ্যেই খবর বেরিয়েছে র‍্যাপিড টেস্টিং জনগণের কাছে পৌঁছে দেয়ার জন্য পর্যাপ্ত সরবরাহ নেই। প্রায় দুই বছরের মহামারিতে পড়ে আমেরিকার জনজীবনে চরম হতাশা বিরাজ করছে। লোকজনের কাজকর্ম স্বাভাবিক করার প্রয়াস এরইমধ্যে ব্যর্থ হয়েছে। কোভিড-১৯-এর প্রথম ধাক্কার পর ডেল্টা ধরন এবং বর্তমান ওমিক্রন ধরন নিয়ে আগাম পর্যাপ্ত কোনো প্রস্তুতি নেই। বার বার বলা হচ্ছে, আগের চেয়ে প্রস্তুতি ভালো। এমন কথায় লোকজন আস্থা আনতে পারছে না। ব্যাপক সংক্রমণ মোকাবেলায় কোনো প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থাকে আগে থেকে গুরুত্ব দেয়া হয়নি। দক্ষিণ আফ্রিকার উদাহরণের ওপর আশা করা হচ্ছে। সেখানে ওমিক্রন সংক্রমণ দ্রুত বৃদ্ধি পেয়ে দ্রুত আবার কমে এসেছিল। এমন আশা করে বসে থাকার পরিণাম ভিন্নও হতে পারে বলে সতর্ক করে দিচ্ছেন কোনো কোনো স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞ।

মহামারি মোকাবেলাও আমেরিকায় চরমভাবে রাজনৈতিক। টিকা দেয়া, মাস্ক পরা —এসব নিয়ে শুরু থেকেই মার্কিন সমাজ বিভক্ত। গত সোমবারের সভায় প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন রাজ্য গভর্নরদের বলেন, প্রতিটি রাজ্যে মহামারি মোকাবেলার দায়িত্ব প্রধানত রাজ্য গভর্নরদের। এমন সরল কথার রাজনৈতিক গুরুত্ব অনেক। সব রাজ্য গভর্নর মাস্ক বাধ্যতামূলক করা, কর্মীদের ভ্যাকসিন বাধ্যবাধকতায় আনাসহ নানা বিষয়ে একমত নন। এখানে ডেমোক্র্যাট ও রিপাবলিকানদের কাজকর্ম ভিন্ন। ফলে ফেডারেল নির্দেশনায় আমেরিকাজুড়ে এক উদ্যোগে মহামারি মোকাবেলা না করলে ফলাফল খারাপ হবে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে। এমনটি হলে ওমিক্রন মোকাবেলায় ব্যর্থতায় রাজনৈতিক মূল্য দিতে হতে পারে প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনকে। মার্কিন রাজনৈতিক সংবাদ মাধ্যম দ্য হিল ২৮ ডিসেম্বর মঙ্গলবার তাদের এ সংক্রান্ত প্রতিবেদনে এমন মন্তব্যই করেছে।

মর্টগেজ নিয়ে আপনি কি বাড়ী কিনতে চান?

Low Income, No Problem

Hard Money 9%

আমরা ফ্রি পরামর্শ দিয়ে থাকি

646-920-4799

Akib Hussain 32-65 31st Street, Astoria, NY11106

Direct Lender

★ ট্যাক্সী ক্যাব এবং বিজনেস ওনারদের জন্য বিশেষ প্রোগ্রাম
★ এক বছরের ট্যাক্স ফাইল (১০৯৯) দিয়ে বাড়ী কিনতে পারেন মাত্র ৫% ডাউন পেমেন্ট

আপনাদের সেবাই আমাদের লক্ষ্য

● ব্যক্তিগত পরামর্শ ● ইন্টারেষ্ট রেট কম ● ইনভেষ্টমেন্ট
● ফ্রি এপ্রোভাল ● ফাষ্ট ক্লোজিং ● দ্রুত এবং বিশ্বস্ত

ইমিগ্রেশন / এসাইলাম সেন্টার: গ্রীন কার্ড ও নাগরিকত্ব

কম্যুনিটির সবচেয়ে আলোচিত, পরিচিত এবং নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান
লিগ্যাল নেটওয়ার্ক এ আসুন!

আমেরিকায় আইনানুগ বসবাস এনে দিতে পারে জীবনের প্রশান্তি। ইমিগ্রেশন/লিগ্যাল ইস্যুতে ছোট্ট একটি ভুলের জন্য অনেক বড় খেসারত অনেককেই দিতে হয়েছে। ঐ ভুলটি না করার জন্য কয়েক ডজন এটর্নী সিপিএ এবং আর্কিটেক্টদের সমন্বয়ে গড়া **লিগ্যাল নেটওয়ার্কের নিম্নোক্ত সেবা গ্রহন করুন:**

● নাগরিকত্ব, গ্রীনকার্ড, এসাইলাম, ম্যারেজ, ইনভেস্টমেন্ট, স্ট্যাটাস এডজাস্টমেন্ট, স্টপ ডিপোর্টেশন, এপ্লাই ফর সিটিজেনশিপ, অ্যাডভান্স প্যারোল, (রাজনৈতিক আশ্রয় প্রার্থীরা বিশেষ ব্যবস্থায় দেশে ঘুরে আসুন) ● ক্রিমিনাল (ষ্টেট/ফেডারেল) ● সিভিল লিটিগেশন: বিজনেস, ডিভোর্স, চাইল্ড সাপোর্ট/ কাস্টোডি, স্টপ ফর-ক্লোজার, (নিজ বাড়ী রক্ষা করুন), পার্টনারশীপ, বিজনেস এগ্রিমেন্ট, ল্যান্ডলর্ড/টেন্যান্ট, ● এক্সিডেন্ট কেইস: পারসোনাল ইনজ্যুরী/ স্লীপ এন্ড ফল ইত্যাদি ● ট্যাক্স ফাইল (ব্যক্তিগত এবং বিজনেস) ● ফাইল ফর কর্পোরেশন এবং নট ফর প্রফিট কোম্পানী, ● বুক কিপিং ও অন্যান্য ● বাড়ীর ভায়োলেশন রিমুভ, লিগ্যাল বেইজমেন্ট, প্রপার্টি কনভার্শন (এক ফ্যামিলি থেকে বহু ফ্যামিলি), রিমুভ ফাইন-সিটি/স্টেট এজেন্সীস।

ইদানীং ইমিগ্রেশন আইন সহ বিভিন্ন আইনের প্রয়োগ নিয়ে অনেক তর্কবিতর্ক হচ্ছে যার সাথে ইমিগ্র্যান্টদের ভাগ্য ওতপ্রোতভাবে জড়িত। এ সময়ে ইমিগ্র্যান্টরা কোন বিষয়েই কোন প্রকার ভুল এফোর্ড করে না। সুতরাং গ্রোসারি ষ্টোরের মতো গজিয়ে ওঠা মোহরী/ মাল্টি সার্ভিস দোকানে যাওয়ার আগে এবং এটর্নী নিয়োগের পূর্বে ইমিগ্র্যান্টদের সচেতন হওয়া খুবই জরুরী।

All Service Provided by Attornys Admittied in State & Federal Court, CPA, P.E, Architect and Licensed Professionals.

72-32 Broadway, Suite # 302, Jackson Heights, NY 11372, Tel: 917-722-1408 / 1409, Fax: 718-276-0294, Email: legalnetwork.us@gmail.com

ইউএস, বাংলাদেশ, ইণ্ডিয়াসহ ২ হাজারের বেশি চ্যানেল

১ মাস ফ্রি

72-26 Roosevelt Ave. 2nd Floor (Suite 201)
Jackson Heights NY 11372 | 718-565-9099

প্রথম আলো উত্তর আমেরিকা স্বপ্নগামী অভিবাসীদের পথ দেখিয়ে দিতে প্রতি মাসের শেষ সংখ্যাটিতে 'উত্তরের পথে' প্রকাশ করছে। 'উত্তরের পথে' প্রবাসে নানা সমস্যার সমাধান এবং সফলতার কাহিনী নিয়ে প্রতি মাসে এই সংখ্যাটি একবার প্রকাশিত হয়। 'উত্তরের পথে, আপনার সঙ্গে'—এই স্লোগান নিয়ে প্রতি সংখ্যায় প্রবাসজীবনের নানা সমস্যার সমাধান তুলে ধরার চেষ্টা করছে। বাঙালীর 'আমেরিকান ড্রিম' বাস্তবায়নের সঙ্গী হতে নানা পরামর্শমূলক তথ্য এনে দেয়ার চেষ্টা করছে। আপনাদের কোন পরামর্শ থাকলে আমাদের উত্তর আমেরিকার অফিসে যোগাযোগ করতে পারেন

রাজুব ভৌমিক

যুক্তরাষ্ট্রে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ভর্তির আবেদনে নানা পরিবর্তন

আসিফ মোক্তাদির

করোনা মহামারির ফলে যুক্তরাষ্ট্রে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ভর্তির আবেদনে নানা পরিবর্তন আসছে। বেশকিছু শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান কলেজে ভর্তির আবেদনের সময় এসএটি বা এসিটি পরীক্ষার নিয়ম তুলে দিয়েছে। সম্প্রতি হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয় জানিয়েছে, ২০২৬ সাল পর্যন্ত কলেজটি ভর্তির আবেদনে এ ধরনের কোনো পরীক্ষার প্রয়োজন নেই।

যুক্তরাষ্ট্রে কলেজে ভর্তির আবেদনের সময় একজন শিক্ষার্থীর নানা যোগ্যতার ওপর খেয়াল রাখা হয়। যেমন : জিপিএ, রেকমেন্ডেশন লেটার, পারসনাল স্টেটমেন্ট, এক্সট্রাকারিকুলার এক্টিভিটিস, এসএটি বা এসিটি পরীক্ষা ইত্যাদি। এসব যাচাই-বাছাই করে একজন শিক্ষার্থী ভর্তির জন্য যোগ্য কিনা তা ঠিক করা হয়। এসব ভর্তি পরীক্ষার ফলাফল তাই কলেজে ভর্তিতে সহায়তার জন্য অনেক বড় নিয়ামক ছিল। যারা এসব পরীক্ষায় ভালো করত তাদের ভর্তির সম্ভাবনা বেড়ে যেত।

করোনা মহামারি শুরু হওয়ার সাথে সাথে এসব পরীক্ষা নেয়া কঠিন হয়ে পড়ে। তাই অনেক বিশ্ববিদ্যালয় এসব পরীক্ষা ছাড়াই শিক্ষার্থী ভর্তির ঘোষণা দেয়। সম্প্রতি এ তালিকায় যোগ দিয়েছে বিশ্ববিখ্যাত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়। প্রতিষ্ঠানটি ২০২৬ সাল পর্যন্ত শিক্ষার্থীদের এসব

পরীক্ষা দিতে হবে না বলে জানিয়েছে। আগে এসব পরীক্ষার ফলাফলের ওপর ভিত্তি করে ভর্তির জন্য বিবেচনা করা হতো। কিন্তু এখন থেকে কেউ ভর্তির আবেদনে এসব পরীক্ষার ফলাফল সাবমিট না করলেও পিছিয়ে পড়ার কোনো সুযোগ নেই। ভর্তির আবেদনের জন্য অন্যান্য আনুষঙ্গিক বিষয় যাচাই করে ভর্তির সিদ্ধান্ত নেয়া হবে।

টাইমস স্কয়ারে এবার ইংরেজী নতুন বর্ষ পালন করতে হলে

রাজুব ভৌমিক

টাইমস স্কয়ারে ইংরেজী নতুন বছর উদযাপন এবং পুরোনো বছরকে বিদায়ের আনুষ্ঠানিকতা বহু বছর ধরে চলছে। কিন্তু গত বছর করোনা মহামারির কারণে সেই ঐতিহাসিক উদযাপন বন্ধ ছিল। মেয়র ডি ব্লাজিও ডিসেম্বরের শুরুতে ঘোষণা দেন যে, এবার নিউইর্য়ক শহরের তথা বিশ্বের কেন্দ্রস্থল টাইমস স্কয়ারে ইংরেজী নতুন বর্ষ পালন হবে। আপনি যদি এবার টাইমস স্কয়ারে ইংরেজী নতুন বর্ষ পালন এবং অংশগ্রহণ করতে ইচ্ছুক তাহলে আপনাকে কিছু তথ্য জানতে হবে।

১. নিউইয়র্ক সিটির টাইমস স্কয়ারে ইংরেজী নতুন বর্ষ পালনের ভিড়কে প্রশাসন এবার মাত্র ১৫ হাজার লোকের অংশগ্রহণে সীমাবদ্ধ করেছে। করোনা-পূর্ববর্তী সময়ে যে ময়দানে সাধারণত লাখ লাখ পর্যটকের মিলনমেলায় পরিণত হয়, সেই ময়দানে এবার একটি অঙ্কের সীমাবদ্ধতা যোগ হয়েছে, যা আগে কখনও ছিল না। এতে বহু পর্যটককে এসে বিমুখ হয়ে ফিরে যেতে হবে। আপনি যদি এবারের নববর্ষ পালনে অংশ নিতে চান তাহলে আপনাকে বেশ কয়েক ঘণ্টা আগে টাইমস স্কয়ারে এসে হাজির হতে হবে। এতে আপনার বিমুখ হয়ে না ফেরার সম্ভাবনা বেশি থাকবে। বিকেল ৩টার আগে দর্শনার্থীদের প্রবেশের অনুমতি দেয়া হবে না। অন্যান্য সময়ের মতো এবারে আপনি যদি নববর্ষের ঠিক দুই বা তিন ঘণ্টা আগে এসে হাজির হন তাহলে এবার আপনি হয়ত টাইমস স্কয়ারে ইংরেজী নতুন বর্ষ পালনে অংশ নিতে পারবেন না।

২. শুধুমাত্র যাদের সম্পূর্ণ কোভিডবিরোধী টিকা আছে শুধু তাদেরকেই টাইমস স্কয়ারে ইংরেজী নতুন বর্ষ পালনে অংশগ্রহণ করতে দেয়া হবে। সেক্ষেত্রে আপনাকে দুই গুরুত্বপূর্ণ তথ্য আপনার সাথে অবশ্যই আনতে হবে। আপনার সরকারী পরিচয়পত্র এবং করোনা টিকার প্রমাণপত্রের আসল কপিটি। সম্পূর্ণ টিকা দেয়ার প্রমাণ মানে নিয়মের শেষ ডোজটি নববর্ষের অন্তত ১৪ দিন আগে হতে হবে।

৩. ইভেন্টে প্রবেশের জন্য পাঁচ বছর বা এর বেশি বয়সী অংশগ্রহণকারীদের অবশ্যই টিকা নেয়ার প্রমাণ দেখাতে হবে। অপ্রাপ্তবয়স্ক যারা এখনও টিকা গ্রহণের যোগ্য নয় তারা ইভেন্টে টিকাপ্রাপ্ত একজন প্রাপ্তবয়স্কের সাথে থাকতে হবে। শারীরিক অক্ষমতা বা মানসিক অক্ষমতার কারণে যারা টিকা নিতে পারেনি তাদের অবশ্যই অনুষ্ঠানের ৭২ ঘণ্টার মধ্যে নেতিবাচক পিসিআর পরীক্ষার প্রমাণ দিতে হবে।

৪. সর্বোপরি আপনাকে অবশ্যই মাস্ক পরতে হবে। আপনি যদি মাস্ক না পরেন বা মাস্ক পরে খুলে ফেলেন তাহলে আপনাকে ইংরেজী নতুন বর্ষ পালনে অংশগ্রহণ করতে দেয়া হবে না। এদিকে মেয়র ডি ব্লাজিও বলেন, 'এবারে নববর্ষ উদযাপনের জন্য আমাদের অনেক কিছু আছে এবং এই অতিরিক্ত নিরাপত্তা ব্যবস্থাগুলো সম্পূর্ণরূপে টিকা দেয়া ভিড়কে নিরাপদ এবং সুস্থ রাখবে। যেহেতু আমরা নতুন বছরে পদার্পণ করছি তাই আমাদের অতিরিক্ত সাবধানতা অবলম্বন করতে হবে।'

অনলাইন প্রতারণা থেকে কিভাবে নিজেকে রক্ষা করবেন

সুখেন গমেজ

প্রতিদিন শত শত মানুষ নিত্যনতুন অনলাইনে স্ক্যামের দ্বারা প্রতারণার স্বীকার হচ্ছে। এফবিআইয়ের ইন্টারনেট ক্রাইম অভিযোগ সেন্টারের তথ্য অনুযায়ী, ২০২০ সালে এক বিলিয়ন ডলারের অধিক অর্থ খোয়া গেছে এবং এক লাখের বেশি মানুষ এই প্রতারণার শিকার হয়েছেন। মাত্র ৩০ শতাংশ মানুষ অভিযোগ দায়ের করেন, অধিকাংশ নীরব থাকেন। গড়ে একজন মানুষ নয় হাজার ডলারের ওপরে ক্ষতির সম্মুখীন হন এবং প্রায় দুই হাজার ব্যক্তির কমপক্ষে এক লাখ ডলার খোয়া গেছে। প্রতিষ্ঠানটি প্রতি বছর রিপোর্টে অপরাধের ধরন এবং প্রতিকার নিয়ে সতর্কতা প্রদান করে। নিত্যনতুন উপায়ে প্রতারণাকারীরা কৌশল অবলম্বন করে সহজ-সরল মানুষগুলোকে আর্থিক ক্ষতির সম্মুখীন করে।

হঠাৎ ফোনে মেসেজ এলো, আপনার ব্যাংকের কার্ড লক হয়ে গেছে। আপনাকে একটা লিংকে গিয়ে প্রয়োজনীয় কিছু তথ্য দিয়ে কার্ডটি চালু করতে বলা হলো। আপনি কিছু তথ্য দিয়ে প্রেরণ করার পরপরই ব্যাংকে নম্বরের সাথে ক্লোন করা নম্বর থেকে কল আসে। আপনার সম্পর্কে কিছু তথ্য প্রদান করে, কার্ডটি পুনরায় চালু করতে কিছু তথ্য যেমন: ব্যাংকের রাউটিং নম্বর এবং এ্যাকাউন্ট নম্বর ভেরিফিকেশন করার জন্য জিজ্ঞেস করে। বিশ্বাসযোগ্য করার জন্য আপনার সাথে মিলে যায় এমন কিছু তথ্য আপনাকে প্রদান করবে। আপনি সরল মনে সব তথ্য দিয়ে দিলেন, খোয়ালেন ব্যাংকে জমা ডলার।

বাড়ি ভাড়া কিংবা কিছু বিক্রির জন্য ফেসবুক মার্কেট প্লেসে বিজ্ঞাপন দিলেন। একদিন হঠাৎ ফোন পেলেন, আপনার বিদ্যুৎ বিল কিংবা গ্যাস সংযোগ আগামী এক ঘণ্টার মধ্যে বিচ্ছিন্ন

করা হবে। আপনাকে কাস্টমার সার্ভিসের নম্বর দিয়ে ফাইল নম্বর উল্লেখ করে ফোন দিতে বলা হলো। আপনি দ্রুত প্রদানকৃত নম্বরে ফোন দিলেন। আপনাকে বিভিন্ন বকেয়া কথা বলে কমপক্ষে একটি বিল পরিশোধ করার অনুরোধ করা হবে। ঝামেলা এড়াতে আপনি রাজি হলেন, ক্রেডিট কার্ড কিংবা ব্যাংকের তথ্য দিয়ে মিনিমাম পেমেন্ট করলেন। আপনি খোয়ালেন ব্যাংকের কিংবা কার্ডের সমস্ত ব্যালেন্স। উবার কিংবা লিফট চালাচ্ছেন। কাস্টমারের কল পেয়ে জিপিএস অনুযায়ী এগুচ্ছেন। পথিমধ্যে কোম্পানির ক্লোন করা নম্বর থেকে ফোন এলো। আপনার নাম, গাড়ির নম্বর, পিকআপ লোকেশন—সবকিছু সঠিক বলে রাইড বাতিল করে কাস্টমার কেয়ারে কিছু তথ্য দিতে বলা হলো। পাসওয়ার্ড রিসেট করার জন্য আপনার নম্বর মেসেজ অপশনে থেকে ভেরিফিকেশন নম্বর চাইবে। আপনি কাস্টমার কেয়ার মনে করে তথ্যগুলো দিয়ে দিলেন। আপনার উপার্জন সবই ক্যাশ করে নিয়ে নিল প্রতারক চক্র।

চাকরির জন্য জীবন বৃত্তান্ত আপলোড করলেন। আকর্ষণীয় চাকরির অফার এলো। ঠিক আপনি যেমনটি খুঁজছেন, বাসায় বসে চাকরি, আপনার নির্ধারিত সময়ের কাজ করা, কত শত বেনিফিট। আপনি যা চাচ্ছেন সবই হ্যাঁ সূচক মন্তব্য। আপনার খুশি আর ধরে না। আজই জয়েন। আপনার ব্যাকগ্রাউন্ডে চেক করা জন্য প্রয়োজন সোশ্যাল সিকিউরিটি নম্বর। আপনি আত্মহারা হয়ে দিয়ে দিলেন। সবচেয়ে বড় ভুলটা করলেন। কিংবা আপনার এ্যাকাউন্টে ডাইরেক্ট ডিপোজিট করার জন্য দিলেন রাউটিং নম্বর এবং এ্যাকাউন্ট নম্বর। এমনকি বাসায় বসে কাজ করার জন্য কোম্পানির সার্ভারযুক্ত ল্যাপটপ কেনার জন্য কয়েকশ' ডলার দিলেন। ক্রেডিট কার্ড না থাকলে ওয়ালমার্টে গিয়ে নির্দিষ্ট এ্যাকাউন্টে জমা করলেন ডলার। আপনার সবই সমস্ত আশা গুড়ে বালি করে ডলারগুলোও হাতিয়ে নিল। এই সব ঘটনা কিছু উদাহরণ মাত্র। প্রতিদিন নতুন নতুন উপায়ে প্রতারণাকারীরা জাল বিছিয়ে থাকে মক্কেল ধরার আশায়। সচেতনতা ও প্রলোভনে প্রলুব্ধ না হয়ে বুদ্ধিমত্তার সাথে পরিস্থিতি মোকাবেলা করতে হবে।

অনলাইনে প্রতারণা থেকে নিজেকে রক্ষায় যা করতে হবে—

ব্যক্তিগত কম্পিউটার, মোবাইল সময়ের সাথে আপ-টু-ডেট রাখতে হবে। নতুন সিকিউরিটি ফিচার, ব্রাউজার, অপারেটিং সিস্টেম সর্বোচ্চ নিরাপত্তা নিশ্চিত করে। পুরোনো সফটওয়্যার আপডেট করে নিতে হবে। কঠিন ও বিচিত্র পাসওয়ার্ড ব্যবহার করতে হবে। উচ্চবর্ণ, নম্বর, স্পেশাল চিহ্ন ইত্যাদি ব্যবহার করে পাসওয়ার্ড তৈরি করে হবে।

অপরিচিত লিংক কিংবা হঠাৎ ভেসে আসা কোনো আকর্ষণীয়, যৌন আবেদনময়ী লিংকে ক্লিক করা থেকে বিরত থাকুন। ব্যক্তিগত গোপনীয়তা রক্ষা করুন। স্ক্যামারা সাম্প্রতিক সময়ে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম থেকে তথ্য নিয়ে থাকে। জন্ম তারিখ, ঠিকানা, জিপ কোড, মায়ের নাম ইত্যাদি তথ্য ব্যবহারে সতর্ক থাকুন। ইন্টারনেট কানেকশন নিরাপদ রাখুন। বাড়ির ইন্টারনেট সংযোগের জন্য পাসওয়ার্ড ব্যবহার করুন। নিয়মিত লক্ষ্য রাখুন কোনো অপরিচিত ডিভাইস সংযোজন আছে কিনা। নিরাপদে অনলাইনে কেনাকাটা করুন। নির্ভরযোগ্য ও নিরাপদ সাইট থেকে কেনাকাটা করুন। পেমেন্টের আগে লক্ষ্য করুন ওয়েবসাইটটি https: দিয়ে শুরু কিনা এবং কি জাতীয় নিরাপত্তা সাইটটি প্রদান করে।

কোম্পানির প্রাইভেসি পলিসি পড়ে দেখুন। দীর্ঘ ও জটিল বর্ণনা আপনার সম্পর্কিত ডেটা কোথাও ব্যবহার করবে কিনা তার বলা থাকে। প্রাইভেসি পলিসি কিংবা ডিসক্লেইমারবিহীন সাইট থেকে দূরে থাকাই বুদ্ধিমানের কাজ। আমাদের চারপাশে রয়েছে প্রতারণার ফাঁদ। নিজের সর্তক রাখতে হবে সব সময়। সময়ের সাথে এ ধরনের প্রতারণার কৌশল পাল্টে যাচ্ছে। সুতরাং সব সময় সচেতনতাই প্রতারণা রোধ করবে। প্রতারণার শিকার হলে দ্রুত সময়ে যথাযথ কর্তৃপক্ষের কাছে লিখিত অভিযোগ দায়ের করুন। নিজে প্রতারণা থেকে বাঁচুন, অন্যেকে সচেতন করুন।

‘রুটস’ খ্যাত অ্যালেক্স হ্যালিকে স্মরণ

আবদুল্লাহ জাহিদ

আপনাদের কি ‘কুন্তা কিন্টে’র কথা মনে আছে? সম্ভবত আশির দশকের গোড়ায়, তখন সবেধন নীলমণি আমাদের বিটিভিতে পৃথিবীজুড়ে আলোড়ন তোলা অ্যালেক্স হ্যালির সত্য ঘটনা নিয়ে লেখা বই রুটস: দ্য সাগা অফ অ্যান আমেরিকান ফ্যামিলির ওপর ভিত্তি করে নির্মিত টেলিভিশন ধারাবাহিক চলচ্চিত্র ‘রুটস’ দেখানো হয়েছিল। এই ছবির কেন্দ্রীয় চরিত্র ছিল ‘কুন্তা কিন্টে’।

রুটস টেলিভিশন সিরিয়ালের মূল আটটি পর্ব বিস্ময়করভাবে দর্শকদের আকর্ষণ করেছিল। আমেরিকার টিভি গাইডের হিসাবে অন্তত সেই সময়ের জনসংখ্যার অর্ধেকেরও বেশি কমপক্ষে একটি পর্বে দেখেছিলেন। বইটি ছয় মাস ধরে নন-ফিকশন বেস্টসেলার তালিকার শীর্ষে ছিল। বইটি ৬০ লাখ কপি বিক্রিসহ ৩০টিরও বেশি ভাষায় প্রকাশিত হয়েছিল। এটি হয়েছিল একটি আন্তর্জাতিক বেস্টসেলার এবং রুটসের লেখককে কোটিপতি সেলেব্রিটি বানিয়েছে। হ্যালি পুলিৎজারসহ বহু পুরস্কার জিতেছিলেন। অ্যালেক্স হ্যালি ১৯২১ সালের ১১ আগস্ট নিউইয়র্কের ইথিকাতে জন্মগ্রহণ করেন। আর ১৯৯২ সালের ১০ ফেব্রুয়ারি মারা যান। আর তাই এবছর তাঁর জন্মশতবার্ষিকী পালিত হচ্ছে। তাঁর পুরো নাম আলেকজান্ডার মারে পামার হ্যালি। যদিও তিনি ‘অ্যালেক্স হ্যালি’ নামেই পরিচিত। হ্যালি তাঁর বইয়ে তাঁর পূর্বপুরুষ কুন্তা কিন্টের বিবরণ দিয়েছিলেন, যাঁকে ১৭৬৭ সালে আমেরিকান ক্রীতদাস ব্যবসায়ীরা বন্দী করে শিকল দিয়ে বেঁধে কাঠের খাঁচায় পুরে জন্তুর মতো আমেরিকাতে নিয়ে এসেছিল।

শক্তিশালী সেই গল্পের আত্মপ্রকাশের পথটি ছিল দীর্ঘ এবং বেদনাদায়ক। গল্পের বইটি লিখতে হ্যালি বার বছর অক্লান্ত পরিশ্রম করেছিলেন। তিনি তাঁর দাদীর মুখ থেকে তাঁদের পারিবারিক ইতিহাসের সামান্য সূত্র থেকে যাত্রা শুরু করেন।

হ্যালি তাঁর দাদী পামারকে তাঁর পূর্বপুরুষদের সম্পর্কে কথা বলতে শুনতেন, যার মধ্যে অনেক দূরসম্পর্কের এক ব্যক্তি টবি নামে এক ক্রীতদাস, যাঁকে আফ্রিকা থেকে নিয়ে আসা হয়েছিল। হ্যালির দাদী কয়েকটা আফ্রিকান শব্দের পুনরাবৃত্তি করতে পারতেন, যা প্রজন্ম থেকে প্রজন্ম ঘুরে দাদীর মুখে এসেছে—‘কো’ অর্থ ব্যাঞ্জো, এবং ‘কাম্বি বোলোঙ্গো’, যার অর্থ নদী। তিনি আরও বলেছিলেন তাঁর আফ্রিকান পূর্বপুরুষ ন্যাপলিস নামের একটি জায়গার দিয়ে আমেরিকায় এসেছিলেন এবং ভার্জিনিয়ার স্পটসিলভানিয়া কাউন্টিতে ওয়ালার নামে একজন প্ল্যান্টেশন মালিক তাঁদের কিনেছিলেন। সেই ইতিহাসের সত্যতা খুঁজে বের করার উদ্দেশ্যে লেখক কয়েক ডজন আর্কাইভে তার অনুসন্ধান শুরু করেন এবং অবশেষে পশ্চিম আফ্রিকার গাম্বিয়া নদীর তীরে তাঁর পৈতৃক গ্রামে তার সূত্র খুঁজে পান। সেখানে হ্যালি শ্বেতাঙ্গ ব্যবসায়ীদের হাতে বন্দী যুবক কুন্তা কিন্টের গল্পের

সাথে ইতিহাসের এবং তাঁর দাদীর সূত্রগুলোর যোগসূত্র আবিষ্কার করেন। তিনি গাম্বিয়াতে গিয়ে তাঁর আত্মীয়দের সাথে দেখা করেন, যা ছিল তাঁর বইয়ের একটি উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি। হ্যালির বাবা কর্নেল ইউনিভার্সিটির একজন পণ্ডিত ছিলেন। তিনি কৃষিতে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন। হ্যালির বয়স যখন মাত্র ছয় সপ্তাহ, তখন তাঁর মা তাঁকে দক্ষিণে টেনেসি রাজ্যে তাঁর দাদা-দাদীর সাথে বসবাস করতে নিয়ে যান। হ্যালি সেখানে একটা সুখী শৈশব কাটিয়েছিলেন। হ্যালির বাবা উচ্চতর ডিগ্রি অর্জন করে বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকতা শুরু করেন। হ্যালি ১৫ বছর বয়সে হাইস্কুল পাসের পর দুই বছর কলেজে পড়েছেন। ১৯৩৯ সালে হ্যালি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কোস্টগার্ডে যোগ দেন। তাঁকে রান্নাঘরের মেসবয়ের কাজ দেয়া হয়েছিল। শেষ পর্যন্ত দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় জাহাজের বাবুর্চির কাজ করেছিলেন।

কোস্টগার্ডের চাকরি হ্যালিকে সারাবিশ্বে নিয়ে গিয়েছিল। যুদ্ধের সময় দক্ষিণ প্রশান্ত মহাসাগরে ঘুরে বেড়ানোর অভিজ্ঞতা তাঁর ভ্রমণের আগ্রহ মেটাতে কাজ করেছিল। তিনি বহনযোগ্য টাইপরাইটার ব্যবহার করে বাড়িতে চিঠি লিখতেন এবং অন্য নাবিকদেরও চিঠি টাইপ করে তাঁদের পরিবারের সাথে যোগাযোগ করতে সহায়তা করতেন। তিনি বিভিন্ন ছোট জাহাজের লাইব্রেরিতে যা খুঁজে পেতেন তা পড়তেন। ধীরে ধীরে নিজের দুঃসাহসিক গল্প লিখতে শুরু করেন। হ্যালি তাঁর লেখাগুলো বিভিন্ন প্রকাশকের কাছে পাঠাতে থাকেন। কিন্তু বার বার প্রত্যাখ্যানের পত্র পান। ধীরে ধীরে তাঁর পরিস্থিতির পরিবর্তন হতে শুরু করে। তাঁর দুই-একটা লেখা প্রকাশকরা গ্রহণ করেন। তাঁর প্রথমদিকের কাজগুলো ছিল সামুদ্রিক দুঃসাহসিক গল্পের ওপর ভিত্তি করে, যা তিনি দেখেছেন বা অন্য নাবিকদের কাছ থেকে শুনেছেন। কোস্টগার্ড প্রশাসকরা তাঁর সাফল্যে এতটাই খুশি হলেন যে, তাঁরা হ্যালির জন্য ‘প্রধান সাংবাদিক’ নামে একটি নতুন পদ তৈরি করলেন।

১৯৫৯ সালে হ্যালি কোস্টগার্ড থেকে অবসর

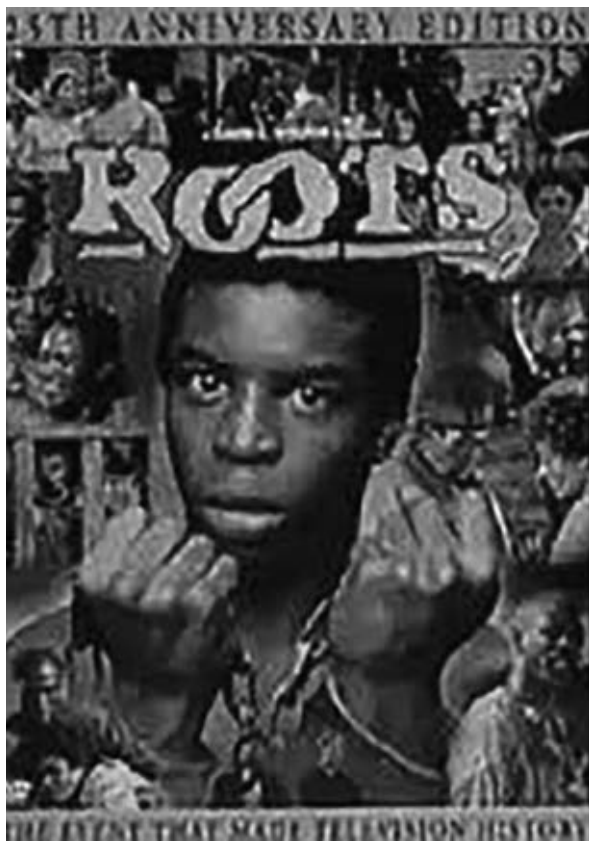

গ্রহণের জন্য যোগ্য হয়ে ওঠেন। তিনি একটি আর্থিক ঝুঁকি নিয়ে এবং একজন লেখক হিসাবে জীবিকা অর্জনের ক্ষমতার ওপর তাঁর ভবিষ্যত বাজি রাখার সিদ্ধান্ত নিলেন। তাঁর আরম্ভটা অবশ্যই কষ্টের ছিল। ‘পাবলিশার্স উইকলি’র সাথে একটি সাক্ষাতকারে হ্যালি স্মরণ করেন যে, তিনি গ্রিনউইচ গ্রামের একটি বেসমেন্ট অ্যাপার্টমেন্টে থাকতেন এবং ক্ষুধার সাথে যুদ্ধ করতে প্রস্তুত ছিলেন। একদিন তাঁর কাছে ছিল মাত্র ১৮ সেন্ট, যা দিয়ে তিনি কোনো খাবার কিনতে পারছিলেন না। সৌভাগ্যবশত পরদিন তাঁর একটি নিবন্ধের জন্য অর্থ পেয়ে যান। ১৯৬২ সালে হ্যালি একটি প্রকাশনার পক্ষে মার্কিন নাগরিক অধিকারকর্মী ম্যালকম এক্সের সাক্ষাৎকার নেন। পরে ম্যালকম হ্যালিকে তাঁর আত্মজীবনীতে সহযোগিতা করতে বললে তিনি তা আগ্রহের সাথে করেন। হ্যালি ম্যালকমের আত্মজীবনী লিখতে তাঁর সাথে একবছর কাটিয়েছিলেন। ম্যালকম এক্সকে হত্যার মাত্র দুই সপ্তাহ আগে তিনি বইটি শেষ করেছিলেন।

ম্যালকম এক্সের অটোবায়োগ্রাফি ১৯৬৫ সালে প্রথম প্রকাশিত হওয়ার পর এটি ৬০ লাখ কপির বেশি বিক্রি হয়। প্রাথমিক সংস্করণে হ্যালির নাম অন্তর্ভুক্ত ছিল না। কিন্তু তারপর থেকে তিনি কাজের জন্য কৃতিত্ব পেয়েছেন। ১৯৬৪ সালে হ্যালি লন্ডনে ব্রিটিশ মিউজিয়াম পরিদর্শন করার সময় সেখানে ‘রোসেটা’ পাথর দেখেছিলেন। এটি রহস্যময় হায়ারোগ্লিফিক্সে আচ্ছাদিত একটি প্রাচীন শিলা। বিজ্ঞানীরা পাথরে লেখা বার্তাগুলোকে পাঠোদ্ধার করতে যে প্রক্রিয়া ব্যবহার করেছিলেন তাতে হ্যালি মুগ্ধ হয়েছিলেন। হ্যালি ভাবছিলেন যে, তিনি তাঁর দাদীর কাছ থেকে শোনা অদ্ভুত আফ্রিকান শব্দগুলোর ক্ষেত্রে একই পদ্ধতি প্রয়োগ করতে পারেন কিনা। তিনি ভাষাবিদ জ্যান ভ্যানসিনার সাহায্য চেয়েছিলেন, যিনি সেই শব্দগুলোকে ‘মান্দিঙ্কা’ জনগোষ্ঠীর শব্দ হিসাবে চিহ্নিত করেছিলেন, যারা গাম্বিয়া নদীর তীরে বসবাসকারী। হ্যালি ওয়াশিংটন ডিসিতে ন্যাশনাল আর্কাইভসেও গিয়েছিলেন এবং উত্তর ক্যারোলিনার অ্যালামেন্স কাউন্টির আদমশুমারির রেকর্ডে অন্য একজন ক্রীতদাস পূর্বপুরুষকে খুঁজে পেয়েছিলেন। তাঁর কৌতূহল উদ্বেলিত হয়েছিল, হ্যালি তাঁর পূর্বপুরুষদের সম্পর্কে আরও তথ্যের জন্য আন্তরিকভাবে অনুসন্ধান শুরু করেছিলেন। নয় বছর ধরে হ্যালি তার উৎপত্তির সন্ধান করেছেন এবং তার প্রাপ্ত ফলাফল লিপিবদ্ধ করেছেন। তিনি লর্ড লিগোনিয়ারের জাহাজের লগ খুঁজে বের করেন, যেটি ১৭৬৭ সালে গাম্বিয়া থেকে ক্রীতদাসদের মালামাল নিয়ে যাত্রা করেছিল এবং অ্যানাপোলিস, মেরিল্যান্ডে ভিড়েছিল। যেটি ছিল তাঁর দাদীর গল্পের ‘ন্যাপলিস’। তিনি গাম্বিয়ায় যান এবং অনেকের সাথে কথা বলে কুন্তা কিন্টের ষষ্ঠ চাচাত ভাইবোনদের শনাক্ত করেন হন। সবমিলিয়ে হ্যালি কুন্তা কিন্টে তাঁর গর্বিত কন্যা কিজি এবং তাঁদের বংশধরদের গল্প লিখতে শুরু করার আগে তিনটি মহাদেশে ৫০টিরও বেশি লাইব্রেরি এবং সংরক্ষণাগার পরিদর্শন করেছিলেন, যাঁরা দাসত্ব থেকে স্বাধীনতায় কঠিন রূপান্তর করেছিলেন। হ্যালির গবেষণার বেশিরভাগই ডাবলডে পাবলিশিং হাউস এবং রিডার্স ডাইজেস্ট অর্থায়ন করে ছিল। তারপরও তার অর্থ সংস্থান ছিল আঁটসাঁট এবং মাঝে মাঝে ভাবছিলেন কাজটি আর করবেন না। তিনি বলেন, ‘আমি কণ্ঠ শুনেছি— কুন্তা, কিজি, চিকেন জর্জ এবং আমার দাদী আমাকে বলছেন, না, তোমাকে অবশ্যই যেতে হবে এবং এটি শেষ করতে হবে।’ একপর্যায়ে আফ্রিকা থেকে আমেরিকাগামী একটি মালবাহী জাহাজে হ্যালি তাঁর পূর্বপুরুষের কষ্টের নকল করার জন্য কাঠের তক্তার ওপর শুয়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটিয়েছিলেন। বইটি ১৯৭৬ সালে প্রকাশিত হয়েছিল, ঠিক যখন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তাঁর দ্বিশতবার্ষিকী উদযাপন করছিল এবং গল্পটি উভয় বর্ণের আমেরিকানদের মনে করিয়ে দেয় যে, তাঁদের জাতীয় ইতিহাস ট্র্যাজেডির পাশাপাশি বিজয়ও ছিল।

বিভাজন সত্ত্বেও সাংবাদিকদের পেশাগত সহমর্মিতা বাঞ্ছনীয়!

শিতাংশু গুহ

সাংবাদিক রিয়াজুদ্দিন আহমদ মারা গেছেন—মিডিয়ায় সংবাদটি দেখে দুঃখ পেয়েছি। তাঁর আত্মা শান্তিতে থাক। রিয়াজ ভাইয়ের মৃত্যু সংবাদটি কীভাবে লিখব তা নিয়ে ক্ষণিক ইতস্তত করলাম। ভাবলাম কী লিখব, তিনি কী ইন্তেকাল করেছেন। না মারা গেছেন, বা আর নেই, বা ইহলোক ত্যাগ করেছেন। পরলোকে গমন করেছেন। লোকান্তরিত হয়েছেন বা মহাপ্রস্থান করেছেন বা চিরনিদ্রায় শায়িত হয়েছেন ইত্যাদির কোনটি? বাংলাদেশি মিডিয়ায় নিশ্চয়ই তিনি বিভিন্নভাবে শিরোনাম হয়েছেন।

সত্তর দশকের একেবারে শেষে বা আশির দশকের শুরুতে একদিন দৈনিক সংবাদের নিউজ এডিটর আব্দুল আওয়াল খাঁন শিফট-ইন-চার্জ মোজাম্মেল হোসেন মন্টুকে জিজ্ঞাসা করলেন, ‘মন্টু, মানুষ মারা গেলে তোমরা কীভাবে বিভিন্ন শিরোপা দাও?’ বলা বাহুল্য, মন্টু ভাইয়ের কাছে এর কোনো উত্তর ছিল না। সেদিন বা আজো আমার মনে হয়, হেডিংটি যিনি করেন তিনি মৃতের সামাজিক বা বৈশ্বিক অবস্থান থেকেই তা করেন। যেমন একজন মৌলানা মারা গেলে লেখা হয় ‘ইন্তেকাল’ করেছেন বা উত্তম কুমার মারা গেলে লেখা হয় ‘মহাপ্রস্থান’ করেছেন। ১৯৮৮ সালে ডিইউজে ছেড়ে আমি ফেডারেল সাংবাদিক ইউনিয়নে ট্রেজারার পদে নির্বাচন করি। ইকবাল সোবহান চৌধুরী সভাপতি পদপ্রার্থী। উল্টোদিকে প্রেসিডেন্ট পদপ্রার্থী রিয়াজউদ্দিন আহমদ। তখন পুরো দেশে ভোট ছিল মাত্র ১১৯টি। ইকবাল সোবহান চৌধুরীর নেতৃত্বে আমরা প্রায় সারাদেশ ঘুরি। নির্বাচনের আগের দিন বিকালে প্রেসক্লাবে আমার প্রতিদ্বন্দ্বীর সাথে দাবা খেলি, আমি জিতি। প্রতিদ্বন্দ্বী বলেন, ‘শিতাংশু, খেলায় আপনি জিতলেন। কাল নির্বাচনে আমি জিতব।’ অফিসে যাওয়ার আগে সন্ধ্যায় রিয়াজভাই

সাংবাদিক রিয়াজুদ্দিন আহমদ

প্রেসক্লাবের গেটে আমায় থামালেন। বললেন, ‘শিতাংশু, অনেক খেটেছেন। তবে জিতবেন না?’ তাই হয়েছিল। আমরা ৫-৭ ভোটের ব্যবধানে প্রায় সবাই হেরেছিলাম। সাংবাদিকদের মধ্যে দলাদলি তখনও এতটা ‘অ-সুন্দর’ ছিল না। সবাই সবার সাথে কথা বলতেন। একসাথে আড্ডা দিতেন। রিয়াজউদ্দিন আহমেদ উল্টো প্যানেলের হলেও সবাই তাঁকে সম্মান করতেন। তখন রাজনৈতিক দলের মতো সাংবাদিকেরাও প্যানেল বদলাতেন? একদা গিয়াস কামাল চৌধুরী আমাদের নেতা ছিলেন। পরবর্তীতে তিনি অন্য শিবিরে পাকাপোক্ত হয়ে যান। আবেদ খান আমাদের নেতা। একবার তিনি উল্টো প্যানেলে ডিইউজে সভাপতি প্রার্থী হন। নির্বাচনী সভায় অন্যদের সাথে তাঁকে আচ্ছামতো ‘ধোলাই’ দিই। সেদিন তিনি আমায় বলেছিলেন, ‘শিতাংশু, এমনভাবে বলতে পারলেন?’ আবেদভাই এখনও আমার শ্রদ্ধেয়। এসব দৃষ্টান্ত দেয়ার কারণ হলো, তখনও প্যানেল বা রাজনীতি ভিন্ন হলেও আমাদের মধ্যে এতটা তিক্ততা ছিল না।

রিয়াজউদ্দিন আহমেদ একবার নিউইয়র্ক এলেন। আমি তখন নিউইয়র্কে। দৈনিক বাংলার মনজুর আহমদের জ্যাকসন হাইটসের বাসায় তাঁর সাথে দেখা করলাম। প্রেসক্লাবে তখন রিয়াজভাইরা ক্ষমতাসীন এবং শুনলাম আমাদের সদস্যপদ ‘খারিজ’ হয়ে গেছে? দৈনিক সংবাদের নাসিমুন্নাহার নিনিও সম্ভবত সেখানে উপস্থিত ছিলেন। বললাম, ‘রিয়াজভাই, একবার প্রেসক্লাবে সদস্য হলে তো সেটা খারিজ করা যায় না। আপনারা কীভাবে আমাদের সদস্যপদ খারিজ করলেন?’ রিয়াজভাই সবদিক ব্যাখ্যা করে বললেন, ‘আমরা আপনাদের সদস্যপদ খাইনি। স্থগিত করে রেখেছি। যখনি দেশে যাবেন, আবার আপনাদের সদস্যপদ ফিরে পাবেন।’ ঘটনা তা-ই।

আশির দশকের একটা সময় সাংবাদিক নেতারা অনেকেই ছিলেন নোয়াখালী বা চট্টগ্রামের বা নিদেনপক্ষে শ্বশুরবাড়ি ছিল ঐ অঞ্চলের গিয়াস কামাল চৌধুরী, রিয়াজভাই বা ইকবাল সোবহান চৌধুরী প্রমুখ। এক ঘরোয়া অনুষ্ঠানে একবার রিয়াজভাই আমায় বললেন, ‘শিতাংশু, আপনার শ্বশুরবাড়ি কোথায়?’ বললাম, চট্টগ্রাম। হেসে তিনি বললেন, ‘আপনার নেতা হওয়ার সম্ভবনা আছে?’ রিয়াজউদ্দিন আহমেদ ভিন্ন শিবিরে ছিলেন। আমাদের মধ্যে ভিন্নতা ছিল, তিক্ততা ছিল না।

ক’দিন আগে ফটোগ্রাফার লুৎফুর রহমান বিনু চলে গেলেন। ভিন্নতা ছিল। আমরা একসাথে ব্যাডমিন্টন খেলতাম। এর আগে হাজী জহির। আরও অনেকেই যাচ্ছেন। তালিকা দীর্ঘ হচ্ছে। এটাই প্রকৃতির অলঙ্ঘনীয় নিয়ম। ‘যেতে নাহি দেব...।’

রিয়াজভাইয়ের মৃত্যুতে বাণী হয়ত এসেছে, আমি দেখিনি। তাঁর সাথে যাঁরা সুদীর্ঘকাল একসাথে চলেছেন, ভিন্ন শিবির হলেও তাঁকে নিয়ে লেখা হোক। অর্ধশতাব্দী সাংবাদিকতা করে রিয়াজউদ্দিন আহমেদ তাঁর বন্ধুদের কাছে এটুকু দাবি অবশ্যই করতে পারেন। রাজনৈতিক বিভাজনের পরও সাংবাদিকদের মধ্যে পেশাগত সহমর্মিতা থাকাটা বাঞ্ছনীয়! দুই ফোরামে যাঁরা নেতা, তাঁরা কিছুটা বিচক্ষণতার সাথে তৎপর হলে অন্তত প্রেসক্লাবে সকল পক্ষ এক টেবিলে বসে আগের মতো আড্ডা দেয়া তো সম্ভব। ডিজিটাল আইন নিয়ে মতপার্থক্য থাকতেই পারে। রিয়াজউদ্দিন আহমেদ বিপক্ষীয় রাজনীতির সমর্থক হতেই পারেন। কিন্তু তিনি তো মিডিয়া ঘরানার মানুষ, তাই না?

গ্রন্থালোচনা

উপন্যাস: এক মোহনার জীবন
ঔপন্যাসিক: শেলী জামান খান

সুলতানা ফিরদৌসী

নিউইয়র্ক অনেকেরই প্রিয় শহর। যেন এক স্বপ্নের শহর। এখানে নানান জাতির বাস, বিভিন্ন ধর্ম বর্ণের মানুষের আনাগোনা, একসঙ্গে নির্বিঘ্নে বসবাস করার ইতিহাস আছে। পৃথিবীর সবার চোখের মনি আমেরিকা। সেখানকার নিউইয়র্ক শহর এক ভালোবাসায় সমৃদ্ধ শহর, নানান জাতির ভাগ্য বদলানোর শহর। জীবন যুদ্ধের এক তীর্থতীর। এই শহর কোনোকালে কাউকেই ফিরিয়ে দেননি। এই উপন্যাস পড়তে পড়তে সেই রকম অনুভূতির এক উপলব্ধি তৈরি করতে লেখক সফল হয়েছেন।

উপন্যাসটি কিছু মানুষের জীবনের সত্য ঘটনার গল্প অবলম্বনে তৈরি। তবে গল্পগুলো লেখক তাঁর নিজস্বতা, ফ্যান্টাসি, শহরের নানান অভিজ্ঞতাকে প্রভাবিত করেছেন। উপন্যাসটি ঐতিহাসিক একটি দিক উন্মোচন করেছে যেখানে উঠে এসেছে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের কথা, হিটলারের বর্বরতার কথা। ইহুদীদের নানান টানাপোড়েনের বিষয়। বাঙালি লেখক হিসাবে উনি বেশ সাহসিকতার পরিচয় দিয়েছেন। প্রাসঙ্গিকভাবে উঠে এসেছে বাংলাদেশের কিছু মানুষের গল্প, সামাজিক মূল্যবোধ আর আধুনিক ঢাকা এবং পুরান ঢাকার মধ্যবিত্ত ও বিত্তবানদের জীবনের অবস্থান। যদিও এই গল্পের কিছু বাস্তব চরিত্র, আর কিছু লেখকের মননশীলতা দিয়ে তৈরি চরিত্রের উপস্থিতি। পরবর্তীতে তিনি তাঁর অভিজ্ঞতার মাধ্যমে ওই সব চরিত্রের গল্পই উপন্যাসের উপজীব্য এবং তাদের জীবনের কথার মালা। উপন্যাসটির একটি বিশেষ দিক হলো, পুরো সময় পাঠককে অতীত থেকে বর্তমানের অবস্থা পরিভ্রমণ করিয়েছেন। সেই পরিভ্রমণে তাদের ব্যাথাতুর মনের বিভিন্ন দৃশ্যের অনুভবে একাধারে শিহরিত, বিস্মিত ও আনন্দিত করে তুলে পাঠককে। শেষে কি পরিণতি! সেটা জানার ইচ্ছে প্রবলভাবে পাঠকের মধ্যে থাকবে। এটাই এই উপন্যাসের মনোপলি। এখানে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের কথা প্রাসঙ্গিকভাবেই এসেছে। তার জন্য লেখক বেশ পড়াশোনা করেছেন সমকামী বিষয়টি খুব পরিশীলিত তুলে ধরেছেন। আধুনিকতার পরিবর্তিত রূপ, মানব-মানবীর সম্পর্কের পরিবর্তনের যে অবগাহন বীভৎস মৃত্যুর সেই অন্ধকার বিভীষিকাময় শীতল হাত বার বার ওই পরিবারের কষ্টের কারণ। নিউইয়র্কের এসব মানুষের নানান ঘাত-প্রতিঘাত এবং টানাপোড়েন নিয়েই লেখক শেলী জামান খানের বর্ণাঢ্য, বেগবান উপন্যাস ‘এক মোহনার জীবন’। একটি শ্লোগান এখানে প্রবাহিত। এরা কেউ ইহুদী, কেউ মুসলিম, কেউ খ্রিস্টান, হিন্দু, কেউবা সমকামী। কিন্তু তাঁরা সবাই নিউইয়র্কার। এটাই তাঁদের পরিচয়।

কবি দিলওয়ার

আফতাব চৌধুরী

কবি দিলওয়ারকে নিয়ে কিছু লেখা আমার পক্ষে আসলেই কঠিন। কারণ তিনি বড় মাপের কবি, গণমানুষের কবি। তাঁর বিশাল ও ইস্পাতদৃঢ় ব্যক্তিত্বের ওপর কিছু লেখা আমার মতো ক্ষুদ্রজনের পক্ষে প্রায় সম্ভব। লিখছি ক'জনের তাগিদে আর তিনি আমাকে প্রশয় দিতেন এ সুযোগে। তাঁর মুখে মায়া সম্বোধনটি আমাকে বড় নাষ্টলিজিক করে তুলত। এরচেয়ে বড় দিকটি ছিল তাঁর মধ্যে শ্রমজীবীদের গৌবরের আভিজাত্য। অথচ ছিল না অহংকার, ছিল না বাণিজ্যিক সাংস্কৃতিক বসের শুষ্কহীন কর আদায়ের প্রচেষ্টার গুরুগম্ভীর মুখোশ যা বর্তমান ফ্রী মার্কেটের কল্যাণে নিয়মসিদ্ধ। তাঁর ডাকের মধ্যে পেতাম এক সাহসী সৌরভ। এ সৌরভ মানুষের হাড্ডিসার বুকে এনে দিতো আস্থা। অপরদিকে আমাদের বাঙালির ঐতিহ্যগত বিনয় ও শ্রদ্ধাবোধটিও সক্রিয় হয়ে উঠত।

কবি দিলওয়ারের কবিত্ব দেখে অনেকেরই শ্রদ্ধায় মাথা নত হয়ে যেত, যাদের মধ্যে আমিও একজন। তিনি দেশের ছিলেন আবার দেশান্তরী। বিত্ত-বৈভব ছিল তাঁর কাছে পায়ের ভৃত্য। তবে কোনো রকম বৈষম্যকে বরদাস্ত করতে পারতেন না। কবি দিলওয়ার মানুষের মাঝেই মানুষ খুঁজতেন। তাই বলে তিনি মানুষকে ঘৃণা করতেন না, বিশ্লেষণ করতেন।

শক্ত কঠিন সংগ্রামই ছিল তাঁর পথ-পরিক্রমার লক্ষ্য। তাঁর আপন আদর্শ ছিল বাঁচার জন্য, বাঁচতে শেখার জন্য সংগ্রাম।

মনে পড়ে বেশ ক'বছর আগের একটি ঘটনার কথা। গর্বাচেভের নীতি নিয়ে একটি জমাট উপসম্পাদকীয় লেখেন তিনি। অপরদিকে গর্বাচেভ আমার কাছে মানব সভ্যতার শত্রু হিসাবে কাজে লিপ্ত বলে দৃঢ়তার সাথে মতব্যক্ত করতাম। তাঁর লেখাটি পড়ে ক্ষেপে গিয়েছিলাম। আগেই উল্লেখ করেছি, আমি তাঁর স্নেহধন্য। যুক্তি-তর্ক আর সিপিডি'র অন্তসার শূন্য নেতৃত্ব আর পশ্চিমাদের প্রচারের কথা উল্লেখ করে বেশ কিছু কথা বললাম। তিনি শুনলেন, কিছু বলেননি। এসব কথাবার্তা নিয়ে তিনি মাঝে মধ্যে আমাকে বকাঝকা করলেও আমি নীরব থাকতাম। উদ্দেশ্য তাঁর থেকে কিছু শেখা বা জানা।

কয়েক মাস পরে দেখলাম উপসম্পাদকীয়তে গর্বাচেভ কার স্বার্থ কেমন করে রক্ষা করতে যাচ্ছেন তা তিনি উল্লেখ করেছেন স্বল্প কথায় সহজ-সরল ভাষায় কোনো একটি স্থানীয় পত্রিকায়। তিনি জনগণের জন্য ভাবতেন বলেই সহজ কথা সহজেই লিখে যেতে পারতেন। অনেকেই তাঁর উপসম্পাদকীয় কেটে রেখে দিতেন। কিছুদিন পরে দেখা হলে তিনি জানতে চাইলেন গর্বাচেভ সম্পর্কে আমার ধারণা সত্য হতে চলেছে কিনা। উত্তরে বললাম, সে তো আপনার লেখায় বিবৃত হয়ে আছে। মাঝে মাঝে আক্ষেপ করে বলতেন, সংবাদপত্রের আশপাশ এলাকায় থাকতে চান। কেনো জানতে চাইলে, বলেছিলেন আসা-যাওয়ার দুর্ভোগ থেকে রেহাই পাবেন এবং আরও বেশি সময় লেখাপড়ায় মনোযোগ দিতে পারবেন। এছাড়া সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড বিশেষ করে তুলিকারদের চিত্র প্রদর্শনী সহজে দেখতে পারবেন। চিত্রকর্মের প্রতি তাঁর ভীষণ দুর্বলতা ছিল। তাঁর বাড়িতে দু'টি চিত্রকর্ম ছিল, জানি না এখনও আছে কিনা। তিনি ওই দু'টি চিত্রকর্ম নিজের আয় থেকে কিনেছিলেন। ভাবতে অবাক লাগে, সংসারের চাপ ও নিজের চিকিৎসার জন্য টাকা খরচ না করে শিল্পকর্ম কিনেছেন। এটি একটি দুর্লভ উদাহরণ। টাকা যেহেতু কম, বড় মাপের শিল্পীর চিত্রকর্ম কিনতে পারছেন না বলে আক্ষেপও করতেন। তিনি প্রকৃতিকে ভালোবাসতেন। মাঝে মাঝে পাহাড়ের দিকে অপলক তাকিয়েথাকতেন। 'সমুদ্র যার মা' তারই ফসল। ছিন্ন কথায় এমন অনেক কথাই বলতেন যা তাঁর নান্দনিক ভাবনার দিকটিও প্রকাশ হয়ে পড়ত। অথচ তিনি সহজে আবেগের কথা প্রকাশ করতেন না। কথায় কথায় সময় চলে যেত। বলতেন, বাসায় যেয়ে কি করবেন। বসেন। দেখি, কিছু নাস্তা করা যায় কি না। হ্যাঁ, গল্প করতাম। গল্পের ছলে তাঁর জ্ঞানভাণ্ডার থেকে কিছু আহরণ করার লোভই ছিল আমার মুখ্য উদ্দেশ্য। তাঁর মধ্যে ছিল শৈল্পিক তাড়না।

অথচ মনেপ্রাণে তিনি একজন কবি। ছোট গল্পেরও হাত ছিল অত্যন্ত সাবলীল। উপন্যাস লেখারও ছিল তীব্র আকাঙ্ক্ষা। আমার মনে হয়, অসুস্থ হয়ে না পড়লে কবি এবং সাহিত্যিক হিসাবেই সমধিক পরিচিতি পেতেন এ উপমহাদেশে। তবে এদিক থেকে তিনি বুদ্ধদেব বসুর উক্তিটিকে কিছুটা হলেও পরাস্ত করেছেন। বসুর উক্তিটি ছিল, বর্তমানে সাহিত্য সৃষ্টি হচ্ছে না। সাংবাদিকতাই হচ্ছে সাহিত্যের নামে। সঠিক উক্তিটি এই মুহূর্তে মনে পড়ছে না। এ কথা শুনে তিনি হাসতেন। কথাটিকে অবজ্ঞা করে নয়। তাঁর সীমাবদ্ধতার কথা অকপটে বলতেন।

রাজনীতির সাথে জড়িত ছিলেন না কবি দিলওয়ার। কিন্তু কর্তব্যপরায়ন ও ন্যায়নিষ্ঠ যে কোনো রাজনীতিকের চেয়ে দূরদর্শিতা ছিল সুদূর বিস্তৃত। তাঁকে আমিসহ অনেকেই বিরক্ত করেছি। বিভিন্ন অনুষ্ঠানে তাঁর উপস্থিতি ছিল সবচেয়ে আগ্রহোদ্দীপক। দ্বিধাহীনচিত্তে স্পষ্ট কথা বলে যেতেন। দুঃখের বিষয় তাঁকে যথাযথ মূল্যায়ন করা হয়নি। বিজ্ঞজনেরা বাজারে অর্থনীতি ও এনজিওর মাধ্যমে নিজেদের ভাগ্য পরিবর্তনেই ব্যস্ত থাকার যুগে কেইবা তাঁর মূল্যায়ন করবে?

তাঁর নিজস্ব লাইব্রেরিটি ছিল সৃজনশীল গবেষণাগার। মাঝে মাঝে পত্রিকা নিয়ে কথা উঠত। বিভিন্ন পত্রিকার গঠনমূলক সমালোচনা করতেন। এমনকি আমাকেও ছাড়েননি। পড়া শেষে কোনো কোনো পত্রিকা হাতে নিয়ে ভুল-ত্রুটি এবং নিউজ ট্রিটমেন্ট নিয়ে শান্তচিত্তে শিক্ষণীয় দিকগুলো নিয়ে আলোচনা করতেন। মনে হতো এই বুঝি কেটে পড়বেন। না, বলতেন, পত্রিকা হচ্ছে প্রক্রিয়া বিজ্ঞান চর্চা ছাড়া এগুলো থাকে না। কবি নামে খ্যাত হলেও আমার কাছে মনে হয়েছে মানুষ হিসাবেই তাঁর পরিচয় ছিল বড়। দেশে ছিলেন, দেশান্তরেও ছিলেন। দুঃখীরও ছিলেন, অভাবীরও ছিলেন। নারী শিক্ষা বিস্তৃত করার পক্ষে যেমন ছিলেন, তেমনি ছিলেন গোঁড়ামীর বিপক্ষে।

কবি দিলওয়ারের মতো বিরল কবি দেশে ক'জন আছেন জানি না। খুবই কম। তা না হলে তাঁর মৃত্যু সংবাদটি ঢাকার অনেক সংবাদপত্রেই আসেনি। অথচ অনেক নিম্নমানের কবি, সাহিত্যিক, সাংবাদিকেরা একুশের পদক পান। বিত্তের কথা আর নাইবা উল্লেখ করলাম। দৃঢ়প্রত্যয় নিয়ে বলা যাবে কিনা সন্দেহ আছে। কারণ আজ অন্ধরা চোখে দেখে বেশি। বঙ্গবন্ধুকে যারা না দেখার চর্চা করে 'ড্রাম' রাজনীতি ও সংস্কৃতির চোরাবালির ভিত সৃষ্টি করছে তাদের কাছ থেকে দেশ-জাতি কি আশা করতে পারে? তারপরও বলতে হয়, কবি দিলওয়ার আছেন, থাকবেন যাঁরা দেশ গঠনে ও সমাজ পরিবর্তন করতে চান তাঁদের সাথে, তাঁদের পাশে।

বাড়ির মালিক নিজ ঘরে ফিরে এলেন

ফজলুর রহমান চৌধুরী

সিলেট থেকে একসাথে পাশে বসে আসা ভদ্রলোক ম্যানেজার সাহেবকে আমার পরিচয় দিয়ে বাড়িতে চলে গেলেন। "আইয়ার স্যার, বাদে দেখা হইব"। ছালাম দিতেই ম্যানেজার সালাম সাহেব হাসি মুখে হাত বাড়িয়ে হ্যান্ডশেক করলেন। অফিসিয়াল পোষ্টিং অর্ডারের কাগজ পড়ে তিনি বললেন, "ওনো আমরা আগেই খবর পাইছি আপনে আইরা, জলদি জয়েনিং দেলাউকা চৌধরী সাব"। 'খুব ভালা হইছে আমার জরুরি কাজে ছুটিত যাইতাম আপনেরে তইয়্যা"।' সেকেন্ড অফিসার বাবু যে ছুটিত গেলা আর খবর নাই বাক্কা দিন ধইরা'। ভল্ট থেকে বের করে চাবিগুলো খাতায় এন্ট্রি দিয়ে আমাকে দিয়ে দিলেন।

স্মার্ট সুন্দর ক্যাশিয়ার সাহেব, ইসলাম উদ্দিন সাহেব, কৃষি ক্লার্ক / মাঠ কর্মী আব্দুল গফ্ফার সাহেব, দারোয়ান খালেক ভাই, জব্বার ভাই সবার সাথে একে একে সালাম, কুশলবিনিময় হলো, হ্যান্ডশেক হলো। সবাইকে খুশি দেখা গেল। ম্যানেজার সালাম সাহেব (মো. আব্দুছ সালাম) অপরাহ্নে ডাক দিলেন, "চলোউক্কা চৌধুরী সাব বাসায় গিয়া লাঞ্চ করব,' ইনো হোটেলে ভালা কোন্তা পাওয়া যায় না, সবকিছু একেরে মান্দা', বাসী"।

খুব কাছেই বাহাদুর পুর জমিদার/চৌধুরীবাড়ি। এবাড়িতে অনেক নামকরা স্বনামধন্য মানুষ ছিলেন, রয়েছেন। প্রাক্তন পররাষ্ট্র সচিব সিএম শফি সামি, এবি ব্যাংকসহ আরও কয়েকটি ব্যাংকের প্রাক্তন এমডি সিএম রয়েছে সামিসহ অনেক গুণীজনের বাড়ি। এবাড়ির একটি 'বাংলা ঘরে গ্রামীণ ব্যাংকের শাখা রয়েছে। জনতা ব্যাংক, কালীবাড়ি বাজার শাখা এ গ্রামীণ ব্যাংক শাখাকে সার্বিক ব্যাংকিং সহায়তা দিচ্ছে।

পরবর্তীতে কাজের মাধ্যমে এগুলো বিস্তারিত অবগত হই। গ্রামীন ব্যাংক বাহাদুর পর শাখার তখনকার ম্যানেজার সাহেব রসায়নের ছাত্র চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের। আমাদের ইয়ার মেট। বন্ধুত্ব জমে ওঠে স্বাভাবিকভাবে। সে সুবাদে সহকর্মীদের সাথে সুসম্পর্ক। একদিন এবাড়ির এক প্রবীণ ভদ্রলোক জনাব চৌধুরী গ্রামীন ব্যাংক ম্যানেজার সাহেবকে সাথে নিয়ে জনতা ব্যাংকে নিজের লেনদেনের জন্য এসেছিলেন। প্রথম পরিচয়ে মিষ্টভাষী চাচার সাথে হাসি-খুশি অনেক কথা হয়েছিল। তিনি ওনাদের আত্মীয় হবিগঞ্জের শতমুখা সাহেব বাড়ির জাকারিয়া খান চৌধুরী, জাকির খান চৌধুরী ভাইসাহেব, তাদের মরহুম আব্বা সাহেবের কথা আলাপ করেন। আমার কাছ থেকে ইতিবাচক উত্তর পেয়ে আরও খুশি হন। চাচাজি বলতে থাকেন "আপনার তো ইন থাকা খাওয়া কষ্ট হইব'। 'আইউকা আমার বাড়িত, "আমি ও এক ব্যাচালার জীবন কাটাইয়ার'। "ফুয়া চিটাগাং কোম্পনিত চাকরি করে, 'আমারে তার সাথে নিবার দায় কত বেহুঁশ, 'আমি বাড়ি তইয়্যা যাইআর না"। বাড়িতে আর কে আছুইন আপনেরে দেখাশুনা করার!— এ প্রশ্নের উত্তরে বললেন, "আল্লাহ পাকের রহমত, গ্রামীণ ব্যাংকের ভাতিজারা আর যাদেরকে পূর্ব থেকে লালন-পালন করছিলাম তাদের আল আওলাদরা সার্বিক দেখাশোনা করে, মায়া করে। ব্যাংকে আসলেই দাওয়াত দিতেন বাড়িতে বেড়াতে। সময় করে একদিন গিয়েছিলাম। এত আদর-যত্ন করেছিলেন অপূর্ব! নানান জাতের খাবার এখনও চোখে ভাসে। আধুনিক মনের মানুষ বলেছিলেন, আজ বিকালটা খুব ভালা কাটল। স্ত্রী-হারা চাচা মনের কষ্টগুলো চাপা রেখে হাসি-খুশিতে মেতে উঠতেন।

চারদিকে গাছগাছালি, একপাশে পাকা পুকুরঘাট। পাকাঘর দিয়ে পুরো বেষ্টিত বাড়িতে আর কোন মানুষ দেখা গেল না। ম্যানেজার সাহেব তালা খুলে সামনের একটি রুমে প্রবেশ করে মুচকি হেসে বললেন, 'আপনে এই রুমে পাশের খাটে থাকতে পারবা, যদি চাইন আর এক রুমেও থাকতে পারবা। বাবু থাকুন ঐ ভিতরের রুমে'। তিনি বললেন,"আমরার ব্যাংক ঘরের জমিদার/মালিক সাবেরই এ বাড়ি। পরিবার লইয়্যা সারা লন্ডন থাকুন। এক ফুরি দেশে আছে, জামাই আর এক ব্যাংকের ম্যানেজার।'এগুতা বুড়া বেটি বেতন দারি হিসাবে বাড়িতে ও ঘরে থাকে'। উঠান বাঠান, ঘর দরজা পরিষ্কার রাখে।"কই আর রাখে ও বেটিরও ফুয়া ফুরি, নাতি নাতন, বাড়ি আছে"। আমরারে বেতনদারি পাকশাক ও কইরা দেয়। সুবিধা অসুবিধায় কেরোসিনের চুলায় ও নিজে রান্নাবান্না করতে হয়। মালিক সাহেবের একজন চাচাত / ফুফাত ভাই রইছ আলী ভাই জমিজমার আয় ব্যয়সহ বাড়ির সার্বিক দেখাশোনা করেন। সময়ে গল্পগুজব করেন। কৃষি মাঠকর্মী আব্দুল গফ্ফার সাহেব আমার মতো নতুন চাকরিতে যোগদান করেছেন। বয়সে তরুণ। সবেমাত্র বিয়ে পাস করেছেন। সিলেটের স্থানীয় ভাষায় বেশ মজা করে কথা বলেন। কৃষি ঋণ আদায়ে ঋণ গ্রহীতাদের বাড়ি বাড়ি গিয়ে তাগাদা দেন, মামলার ভয় দেখান। ব্যাংকে এসে বলেন, 'স্যার কত চেষ্টা করেছি কিছু টাকা আদায়ে। সব বেকার চেষ্টা, বেটায় কয় খাইবার পইসা নাই। গাই গরু, জমি বেইচ্ছা কিছু টাকা বাদে দিব নে।'অনুশোচনা করে বলে "আমার চাকরিটা অত বাদ।'

> বাজার থেকে কিছু সদাই কিনে দুজনে মিলে কেরোসিনের স্টোভে রান্না করার সিদ্ধান্তে নেই। "চলুন দুজনে ও রুম তনে কুপিবাতি খোজে নিয়া আই"। হাতিয়ে ম্যাচ/ ম্যাচ লাইটার নিয়ে পাশের রুমের দরজা ধাক্কা দিয়ে ভিতরে ঢুকতেই মাটিতে শুয়ে থাকা অফহোয়াইট লাশের কফিন চিক চিক করে উঠল। মনে হলো কফিনের ভিতর থেকে সাদা কাপড়ের লাশ বের হয়ে আসছে।

কিছুদিনের মধ্যেই ওদের সাথে সুসম্পর্ক গড়ে ওঠে। বয়োজ্যেষ্ঠ ম্যানেজার সাহেব আমার সরলতাকে সম্মান করতেন, আদর করতেন। প্রায়ই আমাকে দায়িত্ব দিয়ে সিলেট ওনার বাসায় চলে যেতেন জরুরি কাজে।

১৯৮৮ সালের নভেম্বর ডিসেম্বর মাস। হঠাৎ একদিন খবর আসল এ বিশাল বাড়ির মালিক মুরুব্বি, ছেলেমেয়েদের আব্বা বিলেতে মারা গিয়েছেন। বাসনা মতে মরহুমের লাশ জন্মভূমির নিজ বাড়িতে ওনার ছেলেরা নিয়ে আসতেছেন। আগামী শুক্রবার দাফন করা হবে। আমরা মরহুমের জানাজা, দাফন সম্পন্ন করে বিকেলে সিলেট যাব। গফ্ফার সাহেব বললেন, 'স্যার বিচারার বাড়িত থাকি কোন ভাড়া দেই না, অন্তত পক্ষে ওনার জানাজায় অংশ নেয়া আলাদা কর্তব্য। কিন্তু খবর আসল হরতালের কারণে মরদেহ ঢাকা থেকে আসতে দেরি হবে। তাই আগের দিন রাতে সিলেট চলে যাই। তবে যেকোনোভাবে ওনার লাশ বাড়িতে এনে শুক্রবার বিকেল দাফন সম্পন্ন হয়ে যায়।

রোববার যথারীতি অফিস করে গফ্ফার সাহেবকে নিয়ে রাতে এত বড় বাড়িতে যাই। বাজার থেকে কিছু সদাই কিনে দুজনে মিলে কেরোসিনের স্টোভে রান্না করার সিদ্ধান্তে নেই। "চলুন দুজনে ও রুম তনে কুপিবাতি খোজে নিয়া আই"। হাতিয়ে ম্যাচ/ ম্যাচ লাইটার নিয়ে পাশের রুমের দরজা ধাক্কা দিয়ে ভিতরে ঢুকতেই মাটিতে শুয়ে থাকা অফহোয়াইট লাশের কফিন চিক চিক করে উঠল। মনে হলো কফিনের ভিতর থেকে সাদা কাপড়ের লাশ বের হয়ে আসছে। শরীরে কিসের ধাক্কা অনুভব করলাম। ঘর/রুমটি যেন মচমচ করে নড়তেছে। গফ্ফার সাহেব আমাকে জড়িয়ে ধরে শুধু জিজ্ঞেস করেছিলেন,"স্যার ইগু কিতা? পরক্ষণেই ' তাইন দি কবর থাইক্যা আইয়ুছইন গো বলে আমাকে নিয়ে ফেরত দৌড়ে বিছানার উপর পড়ে আল্লাহ বাঁচান বাঁচান কাকুতি। "কেয়ের দাঁয় আজকা এখানে আইছলাম গো"। শুধু চৌধুরী স্যার একা থাকবা দিক্কা"।" আমি আর ইন চাকরিত নাই"।

দুজনই লেপমুড়ি দিয়ে চুপ করে অনেকক্ষণ ঘুমিয়েছি। রান্নাবান্না সব বাদ। কারেন্ট আসার পর সিদ্ধ দেয়া আলুগুলো দুজনে ভাগ করে খেয়ে বিনিদ্র ঘুমিয়ে গেলাম। ঘুমানোর আগে দুজনে মিলে লাশের কফিন ঘরের দরজার খিলি টাইট করে লাগিয়ে দিলাম। গফ্ফার সাহেব বলতেছেন "উনার বড় মায়ার বাড়ি আইবা ই তো"।

পরদিন সকালে দিবালোকে সাহস সঞ্চয় করে অফিসে আসলাম। সালাম সাহেব সিলেট থেকে এসে অফিস করে আবার একসাথে চলে গেলাম। গফ্ফার সাহেব দুজন কৃষকের সাথে দেখা করে যে বাড়ি গেলেন বার দিন পরে ব্যাংকে আসলেন। এর মধ্যে খালি কফিনটি ঘর থেকে মসজিদে সরানো হয়েছে।

জীবন এবং আমি

হাবিব ফয়েজি

আত্মমগ্ন আমি, বেদনা বিলাসী কবি
মিথ্যে অভিনয় করে চলি পৃথিবীর এই নাট্যমঞ্চে
না বুঝতে দিই, না জানতে দিই কিছু
ভালো আছি, ভালোবাসা পেয়েছি বলে চেঁচাই
লক্ষ্যহীন এ জীবন কাঠিন্যের আঘাতে মালিন্যে ভরা
বাসর নেই, আসর নেই- তবুও মালা হাতে অপেক্ষা...
সাগরের মাঝামাঝি দাঁড়িয়ে প্রতিনিয়তই কূলের আশা
নির্মম নিয়তি যদি খেলে নির্দয় খেলা, তবে
ওখানে কারও হাত থাকে না, থাকে না কোনও অবকাশ...!

আমার তেমন তাড়া নেই

শেখ জলিল

খুব বেশি তাড়া নেই আর
অরণ্য বিজন পথে জমুক কুয়াশা মেঘ
আরো কিছু সময় থাকবো অপেক্ষায় একা
শুধু তার আসা পথে চেয়ে।

ঘাসগুলো আরো বড় হোক রৌদ্রস্নানে
সকালের সূর্যটা গড়িয়ে যাক বিকেলের কোলে
ঘোর সান্ধ্যমায়ায় খুঁজবো তার প্রিয়মুখ
আমার তেমন তাড়া নেই ক্লান্ত পথে।

এ আমার আজন্ম সন্ধান তার তরে
অপেক্ষার প্রহর ছড়িয়ে পড়ুক পাতায়
ছায়াগুলো দীর্ঘ হতে হতে হারিয়ে যাক পশ্চিমে
ক্লান্তির পাখিরা তবু ভুলবে না গান।

কত আর ফুরাবে সময় ক্ষয়ে যাবে পরমায়ু
সামনে বৈশাখী ঝড় বাঁধভাঙা পশ্চিমের বায়ু।

জীবনের ধারাপাত

মোখলেসুর রহমান

এবং ঝরে যাওয়া হলুদ পাতায় প্রেমাসিক্ত সৌরভে
হেমন্তপ্রেম জমা থাকে ভাব সজীব নৈসর্গিক জমিনে।
হলুদ পাতারা খসে পড়ে শহর জনপদ জুড়ে
যেন হলুদপাতা খসে পড়ার উৎসবে।
তাই জীবনের ইতিকথায় ফিরে এসো
দেখো চেয়ে স্বাভাবিক রূপের আলোকে
প্রত্যাবর্তনেই আছে নতুন জীবনের মিতালি,
নৈসর্গিক হাওয়ায় নতুন দিনের মৌ মৌ গন্ধ।
হেমন্ত খেলা করে নৈসর্গিক জীবনের হেমন্তে,
সৃষ্টির প্রেম জমা থাকে প্রাকৃতিক হেমন্তে।
হেমন্তের ফুলে জমে আছে যে ভালোবাসা
হেমন্তের হৈমন্তিক পাঁজরে যে লাল হলুদ
হেমন্তের রূপে যে জলের স্রোত বয়ে যায়
এখানেই দেখো প্রাণের আখ্যানে জীবনের ধারাপাত।
সৃষ্টি তত্ত্বে হৃদয়-মনে রাখো প্রশংসার স্তুতিগান
বিলাও প্রেমের ধারা অপরূপে সাজাও শ্রেষ্ঠ পঙক্তিমালা।

বাষ্পীয় স্বপ্ন

রোকেয়া দীপা

ভুলে ভুলে কাশফুল ছুঁয়ে থাকে শরতের কোল
দিয়ে যায় বেদনার বাতাস;
ছুঁয়ে থাকে সারা আকাশ
তবু, ছায়া হয়ে কেন রয়ে যাও মনের কুঠিরে
তোমাকে খুঁজে বেড়াই নিভৃতে নীরবে।
স্বপ্নময় জীবন-ভোরের ফোটা শিউলি জীবন
শুভ্রতায় ভরা তোমার প্রতিটা কথার গল্পমালা।
তোমাকে পেলে, স্পর্শের সুতায় গিট বেঁধে
গুনগুন শব্দে গান শোনাতাম
নিজেকে দিতাম এক ভিন্ন আমি উপহার,
এক নতুন আমি।
তুমি কি জানো,
বাষ্পে উড়ে গেলে আমার স্বপ্নগুলি
নিষ্প্রদীপ হয়ে যায় রঙিন দিনগুলি?
এভাবেই আঁধার পেড়িয়ে বাস্তবতায় ফিরে আসি
অবচেতন মন হৃদয় ক্ষতবিক্ষত করে
হৃদয় বোঝে না কত দুঃখ আমার
অহেতুক কারণে অকারণে চায় বারবার।
স্বপ্নে স্বপ্নে ছায়া আবছায়াতে
আমি জড়িয়ে যাচ্ছি অমোঘ মায়াতে।

আমি অশ্বত্থ বলছি

লুনা রাহনুমা

এই যে আমাকে দেখছো তোমরা আজ, কেমন জীর্ণ অসহায় বুড়োর মতো ঠায় দাঁড়িয়ে আছি নিশ্চল, এটা আমার একমাত্র রূপ নয়। তোমাদের মনুষ্য জীবনে তোমরা যেমন শৈশব - কৈশোর কাটিয়ে যৌবনে উন্মত্ত হও, আমার জীবনেও তেমনি কাল আসে পালাক্রমে। আমি বৈশাখের খরতাপে পুড়ি, শ্রাবণের জলে শিরশির করে কাঁপি, মাঘের কামড়ে সব খুইয়ে ফেলে উলঙ্গ পড়ে থাকি। আমার ঝরে যাওয়া হলুদ পাতারা দেখো এখনো পড়ে আছে আমারই পায়ের কাছে। ওদের কিছু উড়ে যাবে দমকা বাতাসের সাথে। কিছু কুড়িয়ে নেবে পাতাকুড়ানি মেয়েগুলো এসে। কিছু পাতারা আবার খুব অভিমানী; ওরা নিজেরাই পায়ে হেঁটে ওপারের ওই পাকা রাস্তায় উড়ে গিয়ে প্রাণ দেবে নির্মম যন্ত্রচাকার তলে।

আর এই যে দেখছো পাতাগুলো কালচে হয়ে গেছে: ওরা আসলে আবেগী-পত্র। এদের জন্ম হয়েছে শুধু ভালোবাসার জন্য। একদিন ওদের গায়ের রং সবুজ ছিল, তারপর হলুদ হয়ে ঝরে পড়েছে মাটিতে। ওরা কোথাও যাবে না আমাকে ছেড়ে। আমার পায়ের তলার মাটির সাথে মিশে গিয়ে ওরা উর্বর করবে আমার বেঁচে থাকাকে।

আমি একটি অশ্বত্থ গাছ। আমার পূর্বপুরুষদের নানারকম অবদান মিশে আছে তোমাদের মানব সভ্যতার ইতিহাসের সাথে। তাই আমাকে তোমরা কিছুটা অহংকারীও বলতে পারো। আমার মাথা উঁচু করে থাকা ডালপালারা সগৌরবে তোমাদের অবহেলা উপেক্ষা করেই বাতাসের গায়ে লুটোপুটি খেলে। পায়ের তলায় মাটির অতলে শিকড় ছড়াতে থাকে আমার ভারী পায়ের পাতা। তবুও যখন ছোট্ট সবুজ পাতাগুলো আর তার নিচের সরু লেজ নাড়িয়ে আমি ঝমঝম আওয়াজে চারপাশের সবাইকে পুলকিত করি, তখন তোমরা আমাকে তোমাদের বন্ধু বলেই মনে করো, আমি জানি। চিরকাল আমি তোমাদের পরম বন্ধু।

সেই কতকাল আগে, ভারতের বিহারে, মহামানব গৌতম বুদ্ধ আমার পূর্ব পুরুষের তলায় বসে ধ্যান করার সময় বোধি (জ্ঞান) লাভ করেছিলেন। আমার পূর্বপুরুষের একটি গোত্র তাই বোধিবৃক্ষ নামে পরিচিত। বৌদ্ধ ধর্মের মতো হিন্দু ধর্মেও আমাদের বিশেষ অবস্থান রয়েছে। সাধু-সন্ন্যাসীরা পবিত্রস্থান মনে করে আমাদের চরণে বসে ধ্যান করেন।

আমি কিন্তু বোধিবৃক্ষ নই। আমি একটি অশ্বত্থ। তোমরা আমার পেছনে বাচ্চাদের একটি স্কুল দেখতে পাচ্ছ, এই স্কুলের ছোটছোট বাচ্চারা টিফিনের সময় দৌড়ে সবার আগে আমার কাছে আসে। ওরা আমাকে পিপল নামে ডাকে। অশ্বত্থ বলতে ওদের মুখের দাঁত ভেঙে যাবার উপক্রম হয় কিনা। পিপল নামটি উচ্চারণ করতে সহজ ওদের ছোট্ট মুখের জন্য। দু`চারটা বাচ্চা হুড়মুড় করে আমার গায়ে লাফিয়ে উঠে, যেন আমি ওদের দাদাভাই হই। ওরা কেউ আমার পাতা কয়টি ছিড়ে নিয়ে শব্দ করে বাঁশি বাজায়। পাতার বাঁশিতে শব্দ তুলতে না পারলে অনেকে এমনিতেই দাঁত দিয়ে কাটে। একটি কথা বলি তোমাদের কানে কানে, ক্লাস ফাইভের ছোট্ট মেয়ে সুনয়নাকে চেনোতো! খুব অভাব ওদের সংসারে। সুনয়না প্রায়দিন খুব সকালে উঠে এসে শুকনো ডালা আর পাতা কুড়িয়ে নিয়ে যায়। আমার শুকনো ডাল আর পাতার আগুনে ওদের মাটির চুলোতে আলু সিদ্ধ হয়। তাই খেয়ে বেঁচে থাকে ওদের পরিবারের আটটি মানুষ।

বেচারি মেয়েটির জন্য আমার খুব মায়া হয়, জানো! নিজের হাতে নিজেকে ছিঁড়তে পারলে ওকে আমি সাহায্য করতাম ঠিক। কিন্তু আমিতো গাছ। তোমাদের মতো নিজেকে আমি অন্যের প্রয়োজনে নিজ হাতে খণ্ডখণ্ড করে ভেঙে দিতে পারি না। তাই আমি অপেক্ষায় থাকি। তোমরা নিজেরাই এসে ভেঙে নিয়ে যাও আমার হাত, নাক, কান, আমার আঙ্গুল, আমার নানা অঙ্গপ্রতঙ্গ তোমাদেরই প্রয়োজন মতো। অনেক বছর আগেই জগদীশ চন্দ্র বসু নামে একজন বিজ্ঞানী তোমাদেরকে প্রমাণ করে দেখিয়েছিল, গাছেরও প্রাণ আছে। কিন্তু বইতে পড়া কথা তোমাদের খুব একটা মনে থাকে না, আমি জানি। তাই কিছু মনে করি না। তোমরা না হয় আমাকে ছিঁড়ে ছিঁড়েই সুখ পেলে!

যদিও আমি বাচ্চাদের কথা বলছি অনেকক্ষণ ধরে, তাই বলে ভেবোনা আমি বাচ্চাদের বয়সী। আমার কিন্তু অনেক বয়স। কত জানতে চাও? তা কম করে হলেও নয় শত কিংবা ছয় শত বছর তো হবেই। আশ্চর্য হয়ো না। আমাদের বংশে অন্যরা হাজার বছর ধরে বেঁচে থাকে। আমার আদি পুরুষদের ভেতর সবচেয়ে বেশি দীর্ঘজীবী অশ্বত্থ গাছটি বর্তমানে শ্রীলংকার অনুরাধাপুরে রয়েছে। তার বয়স ২২৫০বছরেরও বেশি।

আমাদের সম্পর্কে একটি মজার কথা বলি। আমার গাছে তোমরা ফল দেখলেও ফুল কিন্তু দেখতে পাবে না সহজে। কারণ আমার ফুল লুকিয়ে থাকে ফলের ভেতর। ফুলের ঔজ্জ্বল্য পাও না বলে আবার রাগ করো না তো!

রূপের মতো ফুলের শোভন কান্তি না দেখালেও আমরা মানুষের অনেক উপকার করি। এই যেমন ধরো, মানুষের শরীরকে ছায়ায় আর বাতাসে জুড়িয়ে থাকি। আবার আমার ব্যবহার আছে তোমাদের অসুখে চিকিৎসার প্রয়োজনে। ডায়াবেটিস, ডায়রিয়া, মুগীরোগ, গ্যাস্ট্রিক সমস্যা, প্রদাহজনক রোগ, সংক্রামক রোগ সহ প্রায় ৫০ ধরনের রোগের জন্য আমাকে তোমরা ব্যবহার করো। তোমাদের ভালোবাসায় ধন্য আমার অনেক সন্তানেরা বনসাই হয়ে তোমাদের ড্রয়িংরুমে আভিজাত্যে শোভা বর্ধন করে যাচ্ছে দিনের পর দিন ধরে।

তোমরা মানুষ আর আমরা গাছ। আমরা একই পৃথিবীতে বসবাস করি। কিন্তু একটু ভেবে দেখো, তোমরা মানুষেরা পৃথিবীকে যেভাবে ব্যবহার করো, আমরা গাছেরা ঠিক তার উল্টোটা করি। আমরা চেষ্টা করি পৃথিবীটাকে বাঁচিয়ে রাখতে। আর তোমাদের ভেতর বেশির ভাগই কেবল ক্ষয় আর ধ্বংস করে যাচ্ছ দিনের পর দিন। তোমাদের পাপ আমরা নিজেদের সবুজ পাতায় ঢেকে রাখি যতটা সম্ভব।

বিশ্বাস হলোনা তো? আমার পায়ের কাছে ডান দিকে লতাগুলোর নিচে দুই হাত মাটি খুঁড়ে দেখো। সুনয়না ঘুমিয়ে আছে ওখানে। এই এলাকারই চারটে খারাপ ছেলে, বাচ্চা মেয়েটাকে কোথা থেকে ক্ষতবিক্ষত অবস্থায় নিয়ে এসেছিল আজ সকালের আলো ফোটার আগে। সুনয়না অচেতন ছিল। কিন্তু আমার মন বলছে, তখনো প্রাণ ছিল ভিতরে। ডাক্তারের কাছে নিয়ে গেলে বেঁচে যেত মেয়েটা। কিন্তু ছেলেগুলো কেমন করে যেন জানতো, সুনয়নাকে আমার কাছেই গচ্ছিত রেখে যাওয়া সবচেয়ে বুদ্ধিমানের কাজ। খুব ভোরে এসে ওরা আদরের সুনয়নাকে আমার কাছে জমা রেখে গিয়েছে। আমি এখন একটি বাচ্চা মেয়ের লাশের পাহারাদার। যদি কথা বলার ক্ষমতা থাকতো আমার, তাহলে আমি তোমাদেরকে সবগুলো খারাপ ছেলেদের নাম বলে দিতাম।

আচ্ছা, আমি আজ যাই। সুনয়নার জন্য আমার খুব মন খারাপ। আমার ঝরে পড়া হলুদ পাতারা আজ সারাদিন গুনগুনিয়ে কাঁদছে বাচ্চা মেয়েটির জন্য। আমি জানি তোমরা করোনাকে নিয়ে খুব আতঙ্কে আছো। মরণঘাতী করোনাও কিন্তু ভয় ঢোকাতে পারেনি ওই দুষ্ট ছেলেগুলোর বুকে। এতো পাষাণ কেন হয় কিছু মানুষ?

শুধু ভাবি, পৃথিবী জুড়ে সবাই কেন গাছ হলো না আমার মতন। তাহলে ঋতুতে ঋতুতে বদল হতো শুধু, কিন্তু ক্ষতি করত না কোনদিন এই পৃথিবীর; মানুষের মতন!

2022
Happy New Year

ইংরেজী নতুন বছরের শুভেচ্ছা

আপনি কি ম্যারিল্যান্ড, ভার্জিনিয়া ও ওয়াশিংটন
ডিসির যে কোন জায়গায় বাড়ি ক্রয়-বিক্রয়
করতে চান? অনুগ্রহপূর্বক

যোগাযোগ করুন:
301-537-9885

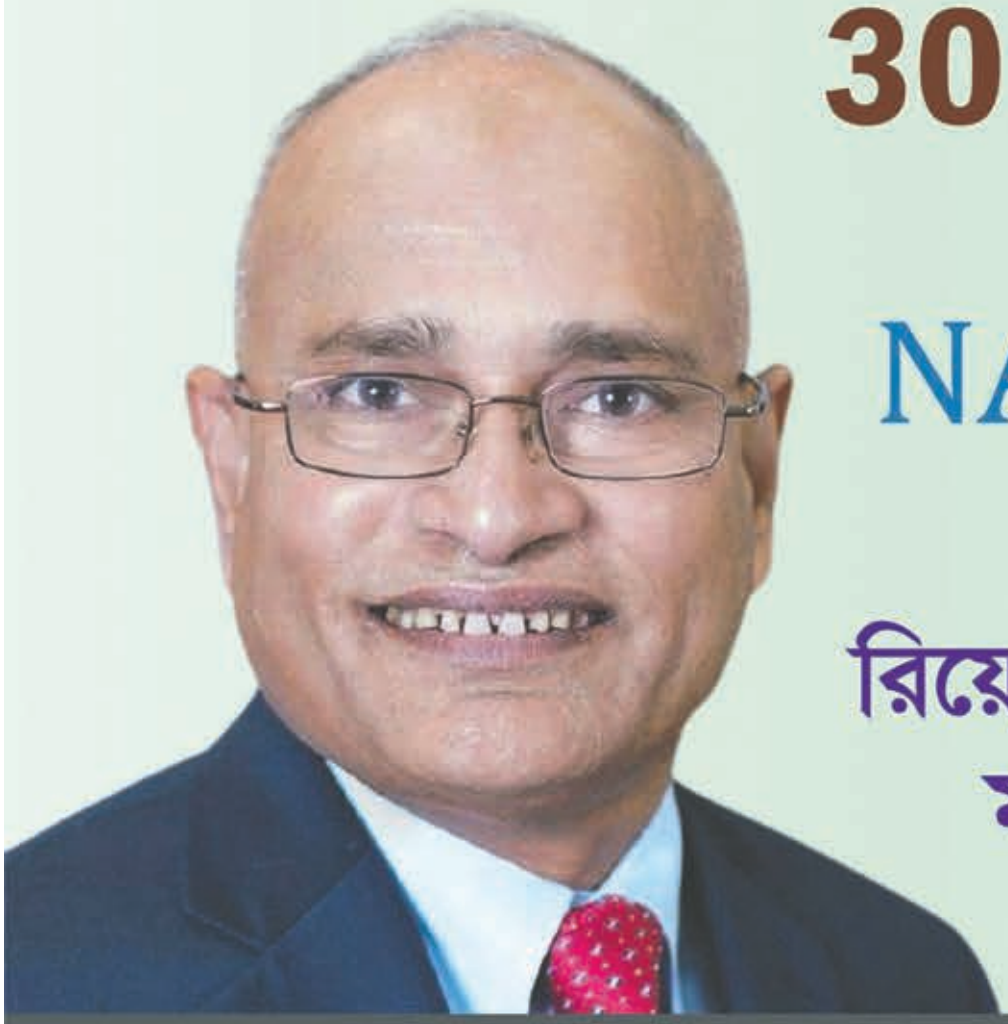

NAZIR ULLAH
REALTOR

রিয়েল এস্টেট
ম্যারিল্যান্ড | ভার্জিনিয়া
ডিসি

Contact: 795 Rockville Pike, Rockville,
MD 20852, Office: 301-424-0900,
Cell: 301-537-9885, Fax: 301-454-9290

GOLDEN AGE HOME CARE

Licensed Home Health Care Agency

CDPAP Service

HHA/ PCA Service

Skilled **Nursing**

Most Popular Home Care Agency

প্রশিক্ষণ ছাড়াই ঘরে বসে
আপনজনকে সেবা দিয়ে
অর্থ উপার্জন করুন

MAKE MONEY BY SERVING
YOUR RELATIVES AT HOME
WITHOUT TRAINING

JACKSON HEIGHTS HEAD OFFICE
71-24 35th Avenue Jackson Heights, NY 11372
Ph: 718-775-7852, Fax: 917-396-4115

BRONX OFFICE
831 Burke Avenue
Bronx, NY 10467
Ph: 347-449-5983
Fax: 347-275-9834

BROOKLYN OFFICE
509 Mcdonald Ave
Brooklyn, NY 11218
Ph: 347-781-2778
Fax: 917-396-4115

JAMAICA OFFICE
164-05 Hillside Ave
Jamaica, NY 11432
Ph: 718-674-6002
Fax: 917-396-4115

Email: info@goldenagehomecare.com
www. goldenagehomecare.com

Shah Nawaz MBA
President & CEO
Ph: 646-591-8396

Marks Home Care
মার্কস্ হোম কেয়ার

MHC

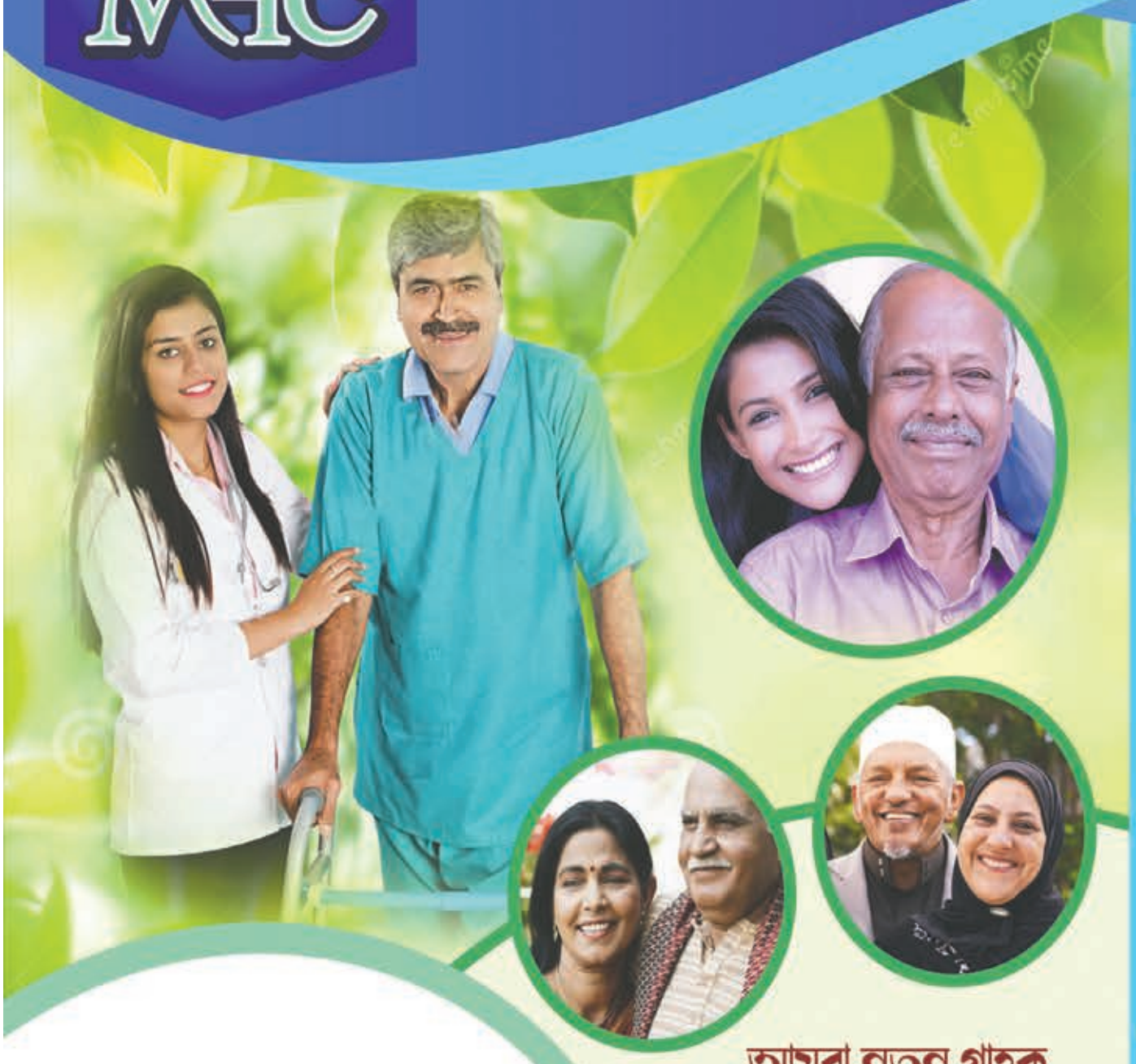

✔ প্রশিক্ষণ এবং সার্টিফিকেট ছাড়াই উপার্জনের সুযোগ।

✔ প্রিয়জনের সান্নিধ্যে সর্বোচ্চ স্বাস্থ্যসেবা

✔ আকর্ষণীয় সাপ্তাহিক আয়ের নিশ্চয়তা

আমরা নূতন গ্রাহক
এবং
এজেন্সী ট্রান্সফার
সাদরে গ্রহণ করছি।

We Welcome
Agency Transfers
and New Clients.

FOLLOW US ON
@markshomecareofficial @markshomecareofficial
FOR LATEST EVENTS.
PRIZES AND GIVEAWAYS

বিস্তারিত জানতে কল করুন
718-697-7707
E-mail : info@markshhc.com | www.markshhc.com

Bronx
1232 Virginia Ave
Bronx, NY 10472

1514 Castle Hill Ave
Bronx, NY 10462

Brooklyn
413 Bay Ridge Ave
Brooklyn, NY 11220

219 Church Ave
Brooklyn, NY 11218

1122 Coney Island Ave
Suite 220 (2nd fl.)
Brooklyn, NY 11230

1208 Liberty Ave
Brooklyn, NY 11208

Queens
40-04 Junction Blvd
Corona, NY 11368

37-20 74th Street
Jackson Heights
NY 11372

148-37 Hillside Ave
Jamaica, NY 11435

Hicksville
217 Bethpage road
Hicksville
NY 11801

Buffalo
1049 Broadway St.
Suite # 4
Buffalo, NY 14212

প্রথম আলো

Prothom Alo North America

30 December 2021, Thursday, 5th Year, Issue 250, 40 Pages

৩০ ডিসেম্বর ২০২১, ১৫ পৌষ ১৪২৮, ২৬ জমাদিউল আউয়াল ১৪৪৩, বৃহস্পতিবার

ইসলাম

ইসলামে মিতব্যয়িতা

শামীম সিদ্দিকী

ইসলাম ধর্মে মানুষের প্রয়োজনীয় সব জীবনোপকরণ বিদ্যমান রয়েছে । রিজিক গ্রহণের সাথে অপচয় না করার জন্য আল্লাহপাক মানুষকে সতর্ক করে দিয়েছেন। পবিত্র কোরআনের সুরা আরাফ-এর ৩২নং আয়াতে বলা হয়েছে, 'তোমরা আহার ও পান করো, আর অপচয় কোরো না তিনি (আল্লাহ) অপচয়কারীদের ভালোবাসেন না।'

দৈনন্দিন জীবনে ব্যয়ের ক্ষেত্রে মধ্যমপন্থা অবলম্বনই মিতব্যয়িতা। কৃপণতা না করে প্রয়োজন মতো ব্যয় করাই মিতব্যয়িতা। মিতব্যয় একদিকে যেমন মানুষের সম্পদ বৃদ্ধি করে অন্যদিকে অপরকে সাহায্য করার পথ উন্মুক্ত করে। মিতব্যয়িতা ঈমানদারের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। পবিত্র কোরআনের সুরা ফুরকানের ৬৩ নম্বর আয়াত থেকে মহান

এরপর পৃষ্ঠা ২৬ কলাম ৪

যুক্তরাষ্ট্র বঙ্গবন্ধুর খুনিদের আশ্রয় দিয়ে আবার সবক দেয় : শেখ হাসিনা

ঢাকা অফিস

বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন, 'আমেরিকা গণতন্ত্রের জন্য কথা বলে আর খুনিদেরকে আশ্রয় দেয়, প্রশ্রয় দেয়। কেন আমি জানি না। তারা নাকি বিশ্বের সব থেকে গণতান্ত্রিক দেশ!"

২৮ ডিসেম্বর সুপ্রিম কোর্ট কর্তৃক প্রকাশিত 'বঙ্গবন্ধু ও বিচার বিভাগ ও 'Bangabandhu and the judiciary' শীর্ষক মুজিব স্মারকগ্রন্থ এবং 'ন্যায় কণ্ঠ' শীর্ষক মুজিববর্ষ স্মরণিকার মোড়ক উন্মোচন অনুষ্ঠানে একথা বলেন প্রধানমন্ত্রী। গণভবন থেকে ভিডিও কনফারেন্সিংয়ের মাধ্যমে এই অনুষ্ঠানে যুক্ত হন তিনি।বাংলাদেশের জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান হত্যাকাণ্ডের মামলায় মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত রাশেদ চৌধুরী দীর্ঘদিন ধরে যুক্তরাষ্ট্রে রয়েছেন। দণ্ডিত আরেক খুনি এইচ বি এম নূর চৌধুরী রয়েছেন যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিবেশী দেশ কানাডায়।

শেখ হাসিনা বলেন, 'আমেরিকার মতো জায়গা, যারা সব সময় ন্যায়বিচারের কথা বলে, গণতন্ত্রের কথা বলে, ভোটাধিকারের কথা বলে, তারা মানবাধিকারের কথা বলে, কিন্তু আমাদের যে মানবধিকার লঙ্ঘন হয়েছিল, আমরা যে ন্যায় বিচার পাইনি.. তারপর যখন এই বিচার হল, সেই খুনিদের আশ্রয় দিয়ে বসে আছে।

নূরকে আশ্রয় দিয়ে রেখেছে কানাডা, আর খুনি রাশেদ এখনও আমেরিকায়।'তিনি বলেন, 'তাদের (যুক্তরাষ্ট্র) কাছ থেকে আমাদের আইনের শাসনের সবকও শুনতে হয়, গণতন্ত্রের কথাও

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

শুনতে হয়, ন্যায়বিচারের কথাও শুনতে হয়, সেটিই আমার কাছে অবাক লাগে।'জাতির পিতার খুনিদের ফিরিয়ে আনতে সরকারের প্রচেষ্টা চালানোর কথা তুলে ধরে প্রধানমন্ত্রী বলেন, "আমি সরকারে আসার পর থেকে (যুক্তরাষ্ট্রে) যতজন রাষ্ট্রপতি এসেছেন, প্রত্যেকের কাছে বারবার অনুরোধ করেছি যে একটা সাজাপ্রাপ্ত আসামিকে আপনারা কীভাবে আশ্রয় দেন, আপনাদের জুডিশিয়ারি কীভাবে আশ্রয় দেয়, কীভাবে আপনারা একটা খুনিকে আশ্রয় দেন? তাকে (রাশেদ) আজ পর্যন্ত ফেরত দিল না।"

নগর ভবনে পবত্র কোরান হাতে নিয়ে শপথ নিচ্ছেন শাহানা হানিফ- ছবি: সোহেল মাহমুদ

নতুনের আবাহন

শপথ নিয়েছেন শাহানা হানিফ

রোকেয়া দীপা

বিশ্বের অন্যতম শীর্ষ নগর হিসেবে খ্যাত নিউইয়র্কের ইতিহাসে প্রথমবারের মতো কোন বাংলাদেশী আমেরিকানেরঅন্তর্ভুক্তি ঘটেছে। গত নির্বাচনে সিটি কাউন্সিলে জয় পাওয়ার পর গত ২৮ ডিসেম্বর নগরভবনে কাউন্সিলউওম্যান হিসেবে শপথ নিয়েছেন শাহানা হানিফ। আমেরিকায় বাংলাদেশীদের নতুন ইতিহাস সুচিত হয়েছে। পবিত্র কোরান হাতে নিয়ে নিউইয়র্কের নগরভবনে শপথ গ্রহণ করেন শাহানা হানিফ।

কোভিড-১৯ সংক্রমনের কারনে এবারে নগর ভবনে নির্বাচিতদের শপথ গ্রহণ হচ্ছে সীমিত আয়োজনে। শাহানা হানিফের শপথ অনুষ্ঠানে তাঁর বাবা মোহাম্মদ হানিফ, মা রেহানা হানিফ এবং প্রচারণা কমিটির কিছু সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন। শপথ নেয়ার পর আপ্লুত শাহানা হানিফ এক প্রতিক্রিয়ায় বলেছেন তিনি দায়িত্ব পালনের জন্য সম্পূর্ন প্রস্তুত। তিনি অত্যন্ত আনন্দিত উল্লেখ করে সকলের সহযোগিতা কামনা করেছেন। অভিবাসী হসেবে আমেরিকায় আসা চট্টগ্রামের মোহাম্মদ হানিফ এবং রেহানা হানিফ মেয়ের সাফল্যে তাদের অনন্দ প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছেন এবং মেয়ের অগ্রযাত্রা অব্যাহত থাকার জন্য সকলের কাছে দোয়া চেয়েছেন।

উল্লেখ গত নির্বাচনে ব্রুকলিনের নির্বাচনি এলাকা ৩৯ থেকে ৮৯ শতাংশ ভোট পেয়ে শাহানা হানিফ নির্বাচিত হয়েছেন। একজন তরুণ সংগঠক হিসেবে দীর্ঘদিন থেকে তিনি নাগরিক আন্দোলনের সাথে সম্পৃক্ত রয়েছেন। জনসমাজের দাবী দাওয়ার আন্দোলনে একজন তরুণ সংগঠক হসেবে তাঁকে সব সময় রাজপথে দেখা গেছে। তাঁর নর্বাচনে বহু অভিবাসীর এলাকা হিসেবে পরিচিত নির্বাচনি এলাকায় সব জাতিগষ্টির ব্যাপক সমর্থন তিনি পেয়েছেন। নিউইয়র্কে বাংলাদেশীদের তিন প্রজন্মের অভিবাসনের সময়ে নগরভবনে শাহানার অভিষেকের মধ্য দিয়ে ইতিহাসের নতুন যাত্রা শুরু হয়েছে বলে অনেক স্বদেশীই উচ্ছ্বাসের সাথে বলছেন।

১০০ লাখ কোটি ডলার ছাড়াচ্ছে বিশ্ব অর্থনীতি

উত্তর আমেরিকা ডেস্ক

বর্তমান বিশ্ব অর্থনীতির আকার প্রায় ৯১ লাখ ৯৮ হাজার কোটি ডলার। আগামী বছরের মধ্যে তা ১০০ লাখ কোটি ডলার ছাড়াচ্ছে। যুক্তরাজ্যভিত্তিক অর্থনীতি-বিষয়ক পরামর্শ সংস্থা সেন্টার ফর ইকোনমিকস অ্যান্ড বিজনেস রিসার্চের (সিইবিআর) গত ২৬ ডিসেম্বর রোববারের এক প্রতিবেদনে এসব তথ্য উল্লেখ করা হয়েছে।

সিইবিআরের বরাতে রয়টার্স জানায়, বর্তমান বিশ্বের শীর্ষ অর্থনীতি যুক্তরাষ্ট্রকে ২০৩০ সালের মধ্যে টপকে যেতে পারে চীন। মোট দেশজ উৎপাদনের (জিডিপি) দিক থেকে যুক্তরাষ্ট্রের বর্তমান অর্থনীতির আকার ২০ লাখ ৪৯ হাজার কোটি ডলার।

এরপর পৃষ্ঠা ২৬ কলাম ১

ঘুরে দাঁড়ানোর চেষ্টায় বিএনপি

ঢাকা অফিস

১৫ বছর ধরে ক্ষমতার বাইরে থাকা বিএনপি বিভিন্ন সময়ে নানাভাবে ঘুরে দাঁড়ানোর চেষ্টা করেছে। দীর্ঘ সময়ে ভোটে ও মাঠে—দুই ক্ষেত্রেই ব্যর্থ হয়েছে দলটি। মাঝে করোনার ধাক্কা মাঠে সক্রিয় হওয়ার ক্ষেত্রে অনেকটা পিছিয়ে দিয়েছে তাদের। অন্যদিকে দুর্বল নেতৃত্ব এবং সাংগঠনিক ভিত্তির ওপর দাঁড়িয়ে থাকা বিএনপির ঘুরে দাঁড়ানো ছিল কঠিন। বিদায়ী বছরে ঝিমিয়ে পড়া দলটি একটু গা ঝাড়া দিয়ে ওঠার চেষ্টা করছে খালেদা জিয়াকে চিকিৎসার জন্য বিদেশে পাঠানো নিয়ে।

বিএনপির চেয়ারপারসন খালেদা জিয়া গত ১৩ নভেম্বর থেকে রাজধানীর এভারকেয়ার হাসপাতালে চিকিৎসাধীন।

খালেদা জিয়ার ইস্যু

- ৩০ ডিসেম্বরের মধ্যে দেশের ৩২টি জেলায় সমাবেশ করবে বিএনপি।
- পর্যায়ক্রমে বাকি জেলায়ও এমন কর্মসূচি পালনের কথা রয়েছে।

এরপর পৃষ্ঠা ২৬ কলাম ৫

মার্কিন নিষেধাজ্ঞা নিয়ে নতুন শঙ্কা

ঢাকা অফিস

র‍্যাব কর্মকর্তাদের ওপর মার্কিন নিষেধাজ্ঞার পর নানান আশঙ্কা কাজ করছে বাংলাদেশ সরকারের মধ্যে। এই ঘটনায় দুই দেশের সম্পর্কে কোনো প্রভাব পড়বে না বলে মন্ত্রীরা দাবি করলেও তা সবাইকে আশ্বস্ত করতে পারছে না। অনেকের আশঙ্কা, সংশ্লিষ্ট আরও কারও কারও ওপর নিষেধাজ্ঞা দিতে পারে যুক্তরাষ্ট্র। বিশেষ করে, বাংলাদেশের নিরাপত্তা বাহিনীর জন্য দেওয়া অনুদান কোথায় কীভাবে ব্যবহৃত হয়েছে, তা যুক্তরাষ্ট্র জানতে চাওয়ায় এই আশঙ্কা প্রবল হয়েছে।তবে যুক্তরাষ্ট্রের সিদ্ধান্তের পর থেকে দেশে আর 'ক্রসফায়ার'-এর ঘটনা ঘটেনি।

মানবাধিকারকর্মীরা বলছেন, বড় ধাক্কার

এরপর পৃষ্ঠা ২৬ কলাম ১

বিস্তারিত দেখুন ১৮ পৃষ্ঠায়

সম্পাদক: ইব্রাহীম চৌধুরী কর্তৃক মুদ্রিত ও পরিবেশিত: ৩৭-১৮, ৭৩ স্ট্রিট, সুট # ২০২ জ্যাকসন হাইটস, নিউইয়র্ক ১১৩৭২, **ফোন:** ৭১৮- ৩০৮ - ৫০২০, **ই-মেইল: নিউজ**: news@prothomalony.com, **বিজ্ঞাপন**: cm@prothomalony.com